প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ**

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মোট ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে (সবগুলো বিনিয়োগ প্রকল্প) ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ছিল ৪টি ।

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

সমাপ্ত ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি প্রকল্পের ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয় থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ১টি প্রকল্প নির্ধারিত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে, সমাপ্ত ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি প্রকল্পেরই মেয়াদ মূল অনুমোদিত মেয়াদ কাল থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাপ্ত ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি প্রকল্পের মেয়াদ মূল অনুমোদিত মেয়াদ কাল থেকে ১৮২% বৃদ্ধি পেয়েছে। (পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য)।

৩। **ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধির কারণঃ**

মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে-অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের সংস্থান অনুযায়ী এডিপিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান না করা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় চাহিদা যথাযথভাবে নিরূপণ না করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বার বার প্রকল্প সংশোধন, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা, ডিপিপিতে নির্ধারিত বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা, দক্ষ জনবলের অভাব ইত্যাদি।

৪। **সমাপ্ত প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের পরিমান ও ধরন/প্রকৃতিঃ**

দুটি প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ হয়নি। অপরদিকে, একটি প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত পূর্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও মূল কার্যক্রম আসবাবপত্র-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়নি। যার ফলে প্রকল্প হতে কোন উপযোগীতা পাওয়া যাচ্ছে না । তাছাড়া উক্ত প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত পূর্বাভাস কেন্দ্র পরিচালনার জন্য যে সমস্ত জনবল প্রয়োজন হবে তা অনুমোদন না হওয়ায় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ না করেই প্রকল্পটি সমাপ্তি ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে প্রকল্পটির কার্যক্রম সমাপ্ত না করেই সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

৫। **প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
৫.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতাঃ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত পণ্য ও পূর্ত ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ইইনসি শাখার মাধ্যমে করা হয়েছে। ঠিকাদারগণের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার পর তা সংশ্লিষ্ট এজি (আর্মি)-কে জানানো হয়। সে প্রেক্ষিতে উক্ত এজি তদারকি করে নিয়োগকৃত ঠিকাদারদের মাধ্যমে প্রকল্পের পণ্য সরবরাহ ও পূর্ত নির্মাণ কাজ সম্পাদন করে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্য সম্পাদনে নির্ধারিত মেয়াদ পরবর্তীতে সংশোধন করতঃ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ প্যাকেজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়নি। এটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনারই দুর্বলতা বলে প্রতীয়মান হয়। [ফেনীতে একটি গার্লস ক্যাডেট কলেজ স্থাপন-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)]	৫.১ প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগদানে সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে নির্ধারিত সময় ও ব্যয়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যাবলী সম্পাদন করা যায় ;
৫.২ আসবাবপত্রের মান নিম্নঃ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্রের মান সন্তোষজনক নয়। কারণ পরিদর্শনের দিনে দেখা গেছে অধিকাংশ আসবাবপত্র কাঠের সংযুক্ত অংশে বেশ ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কাঠগুলো যথেষ্ট পরিমাণে সিজনিং করা নয়। যে কোন আসবাবপত্রে কাঠ ব্যবহার করতে হলে প্রয়োজনীয় সিজনিং করা যুক্তিসঙ্গত। [ফেনীতে একটি গার্লস ক্যাডেট কলেজ স্থাপন-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)]	৫.২ আসবাবপত্রগুলোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ;
৫.৩ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল ৪ বছর। উক্ত সময়ে ৫ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক	৫.৩ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার ও ভবিষ্যতে আরো দক্ষ

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
পরিবর্তন না হলে প্রকল্পটি আরো দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করা যেত বলে প্রতীয়মান হয়। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের প্রথা পরিহার করা আবশ্যক। [মিরপুর সেনানিবাসে মিলিটারি ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-এর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)]	ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে উদ্যোগী হতে হবে।
৫.৪ বাস্তবায়নে বিলম্বঃ প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই, ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হলেও বিভিন্ন সময়ে অর্থায়ন ও অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয়ঃ প্রকল্পটি ১৯৯৩ সালে ৮১৮.০২ লক্ষ টাকা, ১৯৯৮ সালে ৯৯৯.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটি যথাসময়ে অনুমোদন ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকায় সংশোধন করা হয়। অর্থাৎ প্রাক্কলিত ব্যয় ৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। [সিসমোলজিক্যাল সার্ভিসেস এর উন্নয়ন]	৫.৪ প্রকল্প গ্রহণের সময় যথাযথ পরিকল্পনা ও অর্থের উৎস নিশ্চিত হয়ে প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সমীচীন। ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অর্থায়নের উৎস নিশ্চিতপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করার বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।
৫.৫ জনবলের সমস্যাঃ প্রকল্পটির আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা হলেও দক্ষ জনবল নিয়োগ করা হয়নি। ফলে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্পটি হতে সৃষ্ট অবকাঠামাদি সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। [সিসমোলজিক্যাল সার্ভিসেস এর উন্নয়ন]	৫.৫ প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট অবকাঠামোগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৫.৬ কাজ অসমাপ্তঃ প্রকল্পটির ডিপিপিতে যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার মধ্যে অন্যতম মূল কাজ আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রকল্প মেয়াদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি সুরাহ না হওয়ায় উক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ না করেই প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। যার ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের উপযোগীতাঃ প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন হতে কোন উপযোগীতা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন না করায় এ প্রকল্প হতে কোন উপযোগীতা পাওয়া যাচ্ছে না। [নৌ-দুর্ঘটনা প্রশমনকল্পে অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)]	৫.৬ বাংলাদেশের মত দূর্যোগপূর্ণ এলাকার জন্য সময়মত দ্রুত আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই অতিসত্বর প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহপূর্বক এ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা সমীচীন হবে। যাতে জানমাল রক্ষার জন্য দ্রুত আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হয়।
৫.৭ নিম্নমানের নির্মাণ কাজঃ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬টি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে কেন্দ্রগুলোর নির্মাণ কাজের মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও খুলনা ও সিরাজগঞ্জ কেন্দ্র দুটির নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া নির্মাণ কাজ সমাপ্তির সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে উক্ত কেন্দ্র দুটির ফ্লোর ও দেয়ালের প্লাষ্টার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। [নৌ-দুর্ঘটনা প্রশমনকল্পে অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)]	৫.৭ যে সমস্ত কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক নয় এবং ফ্লোর ও দেয়ালের প্লাষ্টার নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে মেরামত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় মেরামত সাপেক্ষে নির্মিত ভবনগুলো দ্রুত হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শন অনুচ্ছেদে যে সমস্ত পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মিরপুর সেনানিবাসে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-এর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)

(সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সেনাসদর, এজি'র শাখা (সমন্বয়) ও ইইনসি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর ঢাকা সেনানিবাস।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৩০৭১.৭০ জিওবিঃ ৩০৭১.৭০ প্রঃসাঃ --	মোটঃ ৩০৭১.৭০ জিওবিঃ ৩০৭১.৭০ প্রঃসাঃ --	মোটঃ ২৭৯৯.৬২ জিওবিঃ ২৭৯৯.৬২ প্রঃসাঃ --	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন,২০০৮	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন,২০১০	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন,২০১০	--	২ বছর (১০০%)

৫.০ **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রং নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	**ভূমি উন্নয়ন**	**ঘ:মিঃ**	**৮০.৭৪৫**	১৫৩৮৮.০০	**৬৪.০৯(৭৯%)**	১৫৩৮৮.০০ (১০০%)
২	**নির্মাণঃ**					
	ক) সুপার স্ট্রাকচার	বর্গমিঃ	১৯৩১.৬১	১৩৪৬৪.৫০	১৭৩২.৮২(৮৯%)	-
	খ) গার্ড রুম নির্মাণ	বর্গমিঃ	৫৯.৯০	২০৭.৩২	৫৯.১৭ (৯৯%)	২০৭.৩২ (১০০%)
	গ) কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণ	বর্গমিঃ	১৯৫.২২৫	৬৭১০.৯১	১৯২.৩২(৯৮%)	৬৭১০.৯১ (১০০%)
	ঘ) গভীর নলকূপ ও পানি সংরক্ষণাগার সহ বহিঃস্থ পানি সরবরাহ	থোক	৯৫.৬৮	-	৮৪.৮৯(৮৮%)	-
	ঙ) ইন্টারকমসহ ইন্টারনেট সংযোগ	থোক	১৩.৮৩	-	১২.৫১(৯০%)	-
	চ) জেনারেটরসহ বহিঃস্থ বিদ্যুতায়ন	থোক	১৭১.১৭	-	১৩৮.১৩ (৮০%)	-
	ছ) গ্যাস সরবরাহ	থোক	১০.০০	-	৯.৭৪ (৯৯%)	-
	জ) কন্টিনজেন্সী	-	৭.০১	-	৭.০১ (১০০%)	-

ক্রং নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ		পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	ঝ) ওভারহেড	-	০.৫০	-	০.৫০ (১০০%)	-
	ঞ) যন্ত্রপাতি	থোক	২৭৪.০০	-	২৬৭.০৬(৯৭%)	-
	ট) আসবাবপত্র	থোক	১৬৪.৫৩	-	১৬৩.৮৮ (১০০%)	-
	ঠ) রিটেইনিং দেয়াল	মিটার	৬৭.৫০	১৫৭.৯৫	৬৭.৫০ (১০০%)	১৫৭.৯৫ (১০০%)
	মোটঃ		**৩০৭১.৭০**	-	**২৭৯৯.৬২ (৯১%)**	-

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসারদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদেরকে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং সামগ্রিকভাবে এদেশে কারিগরী শিক্ষা বিস্তারের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৯৯ সালে মিরপুর সেনানিবাসে এমআইএসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এরই মধ্যে সিভিল, ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন, মেকানিক্যাল এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (চার বছর) এবং মাস্টার্স ইন বিজনেজ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন (দুই) বছর কোর্স শুরু হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের পাশাপাশি বেসামরিক ছাত্রছাত্রীদের এ প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এমআইএসটির ন্যায় কোন ইন্সটিটিউট নেই। প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র দেশেই নয়, বিদেশেও একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এটিই এমআইএসটি কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠানটি সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে বিদেশে গমনেচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরাও এখানে পড়াশুনা করতে আগ্রহী হবে বলে আশা করা যায়। এ প্রতিষ্ঠানে বিদেশী সামরিক/বেসামরিক ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে। একই সাথে এখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ হবে এবং প্রয়োজনীয় গবেষণার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখতে পারবে। তবে অর্থের অভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। ফলে ওয়ার্কশপ, ল্যাবরেটরীর জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম আবাসন ইত্যাদির সুব্যবস্থা এখানে করা যায়নি। সেপ্টেম্বর, ২০০২ মাসে এমআইএসটির ৩য় কাউন্সিল সভায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং তিনবাহিনী প্রধানের উপস্থিতিতে এমআইএসটির উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আলোচনামেত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তিকল্পে একটি প্রকল্প সারপত্র প্রস্তুত করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অক্টোবর,২০০২ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রতিরক্ষা সচিবসহ অত্র প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনকালে এর অবকাঠামো নির্মাণ/ উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। তদনুযায়ী এমআইএসটি'র অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ''মিরপুর সেনানিবাসে মিলিটারি ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-এর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটির মাধ্যমে সম্পূণরুপে অবকাঠামো তৈরি না হওয়ার আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** মিরপুর সেনানিবাসে মিলিটারী ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী এর জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামরিক ও বেসামরিক ৯০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থাকরণ।

৭.৩ **প্রকল্পের আঙ্গিক :** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হল ভূমি উন্নয়ন, এমআইএসটিতে প্রশিক্ষণরতদের জন্য ছাত্র ও ছাত্রী হল নির্মাণ, এমআইএসটি'র কর্মকর্তাদের জন্য সি/ডি টাইপ কোয়াটার নির্মাণ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অনান্য নির্মাণ কাজ এবং আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ইত্যাদি ।

৭.৪ **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ** প্রকল্পটির ডিপিপির উপর গত ২১-০৯-২০০৬ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কতিপয় ক্ষেত্রে সংশোধন সাপেক্ষে প্রকল্পটির পূনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পূনর্গঠন করা হলে প্রকল্পটি ৩০৭১.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৬ থেকে জুন,২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৩-০৩-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ২৫-০৩-২০০৭ তারিখে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। অতপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১০-০১-২০০৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এর পরও প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নকল্পে কতিপয় খাতে (যেমন সাইট উন্নয়ন, গার্ড রুম, রোড, বেষ্টনী দেওয়াল,

আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক এবং অন্যান্য নির্মাণ খাত) ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি সুপারিশের লক্ষ্যে ০১-১২-২০০৮ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি ৩০৭১.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন,২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০২-০২-২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। এরপরও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আইএমইডি'র সুপারিশের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর অর্থাৎ জুন,২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৫ প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পটির কার্যক্রম এ বিভাগ কর্তৃক গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের ড্রইং ও ডিজাইন এমইএস কর্তৃক প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৬ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পে কোন পূর্নকালীন প্রকল্প পরিচালকের ব্যবস্থা ছিল না। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬ জন কর্মকর্তা নিম্নোক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	কার্যধরন
১।	জনাব মোঃ আবুল খায়ের, কর্ণেল,	০১-০৬-২০০৭	১৩-০৮-২০০৭	খন্ডকালীন
২।	জনাব মোঃ শারাফত হোসেন, কর্ণেল	১৪-০৮-২০০৭	১০-০৫-২০০৯	খন্ডকালীন
৩।	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান সরকার, কর্ণেল	১১-০৫-২০০৯	২৬-০৭-২০০৯	খন্ডকালীন
৪।	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, কর্ণেল	২৭-০৭-২০০৯	১০-১০-২০০৯	খন্ডকালীন
৫।	জনাব আজমল কবীর, কর্ণেল	১১-১০-২০০৯	৩১-১২-২০০৯	খন্ডকালীন
৬।	জনাব শাহ মোঃ মুনিরুজ্জামান, কর্ণেল	০১-০১-২০১০	৩০-০৬-২০১০	খন্ডকালীন

৭. **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee, PIC Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) নির্বাচিত উপকারভোগীর মতামত গ্রহণ;
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০ **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

৮.১ **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৭১.৭০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২৭৯৯.৬২ (৯১.১৪%)লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৬-০৭ হতে ২০০৯-১০ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব %		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৬-০৭	৫০০.০০	৫০০.০০	-	-	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	-	১৭%
২০০৭-০৮	৭১৬.০০	৭১৬.০০	-	-	৭১৬.০০	৭১৬.০০	৭১৬.০০	-	২৪%
২০০৮-০৯	১১৫৬.০০	১১৫৬.০০	-	-	১১৫৬.০০	১১৫৬.০০	১১৫৬.০০	-	৩৯%
২০০৯-১০	৬৯৫.০০	৬৯৫.০০	-	-	৫২১.২৫	৪২৭.৬২	৪২৭.৬২	-	২০%
মোট	৩০৬৭.০০	৩০৬৭.০০	-	-	২৮৯৩.২৫	২৭৯৯.৬২	২৭৯৯.৬২	-	-

প্রকল্পের অনুকূলে ২০০৯-১০ অর্থবছরে অবমুক্ত অর্থের অব্যয়িত অর্থ (৯৩.৬৩ লক্ষ টাকা) চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৮.২ **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ ইইনসি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর ঢাকা সেনানিবাস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নির্মাণ কাজে এমইএস সিডিউল দর ব্যবহার করে ভৌত কাজের প্রাক্কলন তৈরিসহ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পটির অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলোঃ

৮.২.১ ভূমি উন্নয়নঃ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১৫৩৮৮ ঘ:মি: ভূমি উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৮০.৭৪৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৬৪.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫৩৮৮ ঘঃমিঃ ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন খাতে আর্থিক অগগ্রতি ৭৯% হলেও বাস্তব অগগ্রতি ১০০%।

৮.২.২ **পূর্ত নির্মাণ কাজঃ**

ক) **সুপার স্ট্রাকচার :** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় ১৩৪৬৪.৫০ ব: মি: নির্মাণের লক্ষ্যে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৯৩১.৬১ লক্ষ টাকা। সুপার স্ট্রাকচারের মধ্যে মূল কাজ হলো আনুষঙ্গিক কাজসহ ৪০০ জন ছাত্রের জন্য ১টি হোস্টেল ভবন সম্প্রসারণ (৪র্থ তলা থেকে ৮ তলা পর্যন্ত) এবং আনুষংগিক কাজসহ ৪০ ইউনিটের একটি সি/ডি টাইপ অফিসার্স বাসস্থান সম্প্রসারণ (৫ম তলা থেকে ১৪ তলা পর্যন্ত) । প্রকল্প চলাকালীন ১৭৩২.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি হোস্টেল ভবন সম্প্রসারণ (৪র্থ তলা থেকে ৮ তলা পর্যন্ত) এবং আনুষংগিক কাজসহ ৪০ ইউনিটের একটি সি/ডি টাইপ অফিসার্স বাসস্থান সম্প্রসারণ (৫ম তলা থেকে ১৪ তলা পর্যন্ত) কাজ করা হয়েছে। সুপার স্ট্রাকচার খাতে আর্থিক অগগ্রতি ৮৯% হলেও বাস্তব অগগ্রতি ১০০%। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাজের মান সন্তোষজনক।

L) **গার্ড রুম নির্মাণঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় ২০৭.৩২ বঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট ২টি গার্ড রুম নির্মাণ করার লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৫৯.০৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৫৯.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০৭.৩২ বঃমিঃ আয়তন বিশিষ্ট ২টি গার্ড রুম নির্মাণ করা হয়েছে। গার্ড রুম নির্মাণ খাতে আর্থিক অগগ্রতি ৯৯% হলেও বাস্তব অগগ্রতি ১০০%।

M) **কালভার্টসহ রাস্তা নির্মাণঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় ১টি কালভার্ট ও ড্রেনসহ ৬৭১০.৯১ বঃ মিঃ রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ করার লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ১৯৫.২২৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ১৯২.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি কালভার্ট ও ড্রেনসহ ৬৭১০.৯১ বঃ মিঃ রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তাসহ ফুটপাত নির্মাণ খাতে আর্থিক অগগ্রতি ৯৮% হলেও বাস্তব অগগ্রতি ১০০%।

ঘ) **গভীর নলকূপ ও পানির ট্যাংকসহ বহিঃস্থ পানি সরবরাহঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় গভীর নলকূপ ও পানির ট্যাংকসহ বহিঃস্থ পানি সরবরাহ লাইন এবং একটি কালভার্ট নির্মাণ করার লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৯৫.৬৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৮৪.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভীর নলকূপ ও পানির ট্যাংকসহ বহিঃস্থ পানি সরবরাহ লাইন এবং একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগগ্রতি ৮৯%।

ঙ) **ইন্টারকমসহ ইন্টারনেট সংযোগঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় হোস্টেল এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসস্থানে ইন্টারকমসহ ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ১৩.৮৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ১২.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হোস্টেল এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসস্থানে ইন্টারকমসহ ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগগ্রতি ৮৯%।

চ) **জেনারেটরসহ বহিঃস্থ বিদ্যুতায়নঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় ১টি জেনারেটরসহ বহিঃস্থ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ১৭১.১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ১৩৮.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি জেনারেটরসহ বহিঃস্থ বিদ্যুতায়ন স্থাপন করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগগ্রতি ৮০%।

ছ) **গ্যাস সরবরাহঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় নির্মিত ভবনে গ্যাস সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৯.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ভবনে গ্যাস সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগগ্রতি ৯৯%।

জ) **কন্টিনজেন্সীঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় কন্টিনজেন্সী খাতে বরাদ্দ ছিল ৭.০১ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক অগগ্রতি ১০০%। এখাতে অন্তর্ভুক্ত ব্যয়ের খাতগুলো হলো মনিহারি দ্রব্যাদি, বিভিন্ন প্রকার সভার সম্মানী, ডাক মাশুল ও ইত্যাদি।

ঝ) **ওভারহেড স্থাপনঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় ওভারহেড খাতে বরাদ্দ ছিল ০.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগগ্রতি ১০০%।

ঞ) **যন্ত্রপাতিঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দ ছিল ২৭৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৬৭.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি লিফট, ২টি অগ্নিনির্বাপক, ৩টি স্কাইগোন্ডলা ও কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রকার একসেসরিজ সংগ্রহ করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক অগগ্রতি ৯৭%।

ট) **আসবাবপত্রঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় হোস্টেল এবং কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবনে বিশেষ টাইপের বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে আসবাবপত্র খাতে বরাদ্দ ছিল ১৬৪.৫৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ১৬৩.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০০টি কাঠের বেড, ৪০০টি টেবিল, ৪০০টি হাতলবিহীন চেয়ার, ২০০ কাপ বোর্ড, বিভিন্ন প্রকার চেয়ার, বিভিন্ন প্রকার টেবিল, সোফাসেট, ডাইনিং টেবিল, টুল, রেক, চৌকি, বেডসহ ইত্যাদি আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। আসবাবপত্র খাতে আর্থিক অগ্রগ্রতি ১০০%।

ঠ) **রিটেইনিং দেয়ালঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আওতায় ১৫৭.৯৫ মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৬৭.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৬৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫৭.৯৫ মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগগ্রতি ১০০%।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
মিরপুর সেনানিবাসে মিলিটারী ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী এর জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামরিক ও বেসামরিক ৯০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থাকরণ।	হোস্টেলে ৪০০ আসন এবং কর্মকর্তাদের বাসভবনে ৪০টি ইউনিট সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১০.০ উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ **প্রযোজ্য নয়।**

১১.০ বাস্তবায়ন সমস্যা :

১১.১ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল ৪ বছর। উক্ত সময়ে ৫ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না হলে প্রকল্পটি আরো দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করা যেত বলে প্রতীয়মান হয়। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের প্রথা পরিহার করা আবশ্যক।

১২.০ সুপারিশঃ

১২.১ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সন্তোষজনক। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত খাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রসার ঘটবে বলে আইএমইডি বিশ্বাস করে।

১২.২ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার ও ভবিষ্যতে আরো দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে উদ্যোগী হতে হবে।

ফেনীতে একটি গার্লস ক্যাডেট কলেজ স্থাপন-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)
(সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থানঃ পুরাতন বিমানবন্দর এলাকা, ফেনী।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সেনাসদর, এজি'র শাখা (সমন্বয়) ও ইইনসি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর ঢাকা সেনানিবাস।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ২৪৭০.০০ জিওবিঃ ২৪৭০.০০ প্রঃসাঃ --	মোটঃ ২৪৭০.০০ জিওবিঃ ২৪৭০.০০ প্রঃসাঃ --	মোটঃ ২৪১১.৮৬ জিওবিঃ ২৪১১.৮৬ প্রঃসাঃ --	আগষ্ট ২০০৬ হতে জুন ২০০৮	আগষ্ট ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ০৯	আগষ্ট ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ০৯	প্রযোজ্য নয়	১বছর ৬মাস (৭৫ %)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	ভূমি উন্নয়ন	ঘনমিঃ	৫৩.৫৬	১৯৫০৫.০৪	৫২.০৫ (৯৭.১৮%)	১৮৪২১.২৭ (৯৪.৪৪%)
২	অফিস ভবন নির্মাণ	বর্গমিঃ	১৭৪.২৩	১৬৪৭.৪৪	১৬৯.৫৩(৯৭.৩০%)	১৬৪৭.৪৪(১০০%)
৩	আবাসিক ভবন নির্মাণ	বর্গমিঃ	১০৪৭.৬৬	৮৯৬৫.১৪	১০৩০.৯১(৯৮.৪০%)	৮৯৬৫.১৪(১০০%)
৪	অন্যান্য নির্মাণ কাজ	থোক	৬৫৪.১৪	-	৬৩৮.২৬ (৯৭.৫৭%)	৯০৮১.৫৮ (১০০%)
৫	রাস্তা	বর্গমিঃ	৬৮.৭১	৯৭৯০	৬৭.৩২(৯৭.৯৭%)	৯৭৯০.০০(১০০%)
৬	ড্রেন	মিটার	৩২.৫০	২৫০০	২৮.৭৮(৮৮.৫৫%)	২৫০০.০০(১০০%)
৭	বহিঃ পানি সরবরাহ	থোক	২০.০০	-	১৯.৩১(৯৬.৫৫%)	-
৮	বহিঃ বিদ্যুৎ	মিটার	১৬৪.৮০	৫৮০০	১৫৩.৬৪ (৯৩.২৩%)	৫৮০০ (১০০%)
৯	অন্যান্য	থোক	৮৪.৪৫	-	৮২.২১ (৯৭.৩৫%)	-
১০	আসবাবপত্র	থোক	১৬৯.৯৫	-	১৬৯.৮৫ (৯৯.৯৪%)	-
	মোটঃ		২৪৭০.০০		২৪১১.৮৬ (৯৭.৬৫%)	-

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** দেশের বিদ্যমান ১০টি ক্যাডেট কলেজের মধ্যে ছেলেদের জন্য ৯টি ক্যাডেট কলেজে মোট ২৭০০ জন ছেলে অধ্যয়নরত আছে। অপরদিকে ময়মনসিংহে স্থাপিত একমাত্র গার্লস ক্যাডেট কলেজে ৩০০ জন মেয়ে ক্যাডেট অধ্যয়নরত আছে। উক্ত ক্যাডেট কলেজে বছরে ৫০ জন ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা। সে অনুপাতে মাত্র ৫০

জন ছাত্রী প্রতি বছরে ক্যাডেট কলেজে পড়ার সুযোগ মহিলা জনসংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে মেয়েদের জন্য একটি ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিগত ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ফেণীতে একটি গালর্স ক্যাডেট কলেজ (৪৫০ ছাত্রী) স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ''ফেনীতে একটি গার্লস ক্যাডেট কলেজ স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই,২০০৩ হতে জুন,২০০৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। গার্লস ক্যাডেট কলেজটির পর্যাপ্ত অবকাঠামোসহ সুযোগ সুবিধা নির্মিত না হওয়ায় ''ফেনীতে একটি গার্লস ক্যাডেট কলেজ স্থাপন-২য় পর্যায়'' শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়।

৭.২। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u> একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যাডেট কলেজের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে ফেনীতে একটি গার্লস ক্যাডেট কলেজ স্থাপন করে ৪৫০ জন ছাত্রীকে সুষ্ঠু পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা দান করা।

৭.৩। <u>প্রকল্পের আঙ্গিক :</u> প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল ফেনী গালর্স ক্যাডেট কলেজের অবকঠামো তৈরী। এ লক্ষ্যে ১৯৫০৫.০৪ ঘঃমিঃ ভূমি উন্নয়ন, একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলা নির্মাণ, হোস্টেল বিল্ডিং, শিক্ষক কোয়ার্টার, রেস্ট হাউজ, স্টাফ কোয়ার্টার, অডিটোরিয়াম, গ্যারেজ, মসজিদ, লাইব্রেরী নির্মাণ, বাস্কেট বল মাঠ তৈরী, জেনারেটর ও আসবাবপত্র ক্রয়, ১৯.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজ।

৭.৪। **<u>অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ</u>** প্রকল্পটির ডিপিপির উপর বিগত ২১-০৯-২০০৬ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কতিপয় শর্ত প্রতিফলন করে ডিপিপি সংশোধন সাপেক্ষে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। অতঃপর প্রকল্পটির ২৪.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগষ্ট,২০০৬ থেকে জুন,২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২২-১০-২০০৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ৩১-১০-২০০৬ তারিখে প্রকল্পটি ২৪৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগষ্ট ২০০৬ হতে জুন ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। অতপর ২১-০১-২০০৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এর পরও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির অনুমোদিত অংগের কাজ ও ব্যয়ের কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ায় এবং ১টি Observation tower, ১টি Washing house, ১টি Incineration pit, ৫টি Dustbins, ১টি Hard standing attached to ৪টি Basket Ball ground নির্মাণের লক্ষ্যে অন্যান্য নির্মাণ খাতে নতুন উপ-খাত যোগ করে ও মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটি সংশোধন করে। প্রকল্পটির সংশোধন অনুমোদনের সুপারিশ করার লক্ষ্যে বিগত ১৮-০২-২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে সংশোধিত প্রকল্পটি ২৪৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগষ্ট, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। যার প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয় ২০-০৫-২০০৯ তারিখে।

৭.৫। <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u> প্রকল্পটির কার্যক্রম এ বিভাগ কর্তৃক বিগত ০৩-০৭-২০১০ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৬। **<u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ</u>** প্রকল্পে কোন পূর্নকালীন প্রকল্প পরিচালকের ব্যবস্থা ছিল না। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে মোট ২ জন কর্মকর্তা নিম্নোক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	কার্যধরন
১।	জনাব সাইদ আবু মোহাম্মদ আফজালুল আবেদীন, লেঃ কর্ণেল, সেনাসদর, ঢাকা	৩১-০৫-২০০৭	৩০-০৬-২০০৮	খন্ডকালীন
২।	জনাব মির্জা মোঃ এনামূল হক, লেঃ কর্ণেল, সেনাসদর, ঢাকা	৩০-০৬-২০০৮	-	খন্ডকালীন

৭.৭। **<u>মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):</u>** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি **(Methodology)** অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee, PIC Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) নির্বাচিত উপকারভোগীর মতামত গ্রহণ;
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৭.৭। **<u>উপকারভোগীদের মতামত :</u>** পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, ফেনী জেলায় কোন ভাল মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না বিধায় তাদের মেয়েদের পড়ার ভাল সুযোগ ছিল না। ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ স্থাপন হওয়ায় সীমিত আকারে হলেও তাদের মেয়েরা ভাল পরিবেশে লেখা পড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। আর্থিক অগ্রগতিঃ প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৭০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২৪১১.৮৬ (৯৭.৬৫%)লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকুলে ২০০৬-০৭ হতে ২০০৯-১০ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৬-২০০৭	৬৩২.০০	৬৩২.০০	-	২৫.৫৯ %	৬৩২.০০	৬৩২.০০	৬৩২.০০	-	২৬.২০ %
২০০৭-২০০৮	১১৫০.০০	১১৫০.০০	-	৪৬.৫৬ %	১১৫০.০০	১১৫০.০০	১১৫০.০০	-	৪৭.৬৮ %
২০০৮-২০০৯	৪৩৮.০০	৪৩৮.০০	-	১৭.৭৩ %	৪৩৮.০০	৪৩৮.০০	৪৩৮.০০	-	১৮.১৬ %
২০০৯-২০১০	২৫০.০০	২৫০.০০	-	১০.১২%	২২০.০০	১৯১.৮৬	১৯১.৮৬	-	৭.৯৬ %
মোট	২৪৭০.০০	২৪৭০.০০	-	১০০.০০ %	২৪৪০.০০	২৪১১.৮৬	২৪১১.৮৬	-	১০০.০০%

প্রকল্পের অনুকূলে ২০০৯-১০ অর্থবছরে অবমুক্ত অর্থের অব্যয়িত অর্থ (২৮.১৪ লক্ষ টাকা) চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৮.২ **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ ইইনসি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর ঢাকা সেনানিবাস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নির্মাণ কাজে এমইএস সিডিউল দর ব্যবহার করে ভৌত কাজের প্রাক্কলন তৈরিসহ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পটির অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলোঃ

৮.২.১। ভূমি উন্নয়নঃ প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ১৯৫০৫.০৪ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ ছিল ৫৩.৫৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ১৮৪২১.২৭ ঘঃমিঃ ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে যা বাবদ এ খাতে ৫২.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৭.১৮% ও ৯৪.৪৪%।

৮.২.২। অফিস ভবন নির্মাণঃ প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ১৬৪৭.৪৪ বঃমিঃ অফিস ও একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ১৭৪.২৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে মোট ১৬৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১৬৪৭.৪৪ বঃমিঃ। এখাতে আর্থিক ৯৭.৩০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। নিম্নে অফিস ভবন নির্মাণ অংগের মধ্যে অমর্তভুক্ত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ (বিদ্যমান ২য় তলার উপর ৩য় তলা)	বঃমিঃ	১৪৭.০০	১৪১১.২৭	১৪২.৩০	১৪১১.২৭
প্রশাসনিক ভবন সম্প্রসারণ (বিদ্যমান নীচ তলার উপর ২য় তলা)	বঃমিঃ	২৭.২৩	২৩৬.১৭	২৭.২৩	২৩৬.১৭
মোট=		১৭৪.২৩	১৬৪৭.৪৪	১৬৯.৫৩(৯৭.৩০%)	১৬৪৭.৪৪(১০০%)

৮.২.৩। **আবাসিক ভবন নির্মাণঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে বিভিন্ন প্রকার আবাসিক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল **১০৪৭.৬৬** লক্ষ টাকা এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ছিল **৮৯৬৫.১৪** বঃমিঃ। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে **৮৯৬৫.১৪** বঃমিঃ নির্মাণ কাজ করা হয়েছে এবং **১০৩০.৯১** লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি **৯৮.৪০%** ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজের মান মোটা মোটি সন্তোষজনক। নিম্নে আবাসিক ভবন নির্মাণ অংগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	**একক**	**পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
		আর্থিক	**বাস্তব**	**আর্থিক**	**বাস্তব**
দু'টি হোস্টেল সম্প্রসারণ (বিদ্যমান ৩য় তলার উপর ৪র্থ তলা) এবং একটি হোস্টেল নির্মাণ (৪র্থ তলার ভিতসহ ৪র্থ তলা)	বঃমিঃ	৩২৪.৫০	২৮২৬.৮২	৩২৪.৫০	২৮২৬.৮২
রেস্ট হাউজ নির্মাণ (২য় তলার ভিতসহ একতলা)	বঃমিঃ	৫৯.৫৮	৪০৫.১৩	৫৮.২৩	৪০৫.১৩
সহযোগী অধ্যাপকদের কোর্য়াটার ভবন সম্প্রসারণ (বিদ্যমান ২য় তলার উপর ৩য় ও ৪র্থ তলা, ৪ ইউনিট)	বঃমিঃ	৫৫.৪৮	৫০১.৬৭	৫৫.৪৮	৫০১.৬৭
প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকদের কোর্য়াটার ভবন সম্প্রসারণ (বিদ্যমান ২য় তলার উপর ৩য় ও ৪র্থ তলা, ৪ ইউনিট) এবং কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ (৪র্থ তলার ভিতসহ ৪ তলা, ৮ ইউনিট)	বঃমিঃ	১৪৩.৫১	১২৫৭.৯৬	১৪২.৫২	১২৫৭.৯৬
২য় শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ (৪র্থ তলার ভিতসহ ৪ তলা, ৮ ইউনিট)	বঃমিঃ	৯৩.১১	৭৮৯.৬০	৮৯.০৭	৭৮৯.৬০
৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের কোর্য়াটার ভবন সম্প্রসারণ (বিদ্যমান ৩য় তলার উপর ৪র্থ তলা, ২ ইউনিট) এবং ০৩ টি কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ (৪র্থ তলার ভিতসহ ৪ তলা, ২৪ ইউনিট)	বঃমিঃ	১৯৪.২৮	১৭০০.২৭	১৯০.৭৬	১৭০০.২৭
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোর্য়াটার ভবন সম্প্রসারণ (বিদ্যমান ৩য় তলার উপর ৪র্থ তলা, ২ ইউনিট) এবং ০৩ টি কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ (৪র্থ তলার ভিতসহ ৪ তলা, ২৪ ইউনিট)	বঃমিঃ	১৭৭.২০	১৪৮৩.৬৯	১৭০.৩৫	১৪৮৩.৬৯
মোট		১০৪৭.৬৬	৮৯৬৫.১৪	১০৩০.৯১ (৯৮.৪০%)	৮৯৬৫.১৪ (১০০%)

৮.২.৪। **অন্যান্য নির্মাণ কাজঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ডাইনিং হল, খেলার মাঠ, মসজিদ, অডিটরিয়াম, গ্যারেজ, পাম্প হাউস, সাব-ষ্টেশন ইত্যাদি নির্মাণ কাজ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৬৫৪.১৪ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্র ছিল ৯০৮১.৫৮ বর্গমিটার। প্রকল্প মেয়াদে ডাইনিং হল, খেলার মাঠ, মসজিদ, অডিটরিয়াম, গ্যারেজ, পাম্প হাউস, সাব-ষ্টেশন ইত্যাদি মোট ৯০৮১.৫৮ বর্গমিটার নির্মাণ কাজ করা হয়েছে এবং এ খাতে মোট ৬৩৮.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৫৭%)% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% । বাহ্যিক দৃষ্টিতে অন্যান্য নির্মাণ কাজের মান মোটা মোটি সন্তোষজনক। নিম্নে অন্যান্য নির্মাণ কাজ অংগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
অডিটোরিয়াম (অসমাপ্ত কাজ)	বঃমিঃ	২৪৪.০০	১৯০০.৫৮	২৪৪.০০	১৯০০.৫৮

অংগের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
গ্যারেজ নির্মাণ	বঃমিঃ	১১.৪৮	১০৫.০০	১১.৪৮	১০৫.০০
সাব-স্টেশন ও জেনারেটর ম্যান এর কক্ষ নির্মাণ	বঃমিঃ	৩.৭৫	১৭.৮৩	২.২৯	১৭.৮৩
জেনারেটর কক্ষ নির্মাণ	বঃমিঃ	৩.৯৫	১৭.৮৩	২.১০	১৭.৮৩
হোস্টেল এবং অডিটোরিয়াম ভবনের লিঙ্ক করিডোর নির্মাণ	বঃমিঃ	২৩.৫০	২৯৫.৮০	২০.৯৪	২৯৫.৮০
প্রধান গেট নির্মাণ (ওয়াশিং ও গার্ড রুমসহ)	বঃমিঃ	৩.৫০	২২.০০	৩.২২	২২.০০
মসজিদ নির্মাণ (২তলা ভিতসহ একতলা)	বঃমিঃ	৫৯.৬৬	৪০৯.০৬	৫৬.৯৩	৪০৯.০৬
লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ (৩য় তলার ভিতসহ ২য় তলা নির্মাণ)	বঃমিঃ	৮৮.২৯	৭৪৯.৬০	৮৬.৫০	৭৪৯.৬০
বাস্কেট বল গ্রাউন্ড নির্মাণ	বঃমিঃ	৩৩.৫০	১৯০২.৪০	৩৩.৪৬	১৯০২.৪০
পাম্প হাউজসহ পানির সংরক্ষণাগার নির্মাণ (৫০০০ গ্যালন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন)	থোক	২৬.৭০	থোক	২৬.৭০	থোক
ওয়াশিং রাম্প নির্মাণ	বঃমিঃ	৩.১০	৫২.৪৯	৩.১০	৫২.৪৯
সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ	মিঃ	১৩১.৩৬	৩২৬৪.০০	১২৭.৭২	৩২৬৪.০০
হাসপাতাল ভবনের পর্চ নির্মাণ	বঃমিঃ	২.৯০	২৯.২৮	২.৩৫	২৯.২৮
ভবন ও প্রাচীরের গভীরতা বৃদ্ধি	থোক	১১.০০	থোক	১০.৫২	থোক
পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ	বঃমিঃ	১.২৫	৪.২০	১.১২	৪.২০
ওয়াশিং হাউজ নির্মাণ	বঃমিঃ	০.৬০	১১.০০	০.২৮	১১.০০
৫ টি ডাস্টবিন ও ১টি ইনসিনারেশন পিট নির্মাণ	বঃমিঃ	০.৬০	১০.৫১	০.৬০	১০.৫১
বাস্টেক বল গ্রাউন্ডের হার্ড স্ট্যান্ডিং নির্মাণ	বঃমিঃ	৫.০০	২৯০.০০	৪.৯৫	২৯০.০০
মোট		**৬৫৪.১৪**	**৯০৮১.৫৮**	**৬৩৮.২৬ (৯৭.৫৭%)**	**৯০৮১.৫৮ (১০০%)**

৮.২.৫। <u>রাস্তা নির্মাণঃ</u> প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ৯৭৯০ বর্গমিটার রাস্তা নির্মাণ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৬৮.৭১ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৯৭৯০ বর্গমিটার রাস্তা নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছে ৬৭.৩২ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৯৭%) ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। বাহ্যিক দৃষ্টিতে রাস্তা নির্মাণ কাজের মান মোটা মোটি সন্তোষজনক।

৮.২.৬। <u>ড্রেন নির্মাণঃ</u> প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ২৫০০মিটার সারফেজ ড্রেন নির্মাণ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৩২.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ২৫০০ বর্গমিটার সারফেজ ড্রেন নির্মাণে ২৮.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে । এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.৫৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ড্রেন নির্মাণ কাজের মান মোটা মোটি সন্তোষজনক।

৮.২.৭। <u>বহিঃপানি সরবরাহঃ</u> প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে বহিঃপানি সরবরাহ লাইন খাতে বরাদ্দ ছিল ২০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ব্যয় করা হয়েছে ১৯.৩১ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৫৫% । বাহ্যিক দৃষ্টিতে বহিঃপানি সরবরাহ নির্মাণ কাজের মান মোটা মোটি সন্তোষজনক।

৮.২.৮। <u>বহিঃস্থ বিদ্যুৎ:</u> প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ৫৮০০ মিটার বহিস্থ বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৬৪.৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ১৫৩.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৮০০ মিটার বহিস্থঃ বিদ্যুৎ স্থাপন করা হয়েছে । এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.২৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৯। <u>অন্যান্যঃ</u> প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে মাটি পরীক্ষা, সুয়ারেজ এবং সুয়ারেজ ডিসপোজাল, বিদ্যমান পুকুর সংস্কার ও বর্ধিতকরণ, গ্যাস সরবরাহ, বালু ভরাট, এন্টি টার্মিট ট্রিটমেন্ট, কনটিনজেন্সি ও অন্যান্য ব্যয় ইত্যাদির লক্ষ্যে অন্যান্য খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৪.৪৫ লক্ষ টাকা । প্রকল্প মেয়াদে ৮২.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অন্যান্য কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে । এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৩৫%। নিম্নে অন্যান্য অংগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হ'লঃ

অংগের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
মাটি পরীক্ষা	সংখ্যা	১.১৪	২৫	১.১৪	২৫
সুয়ারেজ এবং সুয়ারেজ ডিসপোজাল	থোক	১৭.৫০	থোক	১৬.৭১	থোক
বিদ্যমান পুকুর সংস্কার ও বর্ধিতকরণ	থোক	১৭.৫০	থোক	১৭.৫০	থোক
গ্যাস সরবরাহ	মিটার	১৯.৫০	৩০২২.০৮	১৯.০৬	৩০২২.০৮
বালু ভরাট	থোক	১২.০০	থোক	১১.৩৪	থোক
এন্টি টার্মিট ট্রিটমেন্ট	থোক	৬.১১	থোক	৬.০৩	থোক
কনটিনজেন্সি	থোক	৯.৭০	থোক	৯.৭০	থোক
অন্যান্য ব্যয়	থোক	১.০০	থোক	০.৭৩	থোক
	মোট=	৮৪.৪৫		৮২.২১ (৯৭.৩৫%)	

৮.২.১০। **আসবাবপত্রঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৬৯.৯৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ১৬৯.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৪%। ছোট খাট ত্রুটি ছাড়া প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত আসবাবপত্রের মান সন্তোষজনক।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৪৫০ জন ছাত্রীকে সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষাদান করার জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি।	প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থীকে সুষ্ঠু পরিবেশ শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে।

১০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ প্রকল্পটির মাধ্যমে ৪৫০ জন শিক্ষার্থীকে সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি না হওয়ায় তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এ পর্যন্ত ৩০০ জন শিক্ষার্থীকে সুষ্ঠু পরিবেশ শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে।

১১। প্রকল্পের প্রভাবঃ ফেনীতে একটি গার্লস ক্যাডেট কলেজ স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ায় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৩০০ জন ছাত্রীকে সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষাদান করার জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বেশ কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১২.০ বাস্তবায়ন সমস্যা :

১২.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতাঃ

প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত পণ্য ও পূর্ত ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ইইনসি শাখার মাধ্যমে করা হয়েছে। ঠিকাদারগণের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার পর তা সংশ্লিষ্ট এজি (আর্মি)-কে জানানো হয়। সে প্রেক্ষিতে উক্ত এজি তদারকি করে নিয়োগকৃত ঠিকাদারদের মাধ্যমে প্রকল্পের পণ্য সরবরাহ ও পূর্ত নির্মাণ কাজ সম্পাদন করে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্য সম্পাদনে নির্ধারিত মেয়াদ পরবর্তীতে সংশোধন করতঃ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ প্যাকেজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়নি। এটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনারই দুর্বলতা বলে প্রতীয়মান হয়।

১২.২ আসবাবপত্রের মান নিম্নঃ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্রের মান সন্তোষজনক নয়। কারণ পরিদর্শনের দিনে দেখা গেছে অধিকাংশ আসবাবপত্র কাঠের সংযুক্ত অংশে বেশ ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কাঠগুলো যথেষ্ট পরিমাণে সিজনিং করা নয়। যে কোন আসবাবপত্রে কাঠ ব্যবহার করতে হলে প্রয়োজনীয় সিজনিং করা যুক্তিসঙ্গত।

১২.৩ <u>ডাইনিং হলের সমস্যাঃ</u> প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের আওতায় নির্মিত ডাইনিং হলের কিচেনে Exhaust Fan না থাকায় প্রচন্ড গরম অনুভূত হয়। উপরোন্ত ছাদের উচ্চতা কম। যার ফলে বাবুর্চিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কিচেনে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া প্রচন্ড কষ্ট করে কাজ করার ফলে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, বিষয়টি অমানবিক।

১২.৪ <u>লাইব্রেরী ভবনের আলোর স্বল্পতা :</u> প্রকল্পের আওতায় ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজে একটি দ্বিতল বিশিষ্ট লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। যা ৩য় তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু লাইব্রেরী ভবনটি দু'টি ভবনের মাঝখানে হওয়ায় ভবনটিতে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাসের অভাব রয়েছে। উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে লাইব্রেরী ভবনে একটি অংশে প্লাস্টিকের টিন ব্যবহার করা হয়েছে যা দিয়ে সূর্যের প্রখর রোদ্র লাইব্রেরী ভবনে প্রবেশ করে এবং ভবনটির মধ্যে এত অসহনীয় গরমের সৃষ্টি করে যে লাইব্রেরীতে বসে পড়া-লেখার কোন পরিবেশ থাকে না।

১২.৫ <u>একাডেমীক ভবন ও হোস্টেলের অপ্রতুলতাঃ</u> ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজটি মূলতঃ ৪৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্থাপন করা হলেও বর্তমানে প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থী উক্ত ক্যাডেট কলেজে পড়াশুনা করতে পারছে। একাডেমিক ভবনে কক্ষের স্বল্পতা এবং হোস্টেলের অভাবে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্টগণ জানিয়েছেন। তবে ডিপিপি অনুযায়ী একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের উর্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১২.৬ <u>অসমতল খেলার মাঠঃ</u> ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজটির আয়তন বিশাল। ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেটদের জন্য খেলার মাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করা গেছে যে, খেলার মাঠটি অসমতল। তাছাড়া খেলার মাঠে প্রচুর পরিমাণে ঘাস লক্ষ্য করা গেছে। এগুলোতে শিক্ষার্থীদের খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে খেলার মাঠটি সমতল ও পরিষ্কার রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৩.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১৩.১ প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগদানে সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে নির্ধারিত সময় ও ব্যয়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যাবলী সম্পাদন করা যায় ;

১৩.২ আসবাবপত্রগুলোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ;

১৩.৩ ডাইনিং হলে অতি জরুরী ভিত্তিতে Exhaust Fan লাগাতে হবে। তাছাড়া ডাইনিং হলের সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

১৩.৪ লাইব্রেরী ভবনে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লাইব্রেরীতে অসহনীয় গরম থেকে রক্ষা করা এবং লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

১৩.৫ ক্যাডেট কলেজটি পূর্নদ্যেমে কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ;

১৩.৬ ক্যাডেট কলেজের মাঠটি সমতল ও পরিস্কার রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; এবং

১৩.৭ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনগুলোকে যথাযথভাবে মেরামত ও সংরক্ষেণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যাতে নির্মিত অবকাঠামোগুলো থেকে সবের্বাচ্চ উপযোগীতা গ্রহণ করা যায়। মেরামত ও সংস্কারের জন্য প্রয়োজন মাফিক রাজস্ব খাতে বরাদ্দ রাখতে হবে।

সিসমোলজিক্যাল সার্ভিসেস এর উন্নয়ন
(সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা, রংপুর, সিলেট ও চট্টগ্রাম।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৯৯৯.৩৪ জিওবিঃ ৯৯৯.৩৪ প্রঃসাঃ --	মোটঃ ১৭৬০.০০ জিওবিঃ ১৭৬০.০০ প্রঃসাঃ --	মোটঃ ১৪৮৮.৮০ জিওবিঃ ১৪৮৮.৮০ প্রঃসাঃ --	জুলাই, ১৯৯৮ হতে জুন,২০০২	জুলাই, ১৯৯৮ হতে মার্চ,২০০৮	মার্চ, ২০০০ হতে সেপ্টেম্বর,০৯	৪৮৯.২৪ (৪৯%)	৭বছর ৩ মাস (১৮২%)

৫.০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১।	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১২.৫০	১৪	--	--
০২।	কর্মচারীদের বেতন	জন	৪২.৩০	২৮	৩৬.১৯৩ (৮৫.৬%)	২৫(৮৯%)
০৩।	ভ্রমন ভাতা	থোক	০.২০	--	--	--
০৪।	টেলিফোন ব্যয়	থোক	১.৫০	--	০.৯০ (৬০%)	--
০৫।	বিদ্যুৎ বিল	থোক	৩.০	--	২.০০ (৬৬.৭%)	--
০৬।	জ্বালানী ও গ্যাস	থোক	৩.১০	--	০.৬৮২ (২২%)	--
০৭।	বীমা/ব্যাংক কমিশন	থোক	১০.০০	--	৭.৯২ (৯৭.২%)	--
০৮।	মনিহারি	থোক	১.৫০	--	১.৪৩ (৯৫.৩%)	--
০৯।	বিজ্ঞাপন	থোক	১.৩০	--	০.৭২৫ (৫৫.৮%)	--
১০।	প্রশিক্ষণ	থোক	১০০.০০	--	১০০.০০ (১০০%)	--
১১।	আপ্যায়ন	থোক	০.২০	--	০.১৫ (৭৫%)	--
১২।	পরিবহন ব্যয়	থোক	০.৫০	--	--	--
১৩।	পরামর্শক	জনমাস	৬.৫৫	০২	৬.৫৫ (১০০%)	০২ (১০০%)
১৪।	সম্মানী	থোক	১.০০	--	০.৭৯৫(৬৯.৫%)	--
১৪।	ফটোকপি চার্জ	থোক	০.২০	--	--	--
১৬।	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	থোক	১.০০	--	০.৯৭৫ (৯৭.৫%)	--
১৭।	অফিস ভবন মেরামত ও সংস্কার	থোক	১৫.০০	--	১৩.৫৪ (৯০.৩%)	--
১৮।	অন্যান্য ভবন মেরামত ও সংস্কার	থোক	১৬.০০	--	১৬.০০ (১০০%)	--

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৯।	বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার	থোক	২০.০০	--	১৯.৭১৫ (৯৮.৬%)	--
২০।	আনুষাংগিক	থোক	৪.৪১৫	--	০.৪৯ (১১%)	--
২১।	যন্ত্রপাতি	থোক	৮৬০.০০	--	৮৫১.৮৪ (৯৯.১%)	--
২২।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৬.০০	--	৫.৯৯ (৯৯.৮%)	১০১ (১০০%)
২৩।	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৪.৫৯	--	৪.৫৯ (১০০%)	--
২৪।	অফিস ভবন (৩টি)	বঃমিঃ	১৭৫.৪০	৮৬০.৬৪	১৭৫.২৮৫ (৯৯.৯%)	৮৬০.৬৪ (১০০%)
২৫।	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো	থোক	৬০.০০	--	৫৬.২২ (৯৩.৭%)	--
২৬।	পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন	থোক	২৩.০০	--	২১.৯৫ (৯৫.৪%)	--
২৭।	টেলিযোগাযোগ	থোক	২৮.৭৪৫	--	১৫.২২৬ (৫৩%)	--
২৮।	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	৯২.০০	--	৯১.০৫৩ (৯৮.৯%)	--
২৯।	সিডি ভ্যাট	থোক	২৭০.০০	--	৫৮.৫৮ (২১.৭%)	--
		মোট =	১৭৬০.০০	--	১৪৮৮.৮০ (৮৫%)	৯৯%

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়ায় কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতাদি খাতে কোন অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

০.৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। পটভূমিঃ বাংলাদেশ সিসমিক জোনে অবস্থান করা সত্বেও ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু, তীব্রতা ও দিক নির্ণয়ের কোন সুব্যবস্থা নেই। প্রতি বছরই বার বার ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার কারণে সময়মত ভূকম্পন মনিটরিং করা একামত প্রয়োজন। এছাড়া সিসমিক প্রুফ ভবন, ব্রিজ, কালভার্ট, স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে সিসমিক উপাত্তও অত্যন্ত জরুরী। এসব প্রয়োজনেই বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তাবায়নের মাধ্যমে ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু ও তীব্রতা নির্ণয়ের জন্য সিলেট, রংপুর ও ঢাকায় তিনটি নতুন ভূকম্পন পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনসহ চট্টগ্রামস্থ ভূকম্পন পর্যবেক্ষণাগারের আধুনিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭.২। উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূকম্পন মনিটরিংসহ ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু, তীব্রতা, দিক ইত্যাদি নির্ধারণ ও সাধারণ জনগণের নিকট প্রেরণের নিমিত্তে সিলেট, রংপুর ও ঢাকায় ৩টি নতুন ভূকম্পন পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনসহ চট্টগ্রাম ভূকম্পন পর্যবেক্ষণাগারের আধুনিকীকরণ এবং ভূকম্পনের তথ্যাদি সংগ্রহ করতঃ গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এর ফলাফল ব্যবহার করে ভূকম্পন পূর্বাভাস পদ্ধতি উদ্ভাবন।

৭.৩। প্রকল্পের আঙ্গিক : প্রকল্পের আওতায় রংপুর, সিলেট ও ঢাকায় ৩টি ভূকম্পন পর্যবেক্ষণাগার নির্মাণ এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত দেশের একমাত্র ভূকম্পন পর্যবেক্ষণাগারটির আধুনিকীকরণের কাজ সম্পাদন করা হবে। এ সমস্ত পর্যবেক্ষণাগারে ভূকম্পন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সিসমিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, জনবল নিয়োগ, আসবাবপত্র সংগ্রহ, পরামর্শক সেবা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৭.৪। **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ** ‘‘এগ্রোমেটিওরোলজিকাল ও সিসমোলজিকাল সার্ভিসেস এর উন্নয়ন’’ শীর্ষক প্রকল্পটি ১৯৯৩ সালে ২০০.০৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ৪১৮.০২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু প্রকল্প সাহায্যের ব্যবস্থা না হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়নি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়নের প্রস্তাব সম্বলিত ৯৯৯.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিপি সংশোধন করা হয়

এবং ১৩-১২-১৯৯৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা অনুমোদিত হয় ও বাস্তবায়ন শুরু হয়। অতঃপর বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে সিসমিক ভবনগুলোর ড্রইং ও ডিজাইন পরিবর্তন ও আন্ডার গ্রাউন্ড কক্ষ নির্মাণের প্রয়োজন হওয়ায় প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের টেন্ডার খোলার পর সর্বনিম্ন দরদাতাসহ সকল দরপত্র মূল্য পিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী পাওয়া যায়। এ সব কারণে প্রকল্পটি ১৮১৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। গত ০৭-০৩-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হলে প্রকল্পটি বিদেশী সাহায্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনা যাচাই করে পুনরায় বিবেচনার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইআরডি'র মাধ্যমে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেও কোন প্রকার বিদেশী সাহায্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য না পাওয়ায় এবং দেশে বার বার ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার কারণে প্রকল্পটি জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি থেকে এগ্রোমেট অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সিসমিক অংশটি রেখে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করে। প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্পের উপর ২১-১২-২০০৩ তারিখে প্রাক-একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক-একনেক সভার সুপারিশের ভিত্তিতে সংশোধিত ডিপিপি ২৪-১০-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১৪০১.৯৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,১৯৯৮ হতে জুন,২০০৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন,২০০৭ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। যার প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয় ০৯-০৪-২০০৬ তারিখে। অতঃপর প্রকল্পটির আমতঃখাত/পুনঃউপযোজন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ০৪-১২-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পটির দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ২১-০৮-২০০৭ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপিটি ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,১৯৯৮ হতে জুন,২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৬-১০-২০০৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপরও প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩ (তিন) বারে মোট ১ বছর ৩ মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর,২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৫। প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পটির ঢাকা অংশের কার্যক্রম ২৭-১০-০৯ তারিখে এবং সিলেট অংশের কার্যক্রম ০৭-১২-১০ তারিখে এ বিভাগ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির কেন্দ্র অনুযায়ী অগ্রগতি 'পরিশিষ্ট-ক' দেখানো হলো।

৭.৬। প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পে কোন পূর্নকালীন প্রকল্প পরিচালকের ব্যবস্থা ছিল না। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে মোট ৪ জন কর্মকর্তা নিম্নোক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	কার্যধরন
১।	জনাব মোহাম্মদ আমিরুল হোসাইন সহকারী পরিচালক	০১-০৭-১৯৯৮	১০-১০-২০০২	খন্ডকালীন
২।	জনাব মোঃ আকরাম হোসাইন পরিচালক	১৪-১০-২০০২	১৮-১১-২০০৬	খন্ডকালীন
৩।	বেগম আরজুমান হাবিব উপ-পরিচালক	২০-১১-২০০৬	১৪-০৯-২০০৮	খন্ডকালীন
৪।	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান আবহওয়াবিদ	১৫-০৯-২০০৮	প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত	খন্ডকালীন

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) ECNEC, PEC, Steering Committee, PIC Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) নির্বাচিত উপকারভোগীর মতামত গ্রহণ;
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮.০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির সেপ্টম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৪৮৮.৮০ লক্ষ টাকা (৮৫%)। প্রকল্পটির অনুকুলে ১৯৯৯-০০ হতে ২০০৯-১০ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৯৯-০০	৫০.০০	৫০.০০	--	৫০.০০	৪৮.০৪৪	৪৮.০৪৪	--	৯৬
২০০০-০১	২০০.০০	২০০.০০	--	১২১.৬৪	১২১.৬৪	১২১.৬৪	--	৬০.৮
২০০১-০২	২৮৫.৬৮	২৮৫.৬৮	--	৫৯.৫০	০.৬৮২	০.৬৮২	--	০.০২
২০০২-০৩	--	--	--	--	--	--	--	-
২০০৩-০৪	--	--	--	--	--	--	--	-
২০০৪-০৫	১৫০.০০	১৫০.০০	--	১৫০.০০	১২০.৩৫	১২০.৩৫	--	৮০
২০০৫-০৬	৬৯৪.০০	৬৯৪.০০	--	৬৯৪.০০	৬৪৮.০৫	৬৪৮.০৫	--	৯৩
২০০৬-০৭	৪৬৩.০০	৪৬৩.০০	--	৪৪৪.৭৫	৩৬৬.৩৮	৩৬৬.৩৮	--	৭৯
২০০৭-০৮	৪৫৫.০০	৪৫৫.০০	--	৪৫৫.০০	২৮৩.২২	২৮৩.২২	--	৬২
২০০৮-০৯	১৩৪.০০	১৩৪.০০	--	১৩৪.০০	৮৬.২০	৮৬.২০	--	৬৪
২০০৯-১০	৩৭.০০	৩৭.০০	--	২৭.৭৫	২৫.৬৮	২৫.৬৮	--	৬৯
মোট	**২১৮৫.৬৮২**	**২১৮৫.৬৮২**	--	**২১৩৬.৬৪**	**১৭০০.২৪৬**	**১৭০০.২৪৬**	--	--

* প্রকল্পে ১৭০০.২৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয়েছে ১৪৮৮.৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় সিডি ভ্যাট খাতের অর্থ উত্তোলন করত: সিডি ভ্যাটের হিসাবে জমা রাখা হয়। উক্ত অর্থের মধ্যে ২১১.৪২ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে। যা পরবর্তীতে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৮.২ **অঙ্গাভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৯%। প্রকল্পটির ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নির্মাণ কাজে গনপূর্ত সিডিউল দর ব্যবহার করে ভৌত কাজের প্রাক্কলন তৈরিসহ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পটির অঙ্গা ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলোঃ

৮.২.১। **কর্মকর্তাদের বেতনঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জনবল খাতে ১৪ জনবল নিয়োগ এবং তাদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ বরাদ্দ ছিল ১২.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প চলাকালীন কোন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে এখাতে কোন অর্থই ব্যয় হয়নি। জনবল খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ০%।

৮.২.২। **কর্মচারীদের বেতনঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জনবল খাতে ২৮ জন জনবল নিয়োগ এবং তাদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ বরাদ্দ ছিল ৪২.৩০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প চলাকালীন ২৫জনবল নিয়োগ দেয়া হয়। যাদের বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয় হয় ৩৬.193 লক্ষ টাকা । জনবল খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৫.৬% ও ৮৯%।

৮.২.৩। **ভ্রমণ ভাতাঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ভ্রমন ভাতা নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ০.২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ভ্রমন ভাতা খাতে কোন ব্যয় হয়নি। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ০%।

৮.২.৪। **টেলিফোন ব্যয়ঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় টেলিফোন ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ১.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে টেলিফোন ব্যয় খাতে ০.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৬০%।

৮.২.৫। **বিদ্যুৎ বিলঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ বিল নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বিদ্যুৎ বিল খাতে ২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৭%।

৮.২.৬। **জ্বালানী ও গ্যাসঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জ্বালানী ও গ্যাস ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩.১০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে জ্বালানী ও গ্যাস খাতে ০.৬৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি **২২%**।

৮.২.৭। **বীমা/ব্যাংক কমিশনঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বীমা/ব্যাংক কমিশন নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বীমা/ব্যাংক কমিশন খাতে ৭.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি **৯৭.২%**।

৮.২.৮। **মনিহারিঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মনিহারি ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ১.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে মনিহারি খাতে ১.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৩%।

৮.২.৯। **বিজ্ঞাপন :** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ১.৩০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বিজ্ঞাপন খাতে ০.৭২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৫৫.৮%।

৮.২.১০। **প্রশিক্ষণঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ১০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে এবং এখাতে ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.১১। **আপ্যায়ন :** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় আপ্যায়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ০.২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে আপ্যায়ন খাতে ০.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৭৫%।

৮.২.১২। **পরিবহন ব্যয়ঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ০.২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে পরিবহন ব্যয় খাতে কোন ব্যয় হয়নি। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি০%।

৮.২.১৩। **পরামর্শ সেবাঃ** প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনের নিমিত্ত সাইট নির্বাচন এবং সিসমিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন ও নকশা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক খাতে ০২ জনমাসের জন্য স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬.৫৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এ খাতে ০২ জনমাসের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ব্যয় হয় ৬.৫৫ লক্ষ টাকা। পরামর্শক খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। স্থানীয় পরামর্শক কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজগুলো মূলতঃ সিসমিক গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত ডিজাইন তৈরি ও সাইট নির্বাচন।

৮.২.১৪। **সম্মানীঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সম্মানী ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে সম্মানী খাতে ০.৭৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৫ %।

৮.২.১৫। **ফটোকপি চার্জঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ফটোকপি চার্জ নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ০.২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ফটোকপি চার্জ খাতে কোন ব্যয় হয়নি। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ০%।

৮.২.১৬। **কম্পিউটার যন্ত্রপাতিঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে এ খাতে ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে কম্পিউটার যন্ত্রপাতি খাতে ০.৯৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৫%।

৮.২.১৭। **অফিস ভবণ মেরামত ও সংস্কারঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী চট্রগ্রাম সিসমিক ভবনের মেরামত, চট্রগ্রাম সিসমিক ভবন আধুনিকীকরণ, চট্রগ্রাম সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার ভবন উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ মেরামত এবং ঢাকা সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার হতে সিকিউরিটিবুম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ করার লক্ষ্যে অফিস ভবন মেরামতও ও সংস্কার খাতে বরাদ্দ ছিল ১৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে অফিস ভবন মেরামত ও সংস্কার খাতে উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে যা বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৩.৫৪ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯০.৩%।

৮.২.১৮। **অন্যান্য ভবন মেরামতঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী চট্রগ্রাম সিসমিক কার্যালয়ে আবাসিক ভবন মেরামত, সিসমিক ভবনের পাহাড়ের চারিদিকে রিটেইনিং ওয়াল ও গাইড ওয়াল নির্মাণ এবং সম্মুখ চত্বরে ফাটল মেরামত করণ, ভূমি উঁচুকরণ, নালা-নর্দমা প্রশস্তকরণ কাজ করার লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ১৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে অন্যান্য ভবন মেরামত খাতে উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে যা বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৬.০০ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

৮.২.১৯। **বৈদ্যুতিক মেরামত কাজঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে ঢাকা ও চট্রগ্রাম সিসমিক গবেষণাগার ভবনের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ২০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বৈদ্যুতিক মেরামত খাতে ১৯.৭১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকা সিসমিক ভবনের বৈদ্যুতিক প্যানেল বোর্ড পরিবর্তন করণ, এসি সমূহ মেরামতকরণ, ওয়ারিং পরিবর্তন ও অন্যান্য কাজ, চট্রগ্রাম সিসমিক ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ, ডিজেল জেনারেটার স্থাপন, এভিআর, ডিহিওমেডিফায়ার সহ অন্যান্য স্থাপন কাজ এবং যন্ত্রপাতি আর্থিং করণ কাজ করা হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৬%।

৮.২.২০। **আনুষাংগিকঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় আনুষাংগিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪.৪১৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে আনুষাংগিক খাতে ০.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ১১%।

৮.২.২১। যন্ত্রপাতিঃ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ৮৬০টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এখাতে বরাদ্দ ছিল ৮৬০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ৮৫১.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.১%। সংগৃহীত যন্ত্রপাতি তালিকার পরিশিষ্ট-খ -এ দেখানো হলো।

৮.২.২২। আসবাবপত্রঃ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ১০১টি আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য এখাতে বরাদ্দ ছিল ৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে ৫.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার ১০১টি আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.৮% ও ১০০%। সংগৃহীত আসবাবপত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম ফুল সেক্রেটারীয়েট টেবিল, হাফ সেক্রেটারীয়েট টেবিল, কম্পিউটার টেবিল, বিভিন্ন প্রকার চেয়ার, স্টীল আলমারীসহ ইত্যাদি। প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্র অনুযায়ী সরবরাহকৃত আসবাবপত্র সংখ্যা নিম্নে দেখানো হলোঃ

ক্রং নং	আসবাব পত্রের নাম	মোট সংখ্যা	ঢাকা	রংপুর	সিলেট	চট্রগ্রাম	একক মূল্য (টাকায়)	মোট মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	ফুলসেক্রেটারিয়েট টেবিল	৮টি	০৩	০২	০২	০১	১৩,৫৪১/-	১,০৮,৩২৮/-
০২.	হাফসেক্রেটারিয়েট টেবিল	৬টি	০৪	০১	০১	-	৮,৩১৬/-	৪৯,৮৯৬/-
০৩.	হাতল মুক্ত কুশন চেয়ার	৮টি	০৩	০২	০২	০১	২,৯৩৩/-	২৩,৪৬৪/-
০৪.	চাটিং টেবিল	৮টি	০৩	০২	০২	০১	৭,১৯৬/৫০	৫৭,৭০৫/-
০৫.	হাতল যুক্ত বেতের চেয়ার	২২টি	১০	০৫	০৫	০২	২,৩৯৫/৫৮	৫২,৭০৫/-

ক্রং নং	আসবাব পত্রের নাম	মোট সংখ্যা	ঢাকা	রংপুর	সিলেট	চট্রগ্রাম	একক মূল্য (টাকায়)	মোট মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০৬.	স্টিলের রিভলবিং চেয়ার	১০টি	০৪	০২	০২	০২	২,৯৮৪/-	২৯,৮৪০/-
০৭.	কম্পিউটার টেবিল	৯টি	০৩	০২	০২	০২	৭,৪৮১/-	৬৭,৩৩২/-
০৮.	স্টীল আলমিরা	৮টি	০৩	০২	০২	০১	৬,৫৫১/৫০	৫২,৪১২/-
০৯.	বুক সেলফ	৫টি	০২	০১	০১	০১	৮,৫২৯/২০	৪২,৬৪৬/-
১০.	ফাইল র‌্যাক	১০	০২	০২	০২	০২	৩,২৭৮/৩০	৩২,৭৮৩/-
১১.	কাঠের টুল	০৭	০২	০২	০২	০১	৭৭০/-	৫,৩৯২/-
	মোট	**১০১টি**					**মোট**	**৫,২২,৫০৩/-**
							ভ্যাট	৫১,২০৫/৫০
							PWD কর্তৃক পরিবহন চার্জ	৮,৩৪৫/২৫
							PWD কর্তৃক কন্টিজেন্সি	১৭,০৬৮/৫০
							সর্বমোট	৫,৯৯,১২২/২৫

*০২ (দুই)টি ফাইল i¨vK প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে ব্যবহারের জন্য।

৮.২.২৩। **ভূমি উন্নয়নঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী রংপুর সিসমিক পর্যাবেক্ষণাগারের অফিস ও অন্যান্য নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমি উন্নয়ন কাজ করার লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৪.৫৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ভূমি উন্নয়ন খাতে প্রয়োজনীয় ভূমি উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে যা বাবদ ব্যয় হয়েছে ৪.৫৯ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%।

৮.২.২৪। **অফিস ভবনঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঢাকা, রংপুর ও সিলেটে বিদ্যমান ভবনের সংশ্লিষ্ট এলাকায় সিসমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে ৩টি পর্যবেক্ষণাগার ভবন নির্মাণ কাজ করার লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ১৭৫.৪০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ঢাকা, রংপুর ও সিলেটে ৩টি পর্যবেক্ষণাগার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে যা বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৭৫.২৮৫ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৯.৯%।

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	ব্যয়(লক্ষ টাকায়)
১.	ঢাকা সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ	৭৭.৩৭২
২.	রংপুর সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ	৬৩.৬২
৩.	সিলেট সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ	৩৪.২৯
	মোট	১৭৫.২৮২

৮.২.২৫। **অন্যান্য ভবনঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঢাকা, সিলেট ও চট্রগ্রামে বিদ্যমান ভবনের সংশ্লিষ্ট এলাকায় সিসমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্মাণ কাজ করার লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৬০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ঢাকা, সিলেট ও চট্রগ্রাম সিসমিক পর্যবেক্ষণাগারের অন্যান্য নির্মাণ কাজ করা হয়েছে যা বাবদ ব্যয় হয়েছে ৫৬.২২ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৩.৭%।

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	ব্যয়(লক্ষ টাকায়)
১.	ঢাকা সিসমিক পর্যবেক্ষণাগারের অন্যান্য নির্মাণ কাজ	৮.৬৮
২.	সিলেট সিসমিক পর্যবেক্ষণাগারের অন্যান্য নির্মাণ কাজ	৩৭.১০
৩.	চট্রগ্রাম সিসমিক পর্যবেক্ষণাগারের অন্যান্য নির্মাণ কাজ	১০.৪৪
	মোট	৫৬.২২

৮.২.২৬। **<u>পানি ও পয়ঃ নিস্কাশনঃ</u>** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে সিলেট সিসমিক পর্যবেক্ষণাগারের পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন খাতে ২১.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৪%।

৮.২.২৭। **<u>টেলিযোগাযোগ ব্যয়ঃ</u>** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে অবস্থিত ঢাকা সিসমিক পর্যবেষণাগারের সাথে অন্যাণ্য সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার (চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর)-এর DDN Link স্থাপন এবং DDN Link-এর ভাড়া প্রদান, BMD, DMB, GSB, DU, BUET ও প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে Radio Modem স্থাপনের নিমিত্ত BTRC-কে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রসেসিং ফি এবং স্পেক্ট্রাম ও লাইসেন্স ফি প্রদান, BTRC-এর 2MHz ব্যান্ড উইডথ ফি প্রদান, ঢাকা সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের সাথে PABX ইন্টারকম সিস্টেম স্থাপন, ঢাকা সিসমিক পর্যবেক্ষণাগারের ১২৮ kbps ইন্টারনেট সংযোগ এবং ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-রাজশাহী, ঢাকা-পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ে Network স্থাপনের প্রান্তিক সংযোগের জন্য ০৪টি কম্পিউটার ক্রয় করার লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ খাতে বরাদ্দ ছিল ২৮.৭৪৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে টেলিযোগাযোগ খাতে ১৫.২২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৫৩% হলেও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.২৮। **বৈদ্যুতিক সরঞ্জামঃ** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতায় ৩টি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় বিদ্যুতায়ন করার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সংগ্রহের লক্ষ্যে এখাতে বরাদ্দ ছিল ৯২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৩টি সিসমোলজিক্যাল পর্যবেক্ষণাগারে বিদ্যুতায়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বৈদুতিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। যা বাবদ এ খাতে ৯১.০৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৯%।

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	ঢাকা সিসমিক পর্যবেক্ষণাগারের অন্যান্য নির্মাণ কাজ	৩৪.০০০৭
২.	রংপুর সিসমিক পর্যবেক্ষণাগারের অন্যান্য নির্মাণ কাজ	৩৯.২৯৮৫
৩.	সিলেট সিসমিক পর্যবেক্ষণাগারের ভবন ও যন্ত্রপাতি	১৭.৮০৯
	মোট	৯১.১০৮২

৮.২.২৯। **<u>সিডি ভ্যাটঃ</u>** অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় সিডি ভ্যাট নির্বাহের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৭০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে সিডি ভ্যাট খাতে ৫৮.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ২১.৭%।

৯.০। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত	**অর্জিত**
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সিলেট, রংপুর ও ঢাকায় ৩টি নতুন ভূকম্পন পর্যবেক্ষণাগার স্থাপনসহ চট্টগ্রাম ভূকম্পন পর্যবেক্ষণাগারের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ভূকম্পন মনিটরিংসহ ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু, তীব্রতা, দিক ইত্যাদি নির্ধারণ এবং নীতি নির্ধারক ও সাধারণ জনগণের নিকট প্রেরণ এবং ভূকম্পনের তথ্যাদি সংগ্রহ করতঃ গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এর ফলাফল ব্যবহার করে ভূকম্পন পূর্বাভাস পদ্ধতি উদ্ভাবন।	প্রকল্পের মাধ্যমে নিখুঁত ও সময়মত সিসমিক এর ঘটনা, ভূমিকম্প এবং সুনামি সতর্ক সংকেত প্রদানের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। যার ফলে জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও সংগৃহীত তথ্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। যা গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়ত করছে।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রকল্প সমাপ্তর পরেও অব্যাহত থাকবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে যার দ্বারা ভবিষ্যতে নিখুঁতভাবে ও দ্রুততম সময়ে সিসমিক এর ঘটনা, ভূমিকম্প এবং সুনামি সতর্ক সংকেত প্রদানের মাধ্যমে জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে।

১১.০। **<u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u>** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৪২ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্রতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি সংগহ এবং জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে

যার দ্বারা ভবিষ্যতে নির্খুতভাবে ও দ্রুততম সময়ে সিসমিক এর ঘটনা, ভূমিকম্প এবং সুনামি সর্তক সংকেত প্রদানের মাধ্যমে জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের আওতায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন চারটি সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করায় বাংলাদেশের সামাজিক জীবন যাত্রায় প্রভাব ফেলবে।

১২.০। **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১২.১। **বাস্তবায়নে বিলম্বঃ** প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই, ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হলেও বিভিন্ন সময়ে অর্থায়ন ও অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।

১২.২। **প্রকল্পের ব্যয়ঃ** প্রকল্পটি ১৯৯৩ সালে ৮১৮.০২ লক্ষ টাকা, ১৯৯৮ সালে ৯৯৯.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটি যথাসময়ে অনুমোদন ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকায় সংশোধন করা হয়। অর্থাৎ প্রাক্কলিত ব্যয় ৩ গুণ বৃদ্ধি পায়।

১২.২৩। **জনবলের সমস্যাঃ** প্রকল্পটির আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা হলেও দক্ষ জনবল নিয়োগ করা হয়নি। ফলে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্পটি হতে সৃষ্ট অবকাঠামাদি সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

১২.৪। **মেরামত ও সংস্কারঃ** প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামো সৃষ্টি হলেও তার মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নাই। তাই অবকাঠামোগুলো মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।

১২.৫। **টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিলঃ** প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামোদি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে টেলিফোন ও বিদ্যুৎ অপরিহার্য হলেও উক্ত ৪টি কেন্দ্রে এ খাতে বরাদ্দ অপ্রতুল। তাই এগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকৃত জেনারেটর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তেল সরবরাহ না থাকায় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

১৩.০। **সুপারিশঃ**

১৩.১। প্রকল্প গ্রহণের সময় যথাযথ পরিকল্পনা ও অর্থের উৎস নিশ্চিত হয়ে প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সমীচীন। ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অর্থায়নের উৎস নিশ্চিতপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করার বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৩.২। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট অবকাঠামোগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৩.৩ । প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামোগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেরামত ও সংস্কার এবং টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩.৪। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যাবলী পূর্বের থেকে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বাস্তবায়িত প্রকল্প হতে সর্বোচ্চ উপযোগিতা পেতে তাদের পরিকল্পনা কোষকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে যথাসময়ে ও যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

পরিশিষ্ট-ক

কেন্দ্র অনুযায়ী অগ্রগতিঃ

কেন্দ্রের নামঃ ঢাকা সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	অংগের নাম	(লক্ষ টাকা)
০১	**অফিস ভবন নির্মাণ**	
	ক) পর্যবেক্ষণাগার ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ	৭২.৩৯৫
	খ) নিরাপত্তা গ্রীল নির্মাণ	২.০২৭
	গ) আন্ডার গ্রাউন্ট পাইপড্রেন নির্মাণ কাজ	২.৯৫
	উপমোট	**৭৭.৩৭২**
২)	**অন্যান্য ভবন নির্মাণ**	
	পাইপ ড্রেনের ব্যবস্থাকরণ	৪.৯৬
০৩	**অফিস ভবন মেরামত**	
	ক) সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার হতে সিকিউরিটিরুম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ	১.৬৮৯৯
	খ) সিকিউরিটি রুম নির্মাণ	৩.৭২
	উপমোট	**৫.৪০৯৯**
০৪	**বৈদ্যুতিকায়ন (ভবন ও অন্যান্য)**	
	ক) সিসমিক ভবন ও যন্ত্রপাতি	২২.৯১৬
	খ) সেন্টিফগ্রাল সাবমারচিবল পাম্প মটর (১৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন)ও ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন স্থাপন	৭.১০৩৩
	গ) সিসমিক ভবনের ছাদে লাইটনিং ও নিরাপত্তা বাতি স্থাপন	৩.৯৮১৪
	উপমোট	**৩৪.০০০৭**
০৫	**বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ**	
	সিসমিক ভবনের বৈদ্যুতিক প্যানেল বোর্ড পরিবর্তন করণ এসি সমূহ মেরামত করণ, ওয়ারিং পরিবর্তন ও অন্যান্য কাজ	৬.৯১৯
	মোট	১২৮.৬৬১৬

কেন্দ্রের নামঃ রংপুর সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	অংগের নাম	(লক্ষ টাকা)
০১	**অফিস ভবন নির্মাণ**	
	ক) পর্যবেক্ষণাগার ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ	৬৩.৬২
০২	ভূমি উন্নয়ন	৪.৫৯
০৩	**বৈদ্যুতিকায়ন (ভবন ও অন্যান্য)**	
	ক) সিসমিক ভবন ও যন্ত্রপাতি	২৩.৫৯৮৫
	খ) ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ	১৫.৭
	উপমোট	**৩৯.২৯৮৫**
	মোট	১০৭.৫০৮৫

<u>কেন্দ্রের নামঃ</u> সিলেট সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	অংগের নাম	(লক্ষ টাকা)
০১	**অফিস ভবন নির্মাণ**	
	পর্যবেক্ষণাগার ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ	৩৪.২৯
০২	**অন্যান্য ভবন নির্মাণ**	
	সীমানা প্রাচীর ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	৩৭.১০
০৩	**বৈদ্যুতিকায়ন (ভবন ও অন্যান্য)**	
	সিসমিক ভবন ও যন্ত্রপাতি	১৭.৮০৯
০৪	**পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন**	২১.৯৫
	মোট	১১১.১৪৯

<u>কেন্দ্রের নামঃ</u> চট্টগ্রাম সিসমিক পর্যবেক্ষণাগারেরও গবেষণা কেন্দ্র সংস্কার (Renovation**)**

ক্রঃনং	অংগের নাম	(লক্ষ টাকা)
০১	**অন্যান্য ভবন নির্মাণ**	
	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (উত্তর-পূর্ব)	৪.৯৯৫
	সীমানা প্রাচীর ও ড্রেনওয়াল নির্মাণ (মূল গেইট হতে দক্ষিণ দিকে ড্রেন পর্যন্ত)	২.৬০৫
	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (মূল গেইট হইতে উত্তর-পশ্চিম)	২.৮৪
	উপমোট	**১০.৪৪**
০২	**বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ**	
	ক) বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ, ডিজেল জেনারেটার স্থাপন, এভিআর, ডিহিওমেডিফায়ার সহ অন্যান্য স্থাপন কাজ	**১০.৪৮**
	খ) যন্ত্রপাতি আর্থিং করণ কাজ	২.৩১৫
	উপমোট	**১২.৭৯৫**
০৩	**অফিস ভবন মেরামত**	
	ক) সিসমিক ভবনের মেরামত	৬.০০
	খ) সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার ভবন উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ মেরামত	৩.৯৯৭৪৮
	গ) সিসমিক ভবন আধুনিকীকরণের জন্য পূর্ত কাজ	১.৮৫
	উপমোট	**১১.৮৪৭৪৮**
০৪	**অন্যান্য স্থাপনা মেরামত**	
	ক) আবাসিক ভবন মেরামত কাজ	৬.১৭
	খ) সিসমিক ভবনের চর্তুদিকে রিটেইনিং ওয়াল ও গাইড ওয়াল নির্মাণ কাজ	৬.৮৪৮৪
	গ) সিসমিক ভবনের সম্মুখ চত্বরে ফাটল মেরামত করণ ভূমি উঁচুকরণ নালা-নর্দমা প্রশস্তকরণ কাজ	২.৯৮
	উপমোট	**১৫.৯৯৮৪**
	মোট	৫১.০৮০৮৮

পরিশিষ্ট-খ

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত এবং স্থাপিত যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদির তালিকাঃ

ক্রঃনং	যন্ত্রের নাম	সংখ্যা
1	Digital Broadband Seismometer with sensor, Recorder and GPS Time synchronization	4 sets
2	Digital Borehole Seismometer	3 sets
3	Digital Trixial Accelerometer with sensor, recorder and GPS Unit	6 sets
4	Digital Short period seismometer with sensor, recorder and GPS Unit	6 sets
5	Digital Portable Accelerometer with GPS, Synchronization, Solar Panel, battery with charger	2 sets
6	GPS (Geodetic) Continuous Data Acquisition System	5 sets
7	Central data processing and Archiving system with LINUX/Unix platform (workstation) & Server	2 sets
8	Router	14 sets
9	Switch (24 port)	5 sets
10	Digital real time monitoring unit	4 sets
11	DTU (Alketel modem) for dedicated DDN & Leased Internet link fo BTCL link	14 sets
12	Radio modem (Spread Spectrum) for remote access and networking (DU, BUET, PM Office, DMB, GSB data transfer)	10 sets
13	Stand along PCs with DVD writer & Laser Printer	5 sets
14	Laptop for free field Data Collection	8 sets
15	GIS system including PC, Digitizer with Arc Info System	4 sets
16	Earthquake data processing system software with license	2 sets
17	Auto Start Generator	4 sets
18	On line UPS (1 hour Backup)	9 sets
19	Tools and test Equipment	2 lots
20	GTS link	1 sets
21	Broadband Internet connectivity	1 sets
22	Communication Rack	4 sets
23	Power Cable	18 coils
24	USB HD (250GB)	7 sets
25	Digital Data acquisition system	1 sets
26	Photocopier A_3 Size	5 sets
27	Spare parts	2 lots
28	Telephone Line with sets from BTCL	8 sets
29	Leased Internet Line from BTCL	01set
30	DDN link from BTCL	5 link
31	Computer for DDN line ending connection	4 sets
32	Air-coller	15
33	Blower Machine	4sets
34	AVR 50 KVA	5
35	PABX Intercom System	64sets
36	UPS 1000 VA	3sets

নৌ-দুর্ঘটনা প্রশমনকল্পে অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)
(সমাপ্ত জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : নরসিংদী, মাওয়া (মুন্সিগঞ্জ), কাউখালী (পিরোজপুর), বাঘাবাড়ি (সিরাজগঞ্জ), আরিচা (মানিকগঞ্জ), আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), রামগতি (লক্ষীপুর), কয়রা (খুলনা), হিজলা (বরিশাল), মনপুরা (ভোলা), চাঁদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট : ২২৭০.৭০ জিওবিঃ ২২৭০.৭০ প্রঃসাঃ --	মোট : ২৫৭৭.০০ জিওবিঃ ২৫৭৭.০০ প্রঃসাঃ --	মোট : ৮৯৪.৯১ জিওবিঃ ৮৯৪.৯১ প্রঃসাঃ --	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন,২০০৭	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন,২০১০	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন,২০১০	--	৩ বছর (১৫০%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রং নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	জনবল	**সংখ্যা**	**০.৬০**	**১**	--	--
২।	সরবরাহ ও সেবাঃ					
	(ক) ইন্স্যুরেন্স/ব্যাংক কমিশন	--	৩০.০০	--	--	--
	(খ) স্টেশনারী	--	১.০০	--	০.৬৪২৩০(৬৪%)	৯৫%
	(গ) বিজ্ঞাপন	--	১.০০	--	--	--
	(ঘ) পরিবহন ব্যয়	--	১.৫০	--	--	--
	(ঙ) সম্মানী	--	০.৬০	--	০.০৬(১০%)	০.১০%
	(চ) ফটোকপি	--	০.১৫	--	০.১৩১৫৮(৮৮%)	৯০%
	(ছ) অন্যান্য	থোক	১.৫০	--	০.৬১১৮০(৪১%)	৪১%
৩।	যানবাহন (বাইসাইকেল)	সংখ্যা	১.০০	১৩	--	--
৪।	যন্ত্রপাতি [১]	থোক	১০৬৫.০০	--	--	--
৫।	আসবাবপত্র[২]	থোক	৫০.০০	--	০.২৪৮(০.৫%)	০.৫%
৬।	জেনারেটর	থোক	৪০.০০	১৩	--	--

ক্রং নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ		পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৭।	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৬৭.৪১	৭.৫০	৬৭.৪০১(১০০%)	১০০%
৮।	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	৭৬.১০	১৪৩৫৩.৮১	৭২.২১(৯৫%)	১০০%
৯।	পূর্ত নির্মাণ কাজ (অফিস ভবন)	বঃমিঃ	৫০৬.৫৪	২০৫৯.৪৮	৪৮৫.৬৮(৯৬%)	১০০%
১০।	সীমানা প্রাচীর	--	১৮৪.৩৪	--	১৭৭.৮৮(৯৭%)	৯৫%
১১।	অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও যন্ত্রপাতি এনক্লোজার	--	৪১.৯৭	--	৪১.০৪(৯৮%)	১০০%
১২।	বিদ্যুতায়ন	--	৫৩.৪৫	--	৪৯.০১(৯২%)	১০০%
১৩।	সিডি ভ্যাট	থোক	৪৫০.০০	--	--	--
১৪।	প্রাইচ কন্টিনজেন্সি	--	৪.৮৪	--	--	--
	মোট	--	**২৫৭৭.০০**	--	**৮৯৪.৯১৪৮(৩৫%)**	**৪৩%**

নোট ১। যন্ত্রপাতির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল-১৩টি সংক্রিয় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, ১০সেট অন্যান্য আবহাওয়া যন্ত্রপাতি, ১১টি মাক্রোওয়েভ লিংক, ৪টি পিসি, ২টি ফটোকপি, ২১টি রেডিও কমিউনিকেশন সেট, ১৯টি মাস্ট, ১টি ফ্যাক্স মেশিন এবং বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি।

নোট ২। আসবাবপত্রের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল অফিস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যেমনঃ টেবিল, চেয়ার, র‌্যাক, কম্পিউটার টেবিল, আলমারী ইত্যাদি।

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত পূর্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও মূল কার্যক্রম আসবাবপত্র-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়নি। যার ফলে প্রকল্প হতে কোন উপযোগীতা পাওয়া যাচ্ছে না । প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত পূর্বাভাস কেন্দ্র পরিচালনার জন্য যে সমস্ত জনবল প্রয়োজন হবে তা অনুমোদন না হওয়ায় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ না করেই প্রকল্পটি সমাপ্তি ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে প্রকল্পটির কার্যক্রম সমাপ্ত না করেই সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** ঘূর্নিঝড়ের পূর্বাভাস দেয়ার জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের আওতায়ধীন দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি আবহাওয়া ষ্টেশনের মধ্যে ১৩টি নৌ-পথ এলাকার সাথে সম্পৃক্ত। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয়ভাবে কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। আবাহওয়া অধিদপ্তরের ৩৫টি ইউনিটে বর্তমানে যে সকল যন্ত্রপাতি রয়েছে তার মাধ্যমে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য ঢাকায় কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণের পর প্রক্রিয়াকরণ করে পূর্বাভাস দিতে প্রায় ৪ ঘন্টা সময় লেগে যায়। এতে প্রকৃত ব্যবহারকারী নৌযান সমূহ ঝড়ের সময় আশ্রয় নেয়ার ক্ষেত্রে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পায় না। এ সকল নৌযান সমূহকে যদি স্থানীয়ভাবে কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাস দেয়া যেতো তবে সেগুলো নিরাপদে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ পেতো এবং এতে জনসাধারণের জানমাল রক্ষা করা সম্ভব হতো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে নৌপথের নিকটতম স্থানে ১৪টি কেন্দ্রে আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** ঝড় ও কালবৈশাখীর পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয়ভাবে আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে নৌ-যান ও জান-মালের নিরাপত্তার জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের বিভিন্নস্থানে আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপনই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে দূর্যোগপূর্ণ আবহওয়া দ্বারা পূনঃপৌনিকভাবে নৌ-দূর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষাপটে নৌ-যান চালকদেরকে আগাম সতর্ক করার লক্ষ্যে একটি উন্নততর কার্যকর আবহাওয়া সতর্ককরণ ব্যবস্থা প্রতিস্থিত হবে যার মাধ্যমে নৌ-দূর্ঘটনায় জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে।

৭.৩ **প্রকল্পের কার্যক্রমঃ** প্রকল্পটির আওতায় ঝড় ও কালবৈশাখীর পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয়ভাবে আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে নৌযান ও জানমালের নিরাপত্তার জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের ১৪টি স্থানে আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপনই প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ নিয়ে জটিলতা থাকায় পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রটি বাদ দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পে জনবল নিয়োগ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

৭.৪ **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ** প্রকল্পটির ডিপিপির উপর গত ১২-০৬-২০০৫ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধন করা হয়। অতঃপর প্রকল্পটি ২২৭০.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই

২০০৫ হতে জুন ২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০-০১-২০০৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়, যার প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয় ১৪-০২-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২০-০২-২০০৭ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এর পরও প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কল্পে ভুমি অধিগ্রহণ এবং পূর্ত ও নির্মাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি সুপারিশের লক্ষ্যে ২৮-০৫-২০০৭ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি ২৪৬০.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৫ থেকে জুন,২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৬-০৬-২০০৭ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। এরপরও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আইএমইডি'র সুপারিশের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পটির মেযাদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২ বছর অর্থাৎ জুন,২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণ ব্যয় বৃদ্ধি, আসবাবপত্র খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল পরিবর্তন এবং টেলিফোন, বিদ্যুৎ, জেনারেটরের জ্বালানী, বিজ্ঞাপন, পরিবহন ও কম্পিউটার যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত করণের কারণে ২য় বার সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপির উপর ১০-০৬-২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হলে ১৬-০৯-২০০৯ তারিখে ২৫৭৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং ১৯-১০-২০০৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয় ।

৭.৫ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u> প্রকল্পটির কার্যক্রম এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের ড্রইং ও ডিজাইন গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে পরিদর্শনকৃত কেন্দ্রের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

ক) ব্রাহ্মণবাড়িয়া (আশুগঞ্জ) কেন্দ্রঃ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া (আশুগঞ্জ)-এ অবস্থিত কেন্দ্রটির কার্যক্রম গত ০৫-০২-২০১১ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত বিভাগ ও আবহাওয়া অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রটিতে আবহাওয়া পর্যাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২তলা ফাউন্ডেশনের উপর ২তলা অফিস ভবন নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট কাজ করা হয়েছে। কেন্দ্রটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৯০.৮৩ লক্ষ টাকা। এ কেন্দ্রে কার্যাবলী সম্পাদনে সমুদ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রটি নির্মাণে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। কেন্দ্রটিতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো মাটি পরীক্ষা, ভূমি উন্নয়ন, অফিস ভবন নির্মাণ, পানি সরবরাহের লাইন ও পানির রির্জাভার ট্যাংকি স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, বহিঃ পানি সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বহি:বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি এনক্লোজার ও গেইট নির্মাণ। কেন্দ্রটির অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো। কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ সর্বোত্তমভাবে সমাপ্ত হলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ না করায় নির্মিত ভবনাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও কেন্দ্রটিতে ৪১.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হলেও তার অধিকাংশ নিচু অবস্থায় পতিত রয়েছে।

খ) মুন্সিগঞ্জ (মাওয়া) কেন্দ্রঃ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত মুন্সিগঞ্জ (মাওয়া)-এ অবস্থিত কেন্দ্রটির কার্যক্রম গত ১২-০২-২০১১ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত বিভাগ ও আবহাওয়া অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিআইডাব্লিউটিএ কেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রদান করেছে। কেন্দ্রটিতে আবহাওয়া পর্যাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩তলা ফাউন্ডেশনের উপর ৩তলা অফিস ভবন নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট কাজ করা হয়েছে। কেন্দ্রটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৮.৭৬ লক্ষ টাকা। এ কেন্দ্রে কার্যাবলী সম্পাদনে ৫৫.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রটি নির্মাণে আর্থিক অগ্রগতি ৮১% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। কেন্দ্রটিতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো মাটি পরীক্ষা, অফিস ভবন নির্মাণ, পানি সরবরাহের লাইন ও পানির রির্জাভার ট্যাংকি স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, বহিঃ পানি সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বহি:বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি এনক্লোজার ও গেইট নির্মাণ। কেন্দ্রটির অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো। কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক হলেও ফিনিশিং কাজ অবশিষ্ট রয়েছে এবং ভবনের ডিজাইন প্রণয়নে ত্রুটি ছিল। ভবনের ডিজাইন অনুযায়ী জানালায় কোন সানসেট ছিল না। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেও ভবনের মধ্যে পানি প্রবেশ করে। যার ফলে জানালার পাশে প্লাষ্টার নষ্ট হওয়া শুরু করেছে। তাছাড়া কেন্দ্রটির সীমান প্রাচীর নির্মাণে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকলেও তা নির্মাণে বিআইডাব্লিউটিএ-এর সাথে মতভেদ থাকায় দুই পাশের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। যন্ত্রপাতি এনক্লোজারের চারিদিকসহ নিচু জায়গায় মাটি ভরাটের প্রয়োজন। কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ সর্বোত্তমভাবে সমাপ্ত হলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ না করায় নির্মিত ভবনাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

গ) মানিকগঞ্জ (আরিচা) কেন্দ্রঃ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত মানিকগঞ্জ (আরিচা)-এ অবস্থিত কেন্দ্রটির কার্যক্রম গত ০১-০৩-২০১১ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত বিভাগ ও আবহাওয়া অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিআইডাব্লিউটিএ কেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রদান করেছে। কেন্দ্রটিতে আবহাওয়া পর্যাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩তলা ফাউন্ডেশনের উপর ৩তলা অফিস ভবন নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট কাজ করা হয়েছে। কেন্দ্রটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৩.৮৮ লক্ষ টাকা। এ কেন্দ্রে কার্যাবলী সম্পাদনে ৬২.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রটি নির্মাণে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%। কেন্দ্রটিতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো মাটি পরীক্ষা, ভূমি উন্নয়ন, অফিস ভবন নির্মাণ, পানি সরবরাহের লাইন ও পানির রির্জাভার ট্যাংকি স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, বহিঃ পানি সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বহি:বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি এনক্লোজার ও গেইট নির্মাণ। কেন্দ্রটির অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো। কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক হলেও অফিস ভবনের ফিটিংসসহ ফিনিশিং কাজ এবং বিদ্যুৎ সংযোগ-এর কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। ভবনের প্লাষ্টার নষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে এবং ফ্লোরে ছোট-খাট ফাটল দেখা গেছে। তাছাড়া কেন্দ্রটির সীমানা প্রাচীর নির্মাণে ১৬.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও সীমানা প্রাচীরের উপর কাটাতারের বেড়া, আরসিসি কপিং, প্রাচীরের উভয় পাশে প্লাষ্টার করা হয়নি। অতিরিক্ত টাকা প্রয়োজন হওয়ায় এ কাজগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ সর্বোত্তমভাবে সমাপ্ত হলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ না করায় নির্মিত ভবনাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘ) সিরাজগঞ্জ (বাঘাবাড়ি) কেন্দ্রঃ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সিরাজগঞ্জ (বাঘাবাড়ি)-এ অবস্থিত কেন্দ্রটির কার্যক্রম গত ০৬-০৩-২০১১ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত বিভাগ ও আবহাওয়া অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিআইডাব্লিউটিএ কেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রদান করেছে। কেন্দ্রটিতে আবহাওয়া পর্যাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২তলা ফাউন্ডেশনের উপর ২তলা অফিস ভবন নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট কাজ করা হয়েছে। কেন্দ্রটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৭.৭১ লক্ষ টাকা। এ কেন্দ্রে কার্যাবলী সম্পাদনে ৩৭.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রটি নির্মাণে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%। কেন্দ্রটিতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো মাটি পরীক্ষা, ভূমি উন্নয়ন, অফিস ভবন নির্মাণ, পানি সরবরাহের লাইন ও পানির রির্জাভার ট্যাংকি স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, বহিঃ পানি সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বহি:বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি এনক্লোজার ও গেইট নির্মাণ। কেন্দ্রটির অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো। কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক হলেও অফিস ভবনের ফিটিংসসহ ফিনিশিং কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। ভবনের প্লাষ্টার নষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে এবং ফ্লোরে ছোট-খাট ফাটল দেখা গেছে। তাছাড়া কেন্দ্রটির গেটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণে ৫.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও সীমানা প্রাচীরের উপর কাটাতারের বেড়া করা হয়নি। তবে চুরি যাওয়ার ভয়ে এ কাজগুলো করা হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ সর্বোত্তমভাবে সমাপ্ত হলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ না করায় নির্মিত ভবনাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঙ) খুলনা (কয়রা) কেন্দ্রঃ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত খুলনা (কয়রা)-এ অবস্থিত কেন্দ্রটির কার্যক্রম গত ৩০-০৩-২০১১ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত বিভাগ ও আবহাওয়া অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রটির জন্য ৭.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় ১.৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রটিতে আবহাওয়া পর্যাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩তলা ফাউন্ডেশনের উপর ৩তলা (নীচ তলা খোলা) অফিস ভবন নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট কাজ করা হয়েছে। কেন্দ্রটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৮৮.৫০ লক্ষ টাকা। এ কেন্দ্রে কার্যাবলী সম্পাদনে ৮৫.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রটি নির্মাণে আর্থিক অগ্রগতি ৯৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। কেন্দ্রটিতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো মাটি পরীক্ষা, ভূমি উন্নয়ন, অফিস ভবন নির্মাণ, পানি সরবরাহের লাইন ও পানির রির্জাভার ট্যাংকি স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, বহিঃ পানি সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বহি:বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি এনক্লোজার ও গেইট নির্মাণ। কেন্দ্রটির অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট-'ক'- তে দেখানো হলো। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অফিস ভবনের ফিটিংসসহ ফিনিশিং কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। ভবনের প্লাষ্টার নষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে এবং ফ্লোরে ছোট-খাট ফাটল দেখা গেছে। ভবনের দরজায় নিম্নমানের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রটির গেটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণে ১০.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও পরিদর্শনের দিনে সীমানা প্রাচীরের কাটাতার দেখা যায়নি এবং গেট নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন যে, কাটাতারগুলো লাগানো হলেও ইতোমধ্যে চুরি হয়ে গেছে। কেন্দ্রটির জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা হয়নি এবং বহিবিদ্যুতায়নের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ সর্বোত্তমভাবে সমাপ্ত হলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ না করায় নির্মিত ভবনাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

চ) ভোলা (মনপুরা) কেন্দ্রঃ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ভোলা (মনপুরা) এ অবস্থিত কেন্দ্রটির কার্যক্রম গত ৩০-০৪-২০১১ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় গণপূর্ত বিভাগ ও আবহাওয়া অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রটির জন্য ০.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় ১.৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রটিতে আবহাওয়া পর্যাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩তলা ফাউন্ডেশনের উপর ৩তলা (নীচ তলা খোলা) অফিস ভবন নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট কাজ করা হয়েছে। কেন্দ্রটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১০৭.২০ লক্ষ টাকা। এ কেন্দ্রে কার্যাবলী সম্পাদনে ১০৬.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রটি নির্মাণে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। কেন্দ্রটিতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো মাটি পরীক্ষা, ভূমি উন্নয়ন, অফিস ভবন নির্মাণ, পানি সরবরাহের লাইন ও পানির রির্জাভার ট্যাংকি স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, বহিঃ পানি সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বহি:বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি এনক্লোজার ও গেইট নির্মাণ। কেন্দ্রটির অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট-'ক'- তে দেখানো হলো। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক। তবে কেন্দ্রটিতে অধিগ্রহণকৃত জমির অধিকাংশ মাটি ভরাট করা হয়নি। যার ফলে নির্মিত সীমানা প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রটি অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত হলেও কোন আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়নি। তাই কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য সার্বিকভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ না করায় নির্মিত ভবনাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

৭.৬ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পে কোন পূর্নকালীন প্রকল্প পরিচালকের ব্যবস্থা ছিল না। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে মোট ২ জন কর্মকর্তা নিম্নোক্ত সময়ে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	কার্যধরন
১।	জনাব মুহাম্মদ আমিরুল হুসাইন উপ-পরিচালক বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	জুলাই,২০০৫	২৩-১১-২০০৮	খন্ডকালীন
২।	জনাব মোঃ মজিদুল ইসলাম আবহাওয়াবিদ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	২৩-১১-২০০৮	--	খন্ডকালীন

৭.৭ **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee, PIC Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) নির্বাচিত উপকারভোগীর মতামত গ্রহণ;
(চ) প্রয়োজনে নমুনায়নের (Sampling) ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন;
(ছ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১ **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫৭৭.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৮৯৪.৯১ (৩৫%) লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকুলে ২০০৫-০৬ হতে ২০০৯-১০ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব %		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৫-০৬	১৫.০০	১৫.০০	--	৭%	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	--	৭%
২০০৬-০৭	৫৮৩.০০	৫৮৩.০০	--	২৬%	২১২.৫০	১০৮.৭৬	১০৮.৭৬	--	৫%

২০০৭-০৮	৬৪২.০০	৬৪২.০০	--	২৬%	৬৪২.০০	৩৮৬.১৫	৩৮৬.১৫	--	১৬%
২০০৮-০৯	২৬১.০০	২৬১.০০	--	১১%	২৬০.০০	১৫৪.৮৭	১৫৪.৮৭	--	৬%
২০০৯-১০	২৭০.৭০	২৭০.৭০	--	১১%	২৭০.০০	২৩০.১২	২৩০.১২	--	৯%
মোট	**১৭৭১.৭০**	**১৭৭১.৭০**	**--**	**--**	**১৩৯৯.৫০**	**৮৯৪.৯০**	**৮৯৪.৯০**	**--**	**৪৩%**

প্রকল্পের অনুকূলে ২০০৯-১০ অর্থবছরে অবমুক্ত অর্থের অব্যয়িত অর্থ বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সমর্পন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

৮.২ **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৪৩%। প্রকল্পটির ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নির্মাণ কাজে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সিডিউল দর ব্যবহার করে ভৌত কাজের প্রাক্কলন তৈরিসহ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পটির অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলোঃ

৮.২.১ **জনবলঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১জন জনবল নিয়োগ এবং তাঁর বেতন-ভাতাদি পরিশোধের লক্ষ্যে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ০.৬০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। তাই জনবল খাতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এ খাতে অগ্রগতি ০%।

৮.২.২ **সরবরাহ ও সেবাঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সরবরাহ ও সেবা খাতে ইন্স্যুরেন্স/ব্যাংক কমিশন, স্টেশনারী, বিজ্ঞাপন, পরিবহন ব্যয়, সম্মানী, ফটোকপি চার্জসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৩৫.৭৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে সরবরাহ ও সেবা খাতে ১.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৪%। নিম্নে সরবরাহ ও সেবা খাতে উপখাত অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

উপখাত	একক	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(ক) ইন্স্যুরেন্স/ব্যাংক কমিশন	থোক	৩০.০০	--	--	--
(খ) স্টেশনারী	থোক	১.০০	--	০.৬৪২৩(৬৪%)	৯৫%
(গ) বিজ্ঞাপন	থোক	১.০০	--	--	--
(ঘ) পরিবহন ব্যয়	থোক	১.৫০	--	--	--
(ঙ) সম্মানী	থোক	০.৬০	--	০.০৬(১০%)	০.১০%
(চ) ফটোকপি	থোক	০.১৫	--	০.১৩১৫৮(৮৮%)	৯০%
(ছ) অন্যান্য	থোক	১.৫০	--	০.৬১১৮(৪১%)	৪১%
মোটঃ	--	**৩৫.৭৫**	--	**১.৪৪৫৬৮(৪%)**	--

৮.২.৩ **যানবাহনঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৩টি বাইসাইকেল সংগ্রহের লক্ষ্যে যানবাহন খাতে বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে কোন বাইসাইকেল সংগ্রহ করা হয়নি তাই যানবাহন খাতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগগ্রতি ০%।

৮.২.৪ **যন্ত্রপাতিঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি (১৩টি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, ১০ সেট অন্যান্য আবহাওয়া যন্ত্রপাতি, ১৯টি মাক্রোওয়েভ লিংক, ৪টি পিসি, ২টি ফটোকপি, ২১টি রেডিও কমিউনিকেশন সেট, ১৯টি মাস্ট, ১৮টি ফ্যাক্স মেশিন এবং বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি) সংগ্রহের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দ ছিল ১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা। কেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল অনুমোদন ও নিয়োগ না হওয়ায় প্রকল্প মেয়াদে কোন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়নি। তাই যন্ত্রপাতি খাতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগগ্রতি ০%।

৮.২.৫ **আসবাবপত্রঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, র‍্যাক, কম্পিউটার টেবিল, আলমারী ইত্যাদি) সংগ্রহের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ০.২৪৮ লক্ষ

টাকা ব্যয়ে প্রকল্প অফিসের ব্যবহারের জন্য ২টি চেয়ার ও ১টি সেক্রেটারিয়েট টেবিল সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে নির্মিত কেন্দ্রগুলোর জন্য প্রস্তাবিত জনবল অনুমোদন না হওয়ায় কেন্দ্রগুলোর জন্য নির্ধারিত আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়নি। আসবাবপত্র খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগ্রতি ০.৫%।

৮.২.৬ **জেনারেটরঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৩টি জেনারেটর সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৪০.০০ লক্ষ টাকা। জনবল নিয়োগ না হওয়ায় কেন্দ্র পরিচালনা সম্ভব নয় বিধায় প্রকল্প মেয়াদে কোন জেনারেটর সংগ্রহ করা হয়নি। তাই জেনারেটর খাতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগগ্রগতি ০%।

৮.২.৭ **ভূমি অধিগ্রহণঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী আশুগঞ্জ, রামগতি, হিজলা, মনপুরা ও কয়রা কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ৭.৫০ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৬৭.৪১ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৬৭.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত কেন্দ্রগুলোর জন্য ৭.৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগ্রতি ১০০%।

৮.২.৮ **ভূমি উন্নয়নঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৪৩৫৩.৮১ ঘন মিটার ভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৭৬.১০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৭২.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪৩৫৩.৮১ ঘ: মিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগ্রতি ৯৫% হলেও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৯ **পূর্ত নির্মাণ কাজ (অফিস ভবন):** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৩টি কেন্দ্রে ২০৫৯.৪৮ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে পূর্ত নির্মাণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৫০৬.৫৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৪৮৫.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩টি কেন্দ্রে ২০৫৯.৪৮ বঃ মিটার আয়তন বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগ্রতি ৯৬% হলেও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নির্মাণ কাজের মান মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বাঘাবাড়ি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ নিম্নমানের হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৮.২.১০ **সীমানা প্রাচীরঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৩টি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সীমানা প্রাচীর নির্মাণের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ১৮৪.৩৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ১৭৭.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩টি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগ্রতি ৯৭%। তবে বিআইডাব্লিউটিএ-এর সহিত ঝামেলা হওয়ায় মাওয়া কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্ভব হয়নি।

৮.২.১১ **অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও যন্ত্রপাতি এনক্লোজারঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৩টি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও যন্ত্রপাতি এনক্লোজার নির্মাণের লক্ষ্যে বরাদ্দ ছিল ৪১.৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৪১.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩টি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও যন্ত্রপাতি এনক্লোজার নির্মাণ করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগ্রতি ৯৮%।

৮.২.১২ **বিদ্যুতায়নঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৩টি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুতায়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৫৩.৪৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৪৯.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩টি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগ্রতি ৯২%। পিসিআর এ প্রাপ্ত তথ্যে বিদ্যুতায়ন খাতের অধিকাংশ অর্থ ব্যয়পূর্বক বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন ও বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করা গেছে যে, অধিকাংশ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা হয়নি। এমনকি অফিস ভবনে বৈদ্যুতিক ফিটিংসগুলো সংযোজন অবশিষ্ট রয়েছে।

৮.২.১৩ **সিডি ভ্যাটঃ** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সিডি ভ্যাট নির্বাহের লক্ষ্যে সিডি ভ্যাট খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে সিডি ভ্যাট খাতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এ খাতে অগ্রগতি ০%।

৮.২.১৪ **প্রাইচ কন্টিনজেন্সি :** প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাইচ কন্টিনজেন্সি নির্বাহের লক্ষ্যে প্রাইচ কন্টিনজেন্সি খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে প্রাইচ কন্টিনজেন্সি খাতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। এ খাতে অগ্রগতি ০%।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
ঝড় ও কালবৈশাখীর পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয়ভাবে আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে নৌ-যান ও জান-মালের নিরাপত্তার জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের বিভিন্নস্থানে আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপনেই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের ১৩টি স্থানে আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন এবং জনবল নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট অবকাঠামো হতে কোন সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না।

১০.০ <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ</u> প্রয়োজনীয় পূর্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ না করায় দ্রুত আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান সম্ভব হচ্ছে না।

১১.০ <u>প্রকল্পের প্রভাবঃ</u> প্রকল্পটি সর্বোতভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে আবহাওয়া সম্পর্কিত নিখুত ও সময়মত পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হতো। সময়মত ও নিখুত পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হলে জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ না করায় জনগণ আলোচ্য প্রকল্পের মধ্যেমে নির্মিত অবকাঠামোর উপযোগীতা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

১২.০ **<u>বাস্তবায়ন সমস্যা :</u>**

১২.১ **<u>কাজ অসমাপ্তঃ</u>** প্রকল্পটির ডিপিপিতে যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার মধ্যে অন্যতম মূল কাজ আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রকল্প মেয়াদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি সুরাহ না হওয়ায় উক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ না করেই প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। যার ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১২.২ **<u>প্রকল্পের উপযোগীতাঃ</u>** প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন হতে কোন উপযোগীতা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন না করায় এ প্রকল্প হতে কোন উপযোগীতা পাওয়া যাচ্ছে না।

১২.৩ **<u>বিদ্যুৎ সংযোগ ও বৈদ্যুতিক ফিটিংসঃ</u>** পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করা গেছে যে, অধিকাংশ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা হয়নি এবং বেশ কিছু কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক ফিটিংস-এর কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। তবে সরকারীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান বন্ধ থাকায় এ সমস্যা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রায় এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন ও ফিটিংস এর কাজ অবশিষ্ট থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। জরুরীভিত্তিতে এসমস্ত কাজ সমাপ্ত করা সমীচীন হবে।

১২.৪ **<u>আবাসিক ভবন না থাকাঃ</u>** প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ১৩টি কেন্দ্রের বেশকিছু কেন্দ্র প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে যাতায়াত খুবই কষ্টসাধ্য। তাছাড়া কেন্দ্রগুলোর কাছাকাছি কোন আবাসিক এলাকাও নেই। কিন্তু উক্ত কেন্দ্রগুলোতে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি, ফলে কেন্দ্র পরিচালনার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

১২.৫ **<u>নিম্নমানের নির্মাণ কাজঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬টি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে কেন্দ্রগুলোর নির্মাণ কাজের মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও খুলনা ও সিরাজগঞ্জ কেন্দ্র দুটির নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া নির্মাণ কাজ সমাপ্তির সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে উক্ত কেন্দ্র দুটির ফ্লোর ও দেয়ালের প্লাষ্টার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

১২.৬ <u>ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীরঃ</u> প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ অংগে মাওয়া কেন্দ্র ব্যতীত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করা হলেও নির্মিত ১৩টি কেন্দ্রের মধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ অসম্পন্ন রয়েছে। ডিপিপিতে এ দুটি অংগের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারণ না করায় উক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কেন্দ্রগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নিরাপত্তা সংবেদশীল বিধায় এগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা প্রয়োজন।

১৩.০ **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৩.১ বাংলাদেশের মত দূর্যোগপূর্ণ এলাকার জন্য সময়মত দ্রুত আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই অতিসত্বর প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহপূর্বক এ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা সমীচীন হবে। যাতে জানমাল রক্ষার জন্য দ্রুত আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হয়।

১৩.২ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত যেসমস্ত কেন্দ্রে অদ্যাবধি বিদ্যুৎ সংযোগ ও বৈদ্যুতিক ফিটিংস এর কাজ অসম্পন্ন রয়েছে তা জরুরীভিত্তিতে সম্পন্ন করত: এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

১৩.৩ নির্মিত কেন্দ্রগুলোর মধ্যে যে সমস্ত কেন্দ্র প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এবং যাতায়াত কষ্টসাধ্য সেগুলোতে প্রয়োজনীয় আবাসিক ভবন/ডরমেটরি ভবন/আইবি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৩.৪ যে সমস্ত কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক নয় এবং ফ্লোর ও দেয়ালের প্লাষ্টার নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে মেরামত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় মেরামত সাপেক্ষে নির্মিত ভবনগুলো দ্রুত হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শন অনুচ্ছেদ (৭.৫)-এ যে সমস্ত পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩.৫ নির্মিত যে সমস্ত কেন্দ্রে ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উক্ত কার্যক্রম সমাপ্তকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৩.৬। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো হতে সর্বোত্তম উপযোগিতা পেতে সময়ে সময়ে মেরামত ও সংস্কারের প্রয়োজন হয়। তাই বাজেটে মেরামত ও সংস্কার এবং আনুষঙ্গিক খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

১৩.৭ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যাবলী পূর্বের থেকে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বাস্তবায়িত প্রকল্প হতে সর্বোচ্চ উপযোগীতা পেতে তাদের পরিকল্পনা কোষকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে যথাসময়ে ও যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

পরিশিষ্ট-‘ক’

কেন্দ্র অনুযায়ী অগ্রগতি

কেন্দ্রের নামঃ আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (অঙ্গের%)	বাস্তব(অঙ্গের %)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	মৃত্তিকা পরীক্ষা	থোক	০.৫৮	--	০.৫৮(১০০%)	--
২।	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১২.২৮	--	১২.২৮(১০০%)	--
৩।	অফিস ভবন (অভ্যন্তরিন বিদ্যুৎ ও পয়ঃপ্রণালীসহ)	বঃফুট	৩৪.০৩	১৬৬০.৬৬	৩৪.০৩(১০০%)	১৬৬০.৬৬(১০০ %)
৪।	সীমানা প্রাচীর	মিটার	৩৪.৪৯	৩৯৭.১৩	৩৪.৪৯ (১০০%)	৩৯৭.১৩(১০০%)
৫।	অভ্যন্তরীন রাস্তা	বঃমিঃ	০.৬৫	১১৯.১০	০.৬৫(১০০%)	১১৯.১০(১০০%)
৬।	বহিঃবিদ্যুতায়ন	থোক	২.৫৭	--	২.৫৭(১০০%)	--
৭।	বহিঃ পানি সরবরাহ	থোক	৩.৪৬	--	৩.৪৬(১০০%)	--
৮।	যন্ত্রপাতি এনক্লোজার	বঃমিঃ	১.৪৩	২২২.৯৬	১.৪৩(১০০%)	২২২.৯৬(১০০%)
৯।	গেইট	থোক	০.৫০	--	০.৫০(১০০%)	--
১০।	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	থোক	০.৮৪	--	০.৮৪(১০০%)	--
	মোট=		৯০.৮৩	--	৯০.৮৩(১০০%)	--

***কেন্দ্রটির জন্য ৪১.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।**

কেন্দ্রের নামঃ মাওয়া (মুন্সিগঞ্জ)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	**অঙ্গের নাম**	**একক**	**পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন**		**বাস্তবায়ন অগ্রগতি**	
			আর্থিক	**বাস্তব**	**আর্থিক (অঙ্গের%)**	**বাস্তব (অঙ্গের %)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**
১।	মৃত্তিকা পরীক্ষা	থোক	০.৪৯	--	০	--
২।	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	--	--	--	--
৩।	অফিস ভবন (অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ ও পয়ঃপ্রণালীসহ)	বঃফুট	৩৮.৬৮	--	৩৩.৮৮ (৮১%)	১০০%
৪।	বহিঃ পানি সরবরাহ	মিটার	৩.২৫	--		
৫।	বহিঃবিদ্যুতায়ন	বঃমিঃ	৪.৫০	--	২.০০ (৪৪%)	১০০%
৬।	অভ্যন্তরীন রাস্তা	থোক	১.৪২	--	৩.৭৬ (৯৮%)	১০০%
৭।	যন্ত্রপাতি এনক্লোজার	থোক	২.৪২	--		
৮।	সীমানা প্রাচীর	বঃমিঃ	১৮.০০	--	১৫.৭২(৮৭%)	৫০%
৯।	গেইট	বঃমিঃ	--	--	--	--
১০।	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	থোক	--	--	--	--
	মোট=		**৬৮.৭৬**	--	**৫৫.৩৬ (৮১%)**	--

কেন্দ্রের নামঃ আরিচা (মানিকগঞ্জ)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (অঙ্গের%)	বাস্তব(অঙ্গের %)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	মৃত্তিকা পরীক্ষা	থোক	০.৬৩	--	০.৬৩ (১০০%)	১০০%
২।	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	৫.২৩	--	৫.২৩(১০০%)	১০০%
৩।	অফিস ভবন (অভ্যন্তরিন বিদ্যুৎ ও পয়ঃপ্রণালীসহ)	বঃফুট	২৭.৮৮	--	২৭.৬২ (৯৯%)	১০০%
৪।	সীমানা প্রাচীর	মিটার	১৬.১৯	--	১৬.১৯(১০০%)	১০০%
৫।	অভ্যন্তরীন রাস্তা	বঃমিঃ	০.৫৮	--	০.৫৮(১০০%)	১০০%
৬।	বহিঃবিদ্যুতায়ন	থোক	৪.০০	--	৪.০০ (১০০%)	১০০%
৭।	বহিঃ পানি সরবরাহ	থোক	৬.১৯	--	৬.১৯(১০০%)	১০০%
৮।	যন্ত্রপাতি এনক্লোজার	বঃমিঃ	১.৯৯	--	১.৯৯ (১০০%)	১০০%
৯।	গেইট	বঃমিঃ	০.৫৯	--	০.৫৯ (১০০%)	১০০%
১০।	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	থোক	০.৬০	--	০.০০	--
	মোট=		**৬৩.৮৮**	--	**৬২.৯৬(৯৯%)**	--

কেন্দ্রের নামঃ বাগাবাড়ি (সিরাজগঞ্জ)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (অঙ্গের%)	বাস্তব(অঙ্গের %)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	মৃত্তিকা পরীক্ষা	থোক	১.৫১	--	১.৩২ (৮৭%)	(১০০%)
২।	ভূমি উন্নয়ন					
৩।	অফিস ভবন (অভ্যন্তরিন বিদ্যুৎ ও পয়ঃপ্রণালীসহ)	বঃফুট	২৬.৮০	--	২৬.৮০ (১০০%)	(১০০%)
৪।	বহিঃ পানি সরবরাহ		০০	--	০০	--
৫।	বহিঃবিদ্যুতায়ন	থোক	০.৯৮	--	০.৯৮ (১০০%)	(১০০%)
৬।	অভ্যন্তরীন রাস্তা		১.০১		২.৬৭ (১০০%)	(১০০%)
৭।	যন্ত্রপাতি এনক্লোজার		১.৬৬	--		
৮।	সীমানা প্রাচীর	মিটার	৫.১৯	--	৫.৬৩ (৯৮%)	(১০০%)
৯।	গেইট		০.৫৬	--		
১০।	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	থোক	০০		০০	--
	মোট=		**৩৭.৭১**	--	**৩৭.৪০(৯৯%)**	--

কেন্দ্রের নামঃ কয়রা (খুলনা)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (অঙ্গের%)	বাস্তব(অঙ্গের %)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	মৃত্তিকা পরীক্ষা	থোক	০.৮৬	--	৮.৬৭(১০০%)	১০০%
২।	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃ মিঃ	৭.৮১			
৩।	অফিস ভবন (অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ ও পয়ঃপ্রণালীসহ)	বঃফুট	৫৪.৫০	--	৫৭.৩২ (১০০%)	১০০%
৪।	বহিঃ পানি সরবরাহ	থোক	২.৮২	--		
৫।	বহিঃবিদ্যুতায়ন	থোক	২.৮৪	--	২.৮৪ (১০০%)	১০০%
৫।	অভ্যন্তরীন রাস্তা	বঃ মিঃ	৪.৩৪		৬.৩৪ (১০০%)	১০০%
৮।	যন্ত্রপাতি এনক্লোজার	বঃ মিঃ	২.০০	--		
৬।	সীমানা প্রাচীর	মিটার	১০.১৮	--	১০.১৩(১০০%)	৯৮%
৯।	গেইট	বঃ মিঃ	২.১৫	--		
১০।	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	থোক	১.০০		০	--
	মোট=		**৮৮.৫০**	--	**৮৫.২৯ (৯৬%)**	--

***কেন্দ্রটির জন্য ৭.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।**

কেন্দ্রের নামঃ মনপুরা (ভোলা)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (অঙ্গের%)	বাস্তব (অঙ্গের %)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	মৃত্তিকা পরীক্ষা	থোক	০.৭০	--	০.৭০ (১০০%)	১০০%
২।	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	৮.৮৪	--	৮.৮৪ (১০০%)	১০০%
৩।	বহিঃবিদ্যুতায়ন	বঃমিঃ	২৬.৫৯	--	২৬.৫৯ (১০০%)	১০০%
৪।	অভ্যন্তরীন রাস্তা	থোক	১.১২	--	২.৭৬ (৯৪%)	১০০%
৫।	যন্ত্রপাতি এনক্লোজার	থোক	১.৮১			
৬।	সীমানা প্রাচীর	বঃমিঃ	২৩.৭৭	--	২৩.৭৩ (১০০%)	১০০%
৭।	গেইট	বঃমিঃ	০.২৫	--	০.২৫ ((১০০%)	১০০%
৮।	অফিস ভবন (অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ ও পয়ঃপ্রণালীসহ)	বঃফুট	৪২.০৮	--	৪২.০৮ (১০০%)	১০০%
৯।	বহিঃ পানি সরবরাহ	মিটার	১.১৩	--	১.১৩ (১০০%)	১০০%
১০।	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	থোক	০.৯১	--	০.৯১ (১০০%)	--
	মোট=		**১০৭.২০**	--	**১০৬.৯৯ (১০০%)**	--

***কেন্দ্রটির জন্য ০.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদননের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মোট ১২ টি প্রকল্পের মধ্যে (০৯ টি বিনিয়োগ ও ০৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প) ০১ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

সমাপ্ত প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত ব্যয় ও মেয়াদের মধ্যেই বাস্তবায়ন হয়েছে।

৩। **ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রযোজ্য নয়।

৪। **সমাপ্ত প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের পরিমান ও ধরন/প্রকৃতিঃ**

সমাপ্ত প্রকল্পটির মধ্যে অনুমোদিত টিপিপি সংস্থান মোতাবেক উল্লেখযোগ্য কোন কার্য অসমাপ্ত নেই।

৫। **প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
৫.১ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীতে প্রতিফলিত করা হলেও প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত কোন তথ্যাদি সংশ্লিষ্টদের অবগত করা হয়নি। তাছাড়া প্রকল্প অগ্রগতি সম্পর্কিত কোন তথ্য না থাকায় মন্ত্রণালয় প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণ করতে সমর্থ হয়নি।	৫.১ প্রকল্পটি যেহেতু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিফলিত করা হয়েছে সেহেতু প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা সমীচীন ছিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের সময় অগ্রগতির তথ্যাদি সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।

Emergency School Feeding Activity in SIDR Affected Areas
(সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১.০।	প্রকল্পের অবস্থানঃ	:	২০০৭ সালের 'সিডর' বিধ্বস্ত বাগেরহাট জেলার রামপাল, মোড়লগঞ্জ, শরণখোলা ও মংলা উপজেলা এবং বরগুনা জেলার পাথরঘাটা, আমতলী, বরগুনা সদর, বামনা ও বেতাগী উপজেলা।
২.০।	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী, বাংলাদেশ
৩.০।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪.০।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ১০০৬.০০ জিওবিঃ ০.০০ প্রঃসাঃ ১০০৬.০০	মোটঃ -- জিওবিঃ -- প্রঃসাঃ --	মোটঃ ১০০৬.০০ জিওবিঃ ০.০০ প্রঃসাঃ ১০০৬.০০	নভেম্বর, ২০০৮ হতে অক্টোবর, ২০০৯	--	নভেম্বর,০৮ হতে অক্টোবর,০৯	--	--

৫.০। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন :</u>**

প্রকল্পটি সিডর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাগেরহাট ও বরগুনা জেলা ১০টি উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে Fortified বিস্কুট সরবরাহ করার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়। স্কুল ফিডিং কার্যক্রম প্রকল্পটির একমাত্র অংগ। আইএমইডি হতে পিসিআর প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পত্র মারফত জানিয়েছে যে, ব্যতিক্রমধর্মী এ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি সিডর পরবর্তী সময়ে জরুরীভিত্তিতে ERD তথা বাংলাদেশ সরকার এবং USDA এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক WFP কর্তৃক বাস্তবায়ন হওয়ায় এবং চুক্তি অনুযায়ী এ প্রকল্পের কোন হিসাব WFP কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হয়নি। বিধায় এ কর্মসূচীর সমাপ্তি প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণের প্রয়োজন নাই।

৬.০। **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u>** প্রযোজ্য নয়।

৭.০। **<u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>**

৭.১। <u>পটভূমি :</u> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৯ সালের কৃষি আইনের ৪১৬(বি) (পূর্বতন পিএল ৪৮০) এর আওতায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে মোট ৬(ছয়) লক্ষ মেট্রিক টন গম অনুদান সংক্রান্ত একটি চুক্তি ১৯৯৮ সালে স্বাক্ষরিত হয় যা সর্বশেষ ১৯৯৯ সালে সংশোধিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী চুক্তির আওতায় প্রাপ্য গমের একাংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ (Monetization) বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংকে জমা থাকে যা উভয় সরকারের সম্মতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচীতে ব্যয় করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বিষয়টি ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জুন, ২০০৮ তারিখে বর্ণিত একাউন্টে প্রায় সাড়ে ২৩ কোটি টাকা জমা ছিল। উক্ত অর্থ হতে USDA- এর নির্দেশনা মোতাবেক Emergency School Feeding Activities in SIDR Affected Areas কর্মসূচীতে ১০ কোটি ৬ লক্ষ টাকা অর্থায়ন করা হয় এবং USDA একটি Project Implementation Letter (PIL) প্রেরণ করে। উক্ত অর্থ দ্বারা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ২০০৭ সালের জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ে (সিডর) ক্ষতিগ্রস্ত বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপুষ্টির হার প্রতিরোধ এবং বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির লক্ষ্যে এ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটির প্রস্তাব করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যপণ্য কর্মসূচীর আওতায় World Food Program, Bangladesh` -এর সহায়তায় এ কারিগরী সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির আওতায় বাগেরহাট ও বরগুনা

জেলার সিডর ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাসমূহের প্রাইমারী স্কুলগামী ৭৭ হাজার শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ৭৫ গ্রাম হারে মোট ১০৪২ মে. টন Fortified বিস্কুট সরবরাহ করার লক্ষ্যে গ্রহণ হয়।

৭.২। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হতে উৎসাহিত করা।

(খ) অতীতে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে সৃষ্ট অপুষ্টির হার প্রতিরোধ করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায় :** প্রকল্পটির টিপিপির উপর বিগত ০৩-১১-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাক-একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে টিপিপি পুনর্গঠিত করা হয়। অত:পর প্রকল্পটি মোট ১০০৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ প্রকল্প সাহায্য) প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর,২০০৮ হতে অক্টোবর,২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। যার প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয় ২৬-১১-২০০৮ তারিখে।

৭.৪। **প্রকল্পের কার্যক্রম :** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো সিডর বিধ্বস্ত ১০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফরটিফাইড বিস্কুট সরবরাহ করা।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি মূলত ডব্লিউএফপি বাস্তবায়ন করে। বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এই কার্যক্রম প্রতিফলিত করার প্রয়োজনে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচী পরিচালনার সুবিধার্থে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয় এবং প্রকল্প পরিচালক (এক্স-অফিসিও) প্রদর্শনপূর্বক প্রকল্প অনুমোদনের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করা হয়।

৮.০। <u>প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u>

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১০০৬.০০ লক্ষ টাকা (৯৪.৯২%)। প্রকল্পটির সমুদয় অর্থ এককালীন ডব্লিউএফপি র ব্যাংক হিসেবে স্থানান্তর করা হয়।

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো সিডর বিধ্বস্ত ১০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফরটিফাইড বিস্কুট সরবরাহ করা। এখাতে বরাদ্দ ছিল ১০০৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে সম্পূর্ণ টাকাই ব্যয় করা হয়েছে বলে জানা যায়।

৯.০। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হতে উৎসাহিত করা। (খ) অতীতে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে সৃষ্ট অপুষ্টির হার প্রতিরোধ করা।	(ক) দুটি জেলার ১০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফরটিফাইড বিস্কুট সরবরাহ করা হয়েছে।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ</u> **প্রযোজ্য নয়।**

১১.০। <u>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>

১১.১। **<u>প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ</u>** প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীতে প্রতিফলিত করা হলেও প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত কোন তথ্যাদি সংশ্লিষ্টদের অবগত করা হয়নি। তাছাড়া প্রকল্প অগ্রগতি সম্পর্কিত কোন তথ্য না থাকায় মন্ত্রণালয় প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণ করতে সমর্থ হয়নি।

১২.০। **<u>সুপারিশ</u> :**

১২.১। প্রকল্পটি যেহেতু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিফলিত করা হয়েছে সেহেতু প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা সমীচীন ছিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের সময় অগ্রগতির তথ্যাদি সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদননের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১।	সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	:	৩টি
২।	সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল	:	সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ১টি প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয় থেকে ১২.৪৩% অতিক্রম করেছে। সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল মূল বাস্তবায়নকাল থেকে ৫০% - ১৫০% পর্যন্ত অতিক্রম করেছে।
৩।	সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ	:	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হলো (ক) টাকার সাথে ইউরোর বিনিময় হার বৃদ্ধি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ হলো (ক) প্রকল্প সংশোধনের জন্য বাস্তবায়ন সংস্থার উদ্যোগ গ্রহনে বিলম্ব
৪।	সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ	:	

	সমস্যা	সুপারিশ
৪.১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিঘ্নহীনভাবে (Uninterruptedly) চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত জনবলের চাকুরীর অনিশ্চয়তা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিঘ্নহীনভাবে (Uninterruptedly) চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত জনবলের চাকুরী স্থায়ী করার জন্য যথাসময়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৪.২	কোন কোন উন্নয়ন সহযোগীর অনুমোদিত প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থার সাথে পরামর্শ না করা	প্রকল্পে অমন্তঃখাত সমন্বয়ের বিষয়ে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়ন সংস্থা উন্নয়ন সহযোগীদের প্রণোদিত আন্ত:খাত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

Strengthening NITTRAD's and TSMU's Capability for Development of Textile Sector-2nd Revised
(সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থানঃ : নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২৫৯.০০ (১০৪১.৭০)	১৪৯০.১১ (১২৩৮.৮০)	১৪১৫.৫৩ (১১৬৪.১২)	অক্টোবর ২০০৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০০৮ (৩ বছর)	* জানুয়ারী ২০০৬ হতে জুন ২০১০ (৪ বছর ৬ মাস)	জানুয়ারী ২০০৬ হতে জুন ২০১০	১৫৬.৫৩ (১২.৪৩%)	১ বছর ৬ মাস (৫০%)

* ২য় সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সংশোধন করে জানুযারী ২০০৬ - জুন ২০১০ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>** বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক (জিওবি-ইনকাইন্ড)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%) (জিওবি-ইনকাইন্ড)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
এ	NITTRAD (National Institute of Textile Training Research and Design)					
১	আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ	জনমাস	৫৩.৯	৬৯৫.২০ (--)	৪৩.১৫ (৮০.০৫ %)	৬১২.৭৫ (৮৮.১৪%) (--)
২	স্থানীয় বিশেষজ্ঞ	জনমাস	৮১.১০	৮৯.৩২ (--)	৭১.৬০ (৮৮.২৯ %)	৮১.৬৪ (৯১.৪০%) (--)
৩	সহযোগী জনবল	জনমাস	৭৪.৭৫	৩৫.৩৮ (৭.১১)	৭৪.৭৫ (১০০%)	৩৫.৩৩ (৯৯.৯৭%) (৭.২১)
৪	প্রশিক্ষক (NITTRAD)	জনমাস	১১০.০০	৫৮.৫০ (৫৮.৫০)	১১০ (১০০%)	৫৮.৫০ (১০০%) (৫৮.৫০)

৫	ষ্টাডি ট্যুর, ট্রেনিং এন্ড ফেলোশীপ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার	--	--	১৩০.১৩ (--)	--	১৩৬.৫২ (১০৪.৯১%) (--)
৬	অপারেটিং কষ্ট	--	--	২২৩.২৯ (৯৭.০৯)	--	২৪২.৫১ (১০৮.১৬%) (৯৭.০৯)
	উপ-মোটঃ (NITTRAD)	--	--	১২৩১.৪২ (১৬২.৭০)	--	১১৬৭.২৫ (--) (১৬২.৮০)
we	TSMU (Textile Strategic Management Unit)					
৭	বেতন ভাতা	জনমাস	২০৪	৪১.২৪ (--)	২০৪ (১০০%)	৪০.০৪ (৯৭.০৯%) (--)
৮	সরবরাহ ও সেবা (ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং ইকুইপমেন্ট, বই, কম্পিউটার ইত্যাদি)	--	--	২১৭.০৫ (৮৮.৬১)	--	২০৮.২৪ (৯৫.৯৪%) (৮৮.৫১)
	উপ-মোটঃ TSMU	--	--	২৫৮.২৯ (৮৮.৬১)	--	২৪৮.২৮ (--) (৮৮.৫১)
	সর্বমোটঃ	--	--	১৪৯০.১১ (২৫১.৩১)	--	১৪১৫.৫৩ (৯৪.৯৯%) (২৫১.৩১)

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **উদ্দেশ্যঃ**

ক) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের বস্ত্র পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে কারিগরি ও বিপণন প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য National Institute of Textile Training, Research and Design (NITTRAD) কে শক্তিশালীকরণ;

খ) বস্ত্র শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/সমিতিসমূহের কর্মকর্তা/সদস্যদের সমন্বয়ে নিট্রেড এর গভর্ণিং কমিটি পুণর্গঠন করে বেসরকারি খাতকে বস্ত্র শিল্পের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সম্পৃক্তকরণ এবং

গ) বস্ত্র শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ, মেযম- নতুন পুঁজি বিনিয়োগ, শুল্ক ও করের ক্রমাগত পুণর্বিন্যাস, এমএফএ পরবর্তি সময়ে বস্ত্র শিল্পের উপর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে টিএসএমইউ কর্তৃক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি খাতকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৭.২। **পটভূমিঃ** দেশের বস্ত্র শিল্প বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। এরমধ্যে অগ্র-পশ্চাত শিল্পের অপ্রতুলতা, বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিম্নমান ও নিম্ন উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন ক্ষমতার নিম্ন ব্যবহার,সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দক্ষ জনশক্তির অপ্রতুলতা, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার স্বল্পতা, আধুনিক বস্ত্র নকশা ও ফ্যাশন ডিজাইনে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসকল কারণে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বস্ত্র পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কষ্টসাধ্য। এ সমস্যাসমূহ ছাড়াও দক্ষ জনশক্তির স্বল্পতা, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতা এবং বস্ত্র প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের স্বল্পতার কারণে ক্রমবর্ধমান বস্ত্র শিল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরী হচ্ছে না। ফলে দক্ষ জনশক্তির অভাবে বস্ত্র শিল্পের উৎপাদনশীলতা, গুণগতমান ও মূল্যের দিক থেকে পিছিয়ে থাকায় স্থানীয় বস্ত্র পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ''জাতীয় বস্ত্র নকশা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র এবং টেক্সটাইল স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (টিএসএমইউ) এবং শক্তিশালীকরণের জন্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ** গত ০৭/০৯/২০০৫ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। মূল প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল অক্টোবর ২০০৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৮ এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১২৫৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ইনকাইন্ড ২৭০.০০ লক্ষ টাকা)। বাংলাদেশী মুদ্রার (টাকা) সাথে বৈদেশিক মুদ্রার (ইউরো) বিনিময় হার বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হওয়ায় গত ১৯/০১/২০০৯ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন বিষয়ক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। ১ম সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল অক্টোবর ২০০৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৪৬৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ইনকাইন্ড ২৫১.৩১ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পটি Bangladesh Quality Support Program (BQSP) এর একটি অংশ প্রকল্প। ইছঝচ বিষয়ে ইআরডি ও ইইউ/ইউনিডোর মধ্যে ১৬/১১/২০০৯ তারিখে পুনরায় ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করে চুক্তির সময়সীমা ৩০ শে জুন ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। একই সাথে প্রকল্পে আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রয়োজন হওয়ায় ২য় সংশোধিত প্রকল্প গত ২৪/০৩/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল নির্ধারিত হয় জানুয়ারী ২০০৬ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৯০.১১ লক্ষ টাকা (জিওবি ইনকাইন্ড ২৫১.৩১ লক্ষ টাকা)।

৮। **প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণঃ**

(ক) গত ৩১/০৮/২০১০ তারিখে সাভারের নয়ারহাটে প্রকল্প এলাকা NITTRAD পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে NITTRAD এর অধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের TSMU'র শিল্প অর্থনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের সব ভৌত কাজ অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ট্রেনিং, টেস্টিং ও অফিস ইকুইপমেন্টস, পণ্য, সেবা United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) এর অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ জানান।

(খ) প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয় ১৪৯০.১১ লক্ষ টাকার (জিওবি ইনকাইন্ড ২৫১.৩১ লক্ষ টাকা) মধ্যে ১৪১৫.৫৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ইনকাইন্ড ২৫১.৩১ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৯৯% । নির্ধারিত সব ভৌত কাজ অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%।

(গ) **প্রকল্প পরিচালকঃ**

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
১।	জনাব আবুল হোসাইন যুগ্ম-সচিব (নীতি), বপাম	-	√	হ্যাঁ	৮/৫/০৬	২১/৬/০৭	
২।	জনাব ফজলুল হক, যুগ্ম-সচিব (নীতি), বপাম	-	√	হ্যাঁ	২/১১/০৬	১৪/১২/০৮	
৩।	জনাব মোঃ ইমদাদুল হক, যুগ্ম-সচিব (নীতি) , বপাম	-	√	হ্যাঁ	১০/২/০৯	জুন ২০১০	প্রকল্পটি জুন ২০১০ এ সমাপ্ত

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের বস্ত্র পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে কারিগরি ও বিপণন প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য National Institute of Textile Training, Research and Design (NITTRAD) কে শক্তিশালীকরণ	ক) দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক Needs assessment survey জুলাই ২০০৬ এ সম্পন্ন হয়েছে। সে অনুযায়ী চলতি Strengthening NITTRAD, Textile Colleges and TSMU for Development of Textile Sector প্রকল্পে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও NITTRAD কে শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
খ) বস্ত্র শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/সমিতিসমূহের কর্মকর্তা/সদস্যদের সমন্বয়ে	খ) NITTRAD পরিচালনার জন্য ২১/০৪/২০০৯ তারিখে গভর্ণিং বডি গঠিত হয়। গভর্ণিং বডির পক্ষ থেকে

নিট্রেড এর গভর্ণিং কমিটি পুণর্গঠন করে বেসরকারি খাতকে বস্ত্র শিল্পের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সম্পৃক্তকরণ।	NITTRAD এর Operational Management এর দায়িত্ব গত ০৬/০৫/২০০৯ তারিখে BTMA এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।
গ) বস্ত্র শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ, যেমন- নতুন পুঁজি বিনিয়োগ, শুল্ক ও করের ক্রমাগত পুণর্বিন্যাস, এমএফএ পরবর্তী সময়ে বস্ত্র শিল্পের উপর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে টিএসএমইউ কর্তৃক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি খাতকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।	গ) TSMU বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি খাতকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

১০। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

(ক) এ প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী ইইউ/ইউনিডো অনুমোদিত প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থার সাথে পরামর্শ করেননি বলে জানা যায়। এ অবস্থায় প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া ও প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়। প্রকল্প অনুমোদন/বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তাবায়ন সংস্থার প্রতিনিধি উন্নয়ন সহযোগীদের উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন শৃংখলার বিষয়ে প্রণোদিত করলে আন্তঃ খাত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনে জটিলতা দূর হয়।

(খ) NITTRAD এর Operational Management নতুন গভর্ণিং বডির কাছে হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের টেক্সটাইল কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি।

১১। **সুপারিশঃ**

(ক) প্রকল্পে আন্তঃখাত সমন্বয়ের বিষয়ে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থা উন্নয়ন সহযোগীদের প্রণোদিত করে আন্তঃখাত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনে জটিলতা দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনে সচেষ্ট থাকবেন।

(খ) বস্ত্র খাতের টেকসই উন্নয়ন এবং এর মান (Standards) উন্নয়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নকশা উন্নয়ন তাঁত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন (সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সিলেট সদর, সিলেট ।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩১৯.৫৪ (-)	৩১৬.৭৭ (-)	২৯০.১৫* (-)	জুলাই,২০০৭ হতে জুন,২০০৯	জুলাই,২০০৭ হতে জুন,২০১০	মে,২০০৮ হতে জুন,২০১০	-	৫০%

* অব্যয়িত অর্থ বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ভূমি	একর	৪.০০	০.২১	৪.০০	০.২১
২	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	০.৩৯	-	-	-
৩	পূর্ত কাজ	বঃমিঃ	১৭১.৬৮	২৩২.৩৪২	১৭১.৬১ (৯৯.৯৫%)	২৩২.৩৪২ (১০০%)
৪	ফার্ণিচার এবং অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৪.৯৩	১৩৯	৪.৯৩ (১০০%)	১৩৯ (১০০%)
৫	যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	০.১৬	৬৩	০.১৬ (১০০%)	৬৩ (১০০%)
৬	জনবলের বেতনভাতা	জন	১৯.৮৩	১১	১৮.৯১ (৯৫.৩৬%)	১১ (১০০%)
৭	প্রশিক্ষণ ভাতা	জন	৪৯.৮০	৬০০	৩৮.৩৯(৭৭.০৮)	৬০০(১০০%)
৮	প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি খরচ	থোক	৩.০০	-	১.৬০	-
৯	অফিস ভাড়া	মাস	৪.৯৪	২২	৪.১৯ (৮৪.৮২%)	২২ (১০০%)
১০	বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র	সংখ্যা	৩০.০০	১	২০.০০(৬৬.৬৭%)	১ (১০০%)
১১	পরিচালন মূলধন	-	১০.০০	-	১০.০০(১০০%)	-
১২	টিএ/ডিএ	-	৩.০০	-	১.৩২(৪৪%)	-
১৩	অন্যান্য	-	১৫.০৪	-	১৫.০৪ (১০০%)	-
	মোট		৩১৬.১৭		২৯০.১৫(৯১.৭৭%)	-

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

ক) সিলেটের মনিপুরী তাঁতীদের উন্নত বয়ন প্রযুক্তি, নকশা ও রংকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন ;

(খ) তাঁতীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সিলেট শহরে একটি প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও

(গ) তৈরীকৃত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন।

৭.২। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** তাঁত শুমারী, ২০০৩ অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান কোমর তাঁতের সংখ্যা ১,৪২,০০০টি। কোমর তাঁতে সাধারণতঃ উপজাতীয় মহিলারা কাজ করে থাকেন। সিলেট, মৌলভীবাজার এবং রাঙ্গামাটিতে বেশীর ভাগ উপজাতির বাস। সিলেটের মনিপুরী তাঁতীরা কোমর তাঁতে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের উন্নতমানের বস্ত্র তৈরী করে থাকে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, তাঁতের কাজ জানা উপজাতীয় মহিলাদের বিয়ের পূর্ব শর্ত। ফলে সমস্ত উপজাতি মহিলাদেরই কোমর তাঁতে কাজ করতে হয়। কোমর তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। তাছাড়া, উন্নত বয়ন প্রণালী, নকশা এবং রংকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে উপজাতীয় মহিলাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় তাদের উৎপাদিত বস্ত্রের গুনগতমান আশানুরূপ নয়। উপজাতীয় মহিলাদের উন্নত বয়ন, নকশা এবং রংকরণ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে তাদের দ্বারা মানসম্মত বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়া, উপজাতীয় তাঁতীদের উৎপাদিত বস্ত্র দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করতে পারছে না। ফলশ্রুতিতে তারা আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল জীবনযাপন করছে। এ প্রেক্ষাপটে সিলেটে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, বয়ন প্রযুক্তি, নকশা, রংকরণ বিষয়ে তাঁতীদের প্রশিক্ষণ এবং তাঁতীদের উৎপাদিত বস্ত্র বিপণনের সুবিধার্থে একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ** বিগত ১৪/০৮/২০০৭ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা মূল প্রকল্প অনুমোদন করেন। মূল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৯.৫৪ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০০৯ পর্যন্ত। জমি অধিগ্রহনে জটিলতা, প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন এবং প্রশিক্ষনার্থী হ্রাসের কারণে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প গত ১৭/১১/২০০৯ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদন করেন। সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত।

৭.৪। **প্রকল্প পরিচালকঃ**

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
১।	এস. মোস্তফা কামাল প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা	-	অতিঃ দায়িত্ব	হ্যাঁ	২৭/১২/০৭	-	-

৮। **প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণঃ**

(ক) গত ২৭-২৮/১১/২০১০ তারিখে প্রকল্প এলাকা সিলেটের খাদিমনগর পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে তাঁত বোর্ডের উপ-প্রধান (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন), নির্বাহী প্রকৌশলী ও পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের সব ভৌত কাজ অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য, নির্মাণ কাজ পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয় ৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৯০.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৭৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। অব্যয়িত অর্থ বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) সিলেটের মনিপুরী তাঁতীদের উন্নত বয়ন প্রযুক্তি, নকশা ও রংকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন	ক) ৬০০ জন তাঁতীকে বয়ন প্রযুক্তি, নকশা ও রংকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সিলেটের বিসিক শিল্প নগরীতে একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।
(খ) তাঁতীদের উৎপাদিত বস্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে	খ) সিলেট শহরের জিন্দাবাজারস্থ ওয়েস্টজোন শপিং সিটিতে

বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সিলেট শহরে একটি প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন	একটি প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
(গ) তৈরীকৃত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন	গ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁতীগণ তাদের তৈরীকৃত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছেন।

১০। **বাস্তবায়ন/বিদ্যমান সমস্যাঃ**

(ক) **জনবলঃ** প্রকল্পের আওতায় মোট ১১ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এরমধ্যে ২ জন ইন্সট্রাক্টর (১জন উইভিং ও ডাইং ইন্সট্রাক্টর এবং ১ জন ডিজাইন ইন্সট্রাক্টর), ১ জন দক্ষ তাঁতী, ১ জন কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন ডাইয়ার, ১ জন হেলপার, ১ জন হিসাব সহকারী, ১জন এমএলএসএস ও ৩ জন নিরাপত্তা প্রহরী। ইন্সট্রাক্টর, দক্ষ তাঁতী, ডাইয়ার কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত। অন্যান্য কর্মচারী প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিঘ্নহীনভাবে (Uninterruptedly) চালিয়ে নেয়ার জন্য নিয়োগকৃত জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

(খ) **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুকরণঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ভাড়া বাড়ীতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু ছিল। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ আছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুনরায় চালু করা প্রয়োজন।

(গ) **গেষ্ট রুম/মিটিং রুমের আসবাবপত্রঃ** প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩২.৩৪২ বঃ মিঃ আয়তনের ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৬৪.৩৩ বঃ মিঃ আয়তনের ২টি রুমকে গেষ্টরুম ও মিটিং রুম হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়। এ রুম ২টির জন্য আসবাবপত্রের সংস্থান অনুমোদিত ডিপিপিতে ছিল না। রাজস্ব বাজেট থেকে রুম ২টির জন্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হলে রুমগুলো ব্যবহার উপযোগী হবে।

(ঘ) **পানি ও গ্যাস সংযোগঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে স্থাপিত টিউবওয়েল থেকে বর্তমানে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং এ পানি পুরোপুরি ব্যবহার উপযোগী নয়। বিসিক শিল্প নগরীর বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থেকেও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এ বিবেচনায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ইন্সট্রাকটরদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সেখানে কোন গ্যাস সংযোগ নেই। এ অবস্থায় উক্ত ইন্সটিটিউটে গ্যাস সংযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(ঙ) **ক্লিনারঃ** প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে। ২৩২.৩৪২ বঃ মিটার আয়তনের ৩ তলা দালান পরিস্কার রাখার জন্য প্রকল্পে কোন ক্লিনার পদের সংস্থান রাখা হয়নি। ইন্সটিটিউট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার স্বার্থে একটি ক্লিনার পদ সৃষ্টি করে ঐ পদে লোক নিয়োগ করা যেতে পারে।

(চ) **নিরাপত্তা গেট ও গার্ড রুম নির্মাণঃ** ইন্সটিটিউটের নিরাপত্তা গেট আরো মজবুত ও দৃষ্টি নন্দন করা এবং গার্ড রুম নির্মাণ করা প্রয়োজন।

১১। **সুপারিশঃ**

(ক) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিঘ্নহীনভাবে (Uninterruptedly) চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ১১ জন লোকবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) গেষ্টরুম ও মিটিং রুমের জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে রুমগুলো ব্যবহার উপযোগী করা প্রয়োজন।

(গ) প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করে পানি সরবরাহ ও গ্যাস সংযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(ঘ) প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের জন্য একটি ক্লিনার পদ সৃষ্টি করে ঐ পদে লোক নিয়োগ করা যেতে পারে।

(ঙ) ইন্সটিটিউটের নিরাপত্তা গেট আরো মজবুত ও দৃষ্টি নন্দন করণ এবং গার্ড রুম নির্মাণ করা যেতে পারে।

Small Scale Entrepreneurship Development in Diversified Jute Products (2nd revised)
(সমাপ্তঃ জুন,২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ১৪৫ মনিপুরী পাড়া, আইজেএসজি ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯২৪.৮৭	১২৭২.৮২ (জেডিপিসি অংশ ২৩৪.৬০, ডিপিএ ১০৩৮.২২)	১১২৯.৬৯ (জেডিপিসি অংশ ২৩৪.৬০, ডিপিএ ৮৯৫.০৯) *	জুলাই,০৩ হতে জুন,০৬ (৩ বছর)	জুলাই,০৩ হতে ডিসেম্বর,১০ (৭বছর ৬ মাস)	জুলাই,০৩ হতে ডিসেম্বর,১০ (৭বছর ৬ মাস)	-	৪ বছর ৬ মাস (১৫০%)

* ডিপিএ বেসিক ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মসূচিতে ব্যয়িত হয়েছে।

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন	জন	১৪	৬৯.৭৪	১১ (৭৮.৫৭%)	৬৪.৭৯(৯২.৯০%)
২	দৈনন্দিন ভরণ পোষণ ভাতা(ডিএসএ)	জন	১৪	১৫.১৯	১১(৭৮.৫৭%)	৬.৩২(৪১.৬০%)
৩	যাতায়াত এবং ভ্রমণ ব্যয়	জন	১৪	২১.০৮	১১(৭৮.৫৭%)	১৯.৬৯(৯৩.৪০%)
৪	অফিস ভাড়া	মাস	৮৯	১৭.৯০	৮৯ (১০০%)	১৭.৪ (৯৭.৪৮%)
৫	প্রশিক্ষণ	টি	২৮	৪৭.৯৮	৫১(১৮২.১৪%)	৪৩.৯৮(৯১.৬৬%)
৬	সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ	টি	৩৭	১৯.১১	৪৩ (১১৬.২১%)	১৫.৮১(৮২.৭৩%)
৭	নিরীক্ষা	টি	৩	৩.৯৮	৭ (২৩৩.৩৩%)	৩.০৬ (৭৬.৮৮%)
৮	কনসালটেন্সি	জন	৩	১৫.২৩	৪ (১৩৩.৩৩%)	৬.২৫ (৪১.০৩%)
৯	অন্যান্য *	টি	৩১	২৭২.৮৭	৪৩(১৩৮.৭০%)	১৭৩.১২(৬৩.৪৪%)
১০	ইকুইটি	-	-	১৯০.৪৪	-	১৮৮.২১(৯৮.৮৩%)
১১	ঋণ	-	-	৫৯৯.৩০	-	৫৯১.০১(৯৮.৬১%)
	সর্বমোটঃ	-	-	১২৭২.৮২	-	১১২৯.৬৯(৮৮.৭৫%)

* ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন, মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজন।

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। উদ্দেশ্যঃ

(ক) পাট বহুমুখীকরণ মডেল প্রয়োগ এবং উক্ত মডেল দেশের সর্বত্র সম্প্রসারণ;

(খ) দেশে ও বিদেশে বহুমুখী পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;

(গ) অন্যান্য তন্তুর সাথে পাট মিশিয়ে হোম-টেক্সটাইলসহ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন;

(ঘ) গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সহজ প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ ও বিপণন সহায়তাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান;

(ঙ) স্থানীয় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা এবং

(চ) প্রত্যন্ত অঞ্চল পুরুষ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ।

৭.২। পটভূমিঃ

বাংলাদেশ ও ভারতে একই সময়ে বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৮ এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত Common Fund for Commodities (CFC) এর নির্বাহী বোর্ডের ২৬তম সভায় বিবেচ্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীকালে CFC©i mv‡_ Av‡jvPbvµ‡g International Jute Study Group (IJSG) প্রকল্প দলিল চূড়ান্তকরণের জন্য পশ্চিম বাংলার পরামর্শক সংস্থা ওয়েবকন কে নিয়োগ করে। ওয়েবকন কর্তৃক প্রণীত চূড়ান্ত প্রকল্প পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ অংশের টিপিপি প্রণয়ন করা হয়।

দেশ ও বিদেশের ক্ষয়িষ্ণু পাটের বাজার পুনরুদ্ধার, গ্রামীণ হস্তচালিত তাঁত ও মোটর চালিত তাঁতকে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে কাজে লাগিয়ে পাট উৎপাদনকারী ও পাটের সাথে জড়িতদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র দূরীকরণের অভিপ্রায়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বিবেচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। একই সাথে পাট বহুমুখীকরণের ঐড়ৎরুড়হঃধষ ও ঠবৎ:রপধষ সম্প্রসারণে পাটকে শুধুমাত্র সস্তা প্যাকেজিং সামগ্রীর পরিবর্তে উচ্চমূল্য সংযোজিত বিভিন্ন ধরণের বহুমুখী পাটপণ্যে রূপান্তরও প্রকল্পটি গ্রহণের অন্যতম কারণ। প্রাথমিক ভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত 'গ্রামীণ ফান্ডকে' প্রকল্পের বাংলাদেশ অংশ বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়। মার্চ ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) প্রতিষ্ঠা করে। প্রকল্পটি শুরুর চূড়ান্ত পর্যায়ে গ্রামীণ ফান্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা জানায়। এ অবস্থায় আইজেএসজি প্রকল্পটির যথাযথ বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে জেডিপিসিকে দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব দেয়। জেডিপিসি'র ন্যয় ভারতে এসসিজেডিকে ভারতীয় অংশে প্রকল্পের বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। জেডিপিসি প্রকল্পের কাজে অভিজ্ঞ বিধায় পাট মন্ত্রণালয় প্রকল্পের বাংলাদেশ অংশ বাস্তবায়নের জন্য জেডিপিসিকে দায়িত্ব প্রদান করে।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ মূল প্রকল্পটি গত ০২/১১/২০০৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের কিছু অংগ বাদ দেয়া ও অমত্মঃখাত সমন্বয়ের প্রয়োজন হওয়ায় গত ০৪/০৩/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে গত ৩০/০৪/২০০৯ তারিখে সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৮.০। প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ প্রকল্পটি গত ১৩/০২/২০১১ তারিখে প্রকল্পের নরসিংদী অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জেডিপিসি'র পরিচালক জনাব মোঃ মঈনুল হক উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সাহায্য (ডিপিএ) ১০৩৮.২২ লক্ষ টাকা থেকে ৮৯৫.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.২১%।

(গ) প্রকল্প পরিচালকঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, প্রজেক্ট ম্যানেজার	√	-	না	২০/০২/০৬	৩০/০৪/১০	৩০/০৪/১০ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়।

৯.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) পাট বহুমূখীকরণ মডেল প্রয়োগ এবং উক্ত মডেল দেশের সর্বত্র সম্প্রসারণ	ক) পাটখাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষক্ষ্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণ, কাউনসেলিং ও মোটিভেটিং সংশ্লিষ্ট ২৩টি ওয়ার্কশপ হয়েছে। ওয়ার্কশপে ২৭৫৬ জন সম্ভাব্য উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছেন।
(খ) দেশে ও বিদেশে বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ	খ) বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষক্ষ্য দেশের অভ্যন্তরে ৩৯টি মেলা ও প্রদর্শনী এবং ৪০টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন হয়েছে।
(গ) অন্যান্য তন্তুর সাথে পাট মিশিয়ে হোম-টেক্সটাইলসহ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন	অন্যান্য তন্তুর সাথে পাট মিশিয়ে হোম-টেক্সটাইলসহ দেশের ১৫টি শিল্পে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।
(ঘ) গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সহজ প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ ও বিপণন সহায়তাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান	গ) গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সহজ প্রযুক্তি বিষয়ে ৫৯টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। মোট ১৩১৫জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।
(ঙ) স্থানীয় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্যেক্তা সৃষ্টি করা	স্থানীয় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্যেক্তা সৃষ্টির লক্ষক্ষ্য ১২টি জেডিপি * ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।
(চ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে পুরম্নষ-মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি	প্রত্যন্ত অঞ্চলে পুরম্নষ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

* জেডিপিসি জুট ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রমোশন সেন্টার।

১০.০। বাস্তবায়ন সমস্যা/পর্যবেক্ষণঃ

ক) প্রকল্পটি জুন ২০১০ এ সমাপ্ত হয়। ৩০/০১/২০১১ তারিখে জেডিপিসি থেকে যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পাওয়া যায় তাতে অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি, প্রকল্পের অর্জন ইত্যাদি বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়নি। বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হলে মন্ত্রণালয় জেডিপিসিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। এ বিষয়ে জেডিপিসি'র পরিচালক জনাব মোঃ মঈনুল হক এর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পিসিআর এ প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে সময়মত ও সুনির্দিষ্ট তথ্যবহুল পিসিআর প্রণয়নে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থার দক্ষতা/আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

খ) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বহুমুখী পাটপণ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তাগণ জেনেছেন এবং বহুমুখী পাটপণ্য তৈরীতে উৎসাহিত হয়েছেন। ক্ষুদ্র ও সহজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাটপণ্য উৎপাদন কার্যক্রম কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করছে।

১১.০। সুপারিশঃ

১১.১। তথ্যবহুল পিসিআর প্রণয়নে বাস্তবায়নকারী সংসহাকে আরো আন্তরিক হতে হবে।

১১.২। ক্ষুদ্র ও সহজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের লক্ষক্ষ্য বিনিয়োগ ও প্রণোদনামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ**

আইএমইডি এর অধীনে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিতে ১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প সমাপ্ত হয়।

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

সমাপ্ত ১টি প্রকল্প মূল অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু মেয়াদ মূল অনুমোদিত মেয়াদ কাল হতে ৬ মাস বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। **ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি হয়নি প্রকল্পের সকল অংগের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত না হওয়া প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। **প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
৪.১ আরবিএমই প্রয়োগের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন পর্যন্ত যে ধরণের সমস্যা বিশ্লেষণ পূর্বক প্রকল্প প্রণয়ন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন ছিল সে ধরণের প্রাক-প্রস্তুতি না থাকায় এ প্রকল্পের সীমিত মেয়াদে (২ বছর ৬ মাস) এ সেক্টরের আউটকাম/ইমপ্যাক্ট ফলাফল গণনা করা দুরূহ ছিল।	৪.২ আরবিএমই চালুর লক্ষ্যে প্রণীত Strategic Plan (SP) টি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। দীর্ঘ মেয়াদে লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দাতা সংস্থা সন্ধানের জন্য ইআরডি-কে অনুরোধ করা যেতে পারে। স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলোতে গতানুগতিক মনিটরিং এবং মূল্যায়নের পাশাপাশি পাইলট ভিত্তিতে আরবিএমই চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্ট্রেংদেনিং রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব আইএমইডি এন্ড ফাপাদ ইন দি মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন প্রজেক্ট (সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০০৯)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (সময় বৃদ্ধিকরণ)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ৭০০.০০ জিওবিঃ ১৪০.০০ প্রঃসাঃ ৫৬০.০০	-	৫৪০.১৫	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০০৯	জুলাই, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯	জুলাই, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯	-	৬ মাস (২৫%)

৫.০ প্রকল্পের অর্থায়নঃ প্রকল্পটি জিওবি ও এডিবি ’র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়।

৬.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ (প্রকল্পের পিসিআর ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	কর্মকর্তাদের বেতন	জনমাস	৬.২০	২৩ জনমাস	২.৭৯ (৪৫%)	১৪ জনমাস (৬০.৮৭%)
০২.	কর্মচারীদের বেতন	জনমাস	২০.৪৫	১৪৪ জনমাস	৯.২৭ (৪৫.৩৩%)	১০৪ জনমাস (৭২.২২%)
০৩.	ভাতাদি	থোক	৪.৮০	থোক	৩.০৯ (৬৪.৩৮%)	থোক (৬৪.৩৮%)
০৪.	সরবরাহ ও সেবা	জনমাস	৪৬৯.৯৯	৬৫ জনমাস	৪৪৪.২৩	৬৩ জনমাস (৯৬.৯২%)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
					(৯৪.৫২%)	
০৫.	সংগ্রহ/মেরামত	থোক	৭.৫০	থোক	১.১৮ (১৫.৭৩%)	থোক (১৫.৭৩%)
০৬.	অন্যান্য রাজস্ব ব্যয়	থোক	৪৩.৫০	থোক	১৪.৬০ (৩৩.৫%)	থোক (৩৩.৫%)
০৭.	সম্পদ ও অন্যান্য (ক. কম্পিউটার-৩০টি, খ. আসবাবপত্র-১০৩টি, গ. প্রিন্টার-৩০টি, ঘ. ইউপিএস-১৫টি, ঙ. ফটোকপিয়ার-৩টি, চ. সার্ভার ২টি, ছ. কম্পিউটার সমগ্রী ও অন্যান্য ২৪টি)	সংখ্যা	১৪৭.৭৬	২০৭টি	৬৪.৯৯ (৪৩.৯৮%)	১৫১ টি (৭২.৯৫%)
মোট			৭০০.০০		৫৪০.১৫ (৭৭.৮৮%)	--

৭.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** লক্ষমাত্রা অনুযায়ী অনেক কা্জই অসমাপ্ত রয়েছে। পরামর্শক নিয়োগে জটিলতা এবং ঘন ঘন পরামর্শক চাকুরী পরিত্যাগ করায় প্রকল্পের অনেক কাজই সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি মর্মে পিসিআর দৃষ্টে জানা যায়।

৮.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১ **প্রকল্পের পটভূমিঃ** উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো এর মনিটরিং ও মূল্যায়ন। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতার পাশাপাশি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমস্যা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নত। এছাড়া প্রকল্পের বাস্তবায়ন মানসম্মত পর্যায়ে রাখতে হলে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বিকল্প নেই। আইএমইডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে FAPAD বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অডিট কার্য সম্পাদন করে থাকে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ/সহজীকরণে আইএমইডি বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। তবে এর অনুসৃত পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ইনপুট/আউটপুট ও উপাত্ত সংগ্রহ ভিত্তিক। এ পদ্ধতিতে প্রকল্পের চূড়ান্ত ফলাফল এবং উপকারভোগীদের উপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব পরিমাপের তেমন কোন সুযোগ নেই। সরকার ঘোষিত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRS) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সেক্টর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল পরিমাপ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আইএমইডি'র ডাটা বেইজ ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এছাড়া, আশানুরূপ ফলাফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে FAPAD অডিট কার্যক্রমকে কম্পিউটারাইজড করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বিষয়টি অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে গত ২০-৩০ আগষ্ট, ২০০৬ তারিখে একটি Fact Finding Mission প্রেরণ করে। মিশন বাংলাদেশের প্রকল্প বাস্তবায়ন

পদ্ধতি পর্যালোচনা করে আলোচ্য প্রকল্পটি (TA No-4880-BAN) গ্রহণে সম্মত হয়। তদপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি মোট ৭০০.০০ লক্ষ টাকা (৭.০০ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ১৪০.০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৬০.০০ টাকা) জুলাই ২০০৭ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে গত ১৩.০৫.২০০৭ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

০১. রেজাল্ট বেইজড পদ্ধতির আলোকে আইএমইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে FAPAD এর অডিট ব্যবস্থাপনা আরো সময়োপোযোগী করে তোলা;
০২. উপাত্ত সংগ্রহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সাপোর্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আইএমইডি'র On-line linkage সৃষ্টি ও ডাটা বেইজ উন্নয়ন;
০৩. প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে রেজাল্ট বেইজড পদ্ধতি প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ;
০৪. আইএমইডি'র ভূমিকা, কাঠামো ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন পূর্বক এমন একটি Strategic Plan (SP) প্রণয়ন করা, যা দ্বারা আইএমইডি এর উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী আরো দক্ষতার সহিত ও কার্যকরীভাবে পালন করতে পারে;
০৫. উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি যথাযথভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি -- এবং আইএমইডি'র বিদ্যমান স্টেটিক ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক ওয়েবসাইটে রূপান্তর করণ;
০৬. রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন ছক পূনঃ নির্ধারণ করা।
০৭. আইএমইডি ও FAPAD এর দক্ষতা ও সামর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন।

৯.০ অনুমোদন পর্যায়ঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'স্ট্রেংদেনিং রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব আইএমইডি এন্ড ফাপাদ ইন দি মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৭০০.০০ লক্ষ টাকা (৭.০০ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ১৪০.০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৬০.০০ টাকা) জুলাই ২০০৭ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে গত ১৩.০৫.২০০৭ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরীখে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদকাল আরো ৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধিপূর্বক গত ০৫.০৩.২০০৯ তারিখে প্রকল্পের টিপিপি সংশোধিত হয়।

১০.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয় নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে 'প্রকল্প পরিচালক' এর দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ
০১.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই তালুকদার	মহা-পরিচালক	০১.০৭.২০০৭	১৮.০৫.২০০৯
০২.	জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মহা-পরিচালক	১৯.০৫.২০০৯	৩১.১২.২০০৯

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
০১. রেজাল্ট বেইজড পদ্ধতির আলোকে আইএমইডি'র প্রকল্প মনিটরিং দক্ষতা এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে FAPAD এর অডিট ব্যবস্থাপনা আরো সময়োপোযোগী করে তোলা;	০১. রেজাল্ট বেইজড পদ্ধতির বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন বিধায় উক্ত পদ্ধতি বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করা হয় : ১। আইএমইডি'র বিদ্যমান মনিটরিং পদ্ধতি বিশ্লেষণ এবং Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats পর্যালোচনা পূর্বক বিভিন্ন সেক্টরের Indicator এর সমন্বয়ে একটি ব্যাপক ভিত্তিক Strategic Plan (SP) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গত ০৭.০৭.২০০৮ তারিখে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। Strategic Plan (SP) প্রণয়ন কালে এবং প্রণয়নোত্তর আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, দাতা-সংস্থা, এনজিও, বেসরকারী সংস্থা সমূহের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন পূর্বক রেজাল্ট বেইজড পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

উদ্দেশ্য	অর্জন
	২। Strategic Plan (SP) এর আলোকে আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মোট ১৫০ জন কর্মকর্তাকে আরবিএমই এবং লজিক্যাল ফ্রেমওর্য়াক এবং রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩। প্রকল্পের আওতায় আইএমইডি এবং FAPAD এর অপারেশনাল কর্ম-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দ'ুটি প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়। একটি হলোঃ Capacity Development and Training Plan (CDTP) for IMED এবং অপরটি হলো Capacity Development Plan for FAPAD। প্ল্যান দুটিতে Monitoring and Audit Management এর উপর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
০২. উপাত্ত সংগ্রহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সাপোর্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আইএমইডি'র On-line likage সৃষ্টি ও ডাটা বেইজ উন্নয়ন;	০২. প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত ৫টি প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, যেমনঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (RHD), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড(BWDB), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB), বিদুৎ উন্নয়ন বোর্ড(PDB) ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর(LGED), হতে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর 'On line' উপাত্ত সংগ্রহ করার পরিকল্পনা ছিল।
	তাছাড়া, বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা সমূহ দূরীভূত করে ডাটা বেইজকে আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ এবং প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ASICT প্রকল্পে আইএমইডি'র জন্য On-line এর অনুরূপ সংস্থান থাকায় সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত ASICT প্রকল্পে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে বিদ্যমান ডাটা বেইজ এর পাশাপাশি একটি Web-Based Project Monitoring Information Software (PMIS) স্থাপিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় আইএমইডি ডাটা বেইজড সংশ্লিষ্ট ১২ জন কর্মকর্তাকে SQL Server 2000, Visual Basic & Crystal Report শীর্ষক ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) হতে ২ জন কর্মকর্তাকে ৩ মাস মেয়াদী Oracle কোর্স এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে আইএমইডি'র ডাটা বেইজ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও FAPAD এর অডিট দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
০৩ প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে রেজাল্ট বেইজড পদ্ধতি প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ;	০৩. ১। Strategic Plan (SP) প্রণয়ন কালে এবং প্রণয়নোত্তর আইএমইডি, FAPAD, পরিকল্পনা কমিশন, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, দাতা সংস্থা, এনজিও, বেসরকারী সংস্থ সমূহের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়। এর ফলে আরবিএমই সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। ২। Strategic Plan (SP) এর আলোকে আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মোট ১৫০ জন কর্মকর্তাকে আরবিএমই এবং লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
০৪ আইএমইডি'র ভূমিকা, কাঠামো ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন পূর্বক এমন একটি Strategic Plan (SP) প্রণয়ন করা, যা দ্বারা	০৪. আইএমইডি'র ভূমিকা, কাঠামো ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন পূর্বক একটি Strategic Plan (SP) প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত Strategic Plan (SP) পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা যায়নি।

উদ্দেশ্য	অর্জন
আইএমইডি'র উপর অর্পিত দায়িতাববলী আরো দক্ষতার সহিত ও কার্যকরীভাবে পালন করতে পারে।	
০৫ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে FAPAD এর অডিট ব্যবস্থাপনা আরো সময়োপোযোগী করে তোলা।	০৫. উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় FAPAD কে ১টি সার্ভার এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সামগ্রী ও আসবাব-পত্রাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, FAPAD এর কর্মকর্তাদেরকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২.০ মনিটরিং: প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি আইএমইডি'র মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত সভায় আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি এবং প্রকল্পের কাউন্টার পার্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। তাছাড়া, সচিব, আইএমইডি ও আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত নির্দেশনা প্রদান করতেন।

১৩.০ অভ্যন্তরীণ অডিটঃ প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা- নিরীক্ষার লক্ষ্যে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০০৮ সময়কালে এক বার এবং জুলাই, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০০৯ মেয়াদের জন্য এক বার অভ্যন্তরীন অডিট সম্পন্ন করা হয়। জুলই, ২০০৭ হতে জুন, ২০০৮ সময়কালে দু'টি অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত আপত্তি দু'টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর দৃষ্টে জানা যায়। উল্লিখিত ২য় মেয়াদকালে সম্পন্ন অডিট প্রতিবেদন গত ১১ জুলাই, ২০১০ তারিখে দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে দু'টি অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়। অডিট আপত্তি দু'টি নিম্নরূপঃ

১। ফিন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট ও ক্যাশবুক স্টেটমেন্ট এর সাথে অসংগতি বিদ্যমান; এবং
২। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় এর আংশিক অব্যয়িত ।

উল্লিখিত ১নং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানা যায়।

২নং অডিট আপত্তির বিষয় পর্যালোচনায় জানা যায় যে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সাথে ৫৬০.০০ লক্ষ টাকায় প্রকল্প সাহায্যের চুক্তি থাকলেও পরামর্শক ফার্ম Uni Consultant International Ltd. এর সাথে চুক্তি মূল্য ছিল ৪৫৭.২১ লক্ষ টাকা। অপরদিকে প্রকল্প থেকে বৈদেশিক স্টাডি ট্যুর বাদ দেয়া এবং পরামর্শকের প্রাক্কলিত কিছু Man-month অব্যবহৃত থাকার কারণে এবং জিওবি পার্টে যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে প্রাক্কলিত মূল্য Over estimated থাকায় প্রকল্প ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত আপত্তি দু'টির নিষ্পত্তির বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৪.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৪.১ প্রকল্পের ডাটা বেইজ এর সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও সংশোধন কাজ পরিচালনার জন্য একাধিকবার 'সহকারী প্রোগ্রামার' নিয়োগ দেয়া হলেও উক্ত পদের কর্মকর্তা বার বার চাকুরি পরিত্যাগ করার কারণে প্রকল্পের ডাটা বেইজ অংশ পরিচালনায় অসুবিধা হয়।

১৪.২ আরবিএমই প্রয়োগের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন পর্যন্ত যে ধরণের সমস্যা বিশ্লেষণ পূর্বক প্রকল্প প্রণয়ন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন ছিল সে ধরণের প্রাক-প্রস্তুতি না থাকায় এ প্রকল্পের সীমিত মেয়াদে (২ বছর ৬ মাস) এ সেক্টরের আউটকাম/ইমপ্যাক্ট ফলাফল গণনা করা দুরূহ ছিল।

১৪.৩ পরামর্শক ফার্মের ডেপুটি টীম লিডার দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকায় এবং অন্যান্য পরামর্শকের ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন বাধা গ্রস্ত হয়।

১৫.০ সুপারিশঃ

১৫.১ ভবিষ্যতে এ ধরণের সংস্কার ভিত্তিক টিএ প্রকল্পে পূর্ণকালীন 'প্রকল্প পরিচালক' নিয়োগ করা প্রয়োজন।

১৫.২ আরবিএমই চালুর লক্ষ্যে প্রণীত Strategic Plan (SP) টি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। দীর্ঘ মেয়াদে লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দাতা সংস্থা সন্ধানের জন্য ইআরডি-কে অনুরোধ করা যেতে পারে। স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলোতে গতানুগতিক মনিটরিং এবং মূল্যায়নের পাশাপাশি পাইলট ভিত্তিতে আরবিএমই চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫.৩ পূর্ণাংগভাবে আরবিএমই বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে পাঁচ বছর মেয়াদের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এ জাতীয় কারিগরী প্রকল্প প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা যেতে পারে।

১৫.৪ আরবিএমই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইএমইডি'র জনবল বৃদ্ধি, ই-গভর্ন্যান্স সেল, লজিষ্টিকস ও প্রশিক্ষণের দ্বারা শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

১৫.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আসবাব-পত্রাদি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা** : ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে অন্তর্ভূক্ত ৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল** : সমাপ্ত ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৫টি প্রকল্প মূল অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়। ১টি প্রকল্পে ব্যয় বৃদ্ধির হার ৮০.৬৪%। এছাড়া ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের মধ্যে সমাপ্ত হয় এবং ৩টির ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি ঘটে, প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নকালের বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৪%, ৩৩% ও ৮৩%।

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ** বাস্তবায়ন পর্যায়ে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির ব্যয় বৃদ্ধি, ইউরোর বিনিময় হার বৃদ্ধি এবং দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। একই কারণে প্রকল্প সংশোধণ, পূনঃদরপত্র আহবান করা হয় যার ফলে প্রকল্পে বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
১। ট্রেনিং খাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হয়নি ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়।	প্রকল্পটির বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করতে না পারার কারণ মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
২। অসম্পূর্ণ পিসিআর দাখিল।	২। ভবিষ্যতে সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ পিসিআর প্রণয়নে সতর্ককতা অবলম্বন করার জন্য সুপারিশকরা হলো।
৩। একটি প্রকল্পে অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা বেশী ব্যয় এবং অনুমোদিত আওতার অপেক্ষা বেশী পরিধিতে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের অনুমোদিত অর্থায়নের ধারাও মেনে চলা হয়নি। অপর এক প্রকল্পে কতিপয় অংগে নির্ধারিত বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে, যা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এছাড়া এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের যে বিধিবিধান রয়েছে তা পালন করা হয়নি।	৩। এ ধরণের প্রবণতা রীতিবিরুদ্ধ। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ ট্রেড সার্পোট প্রোগ্রাম
(সমাপ্ত : ডিসেম্বর, ২০০৯)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাণিজ্য মন্ত্রনালয়।
৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বানিজ্য মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(৬৫৪৫.০০)	(৬৫৪৫.০০)	(৪৯৩৭.৪৩)	১লা জানু'০৫ হতে ৩১, ডিসেঃ ' ২০০৮	১লা জানু'০৫ হতে ৩১, ডিসেঃ, ২০০৯	১লা জানু'০৫ হতে ৩১, ডিসেঃ, ২০০৯	-	১বছর (৩৩.৩৩%)

৫। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন</u>

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	জনমাস	১৫৬ জনমাস	২১৬৬.৪০	১৫৪ জনমাস (৯৮.৬০%)	২৬৪৪.৭৫ (১২২.০৮%)
২	স্থানীয় পরামর্শক	জনমাস	১৯০ জনমাস	৪৫৮.৩৪	১৮৪ জনমাস (৬৩%)	২৮৭.৫৯ (৬২.৭৫%)
৩	স্থানীয় পিটিএফ ষ্টাফ, বিএফটিআই এবং প্রকল্প পরিচালকের অফিসের জন্য সাপোর্টিং স্টাফ	জনমাস	১৩৮৮ জনমাস	৪৯৫.৯০	১৩৯ জনমাস (৩৭%)	১৮২.৯১ (৩৭.৪৯%)
৪	বিএফটিআই এবং প্রকল্প পরিচালক অফিসের জন্য জনবল	জনমাস	৪০৮ জনমাস	১৯৬.৭৭	২১০ জনমাস (৭৪%)	২৮.৪৪ (১৪.৪৫%)
৫	ট্রেনিং এন্ড ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	-	১৫২০.২০	(৯০.১২%)	১৩৭০.০৪ (৯০.১২%)
৬	প্রকল্পের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়	থোক	-	১৩১০.৫৯	-	৯১.৯৪ (৭.১৮%)
৭	ইক্যুইপমেন্ট এন্ড সাপ্লাই	থোক	-	৩২৬.৮০	৩৫.৪৯%	২৮৮.০৮ (৮৮.১৫%)
৮	ভ্যাট আইটি	থোক	-	৭০.০০	-	৪৩.৬৪ (৬২.১৪%)
	মোটঃ	-	-	৬৫৪৫.০০	-	৪৯৩৭.৪৩ (৭৫.৪৪%)

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের অংগভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন অংগের কাজই শতভাগ সমাপ্ত হয় নাই। কারণ হিসেবে ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সদস্য এবং প্রাক্তন যুগ্ম-সচিব জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ জানান যে, প্রকল্পের দাতা সংস্থা ইউরোপিয়ান কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ৬০০৬.০০ লক্ষ টাকা (ডিপিএ) দাতা সংস্থা নিজেরাই সরাসরি ব্যয় করেছে। দাতা সংস্থা টিএপিপি/টিপিপিতে অংগভিত্তিক বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় করতে হবে এ বিষয়টি বিবেচনায় আনেনি। দাতা সংস্থা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের হিসাবও সঠিকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি।

৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমিঃ**

৭.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

সরকারী ও বেসরকারীখাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমুহ বিএফটিআই, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় এর মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

৭.২। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

উরুগুয়ে রাউন্ডের সফল সমাপ্তির পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এখন WTO এর আওতায় বিভিন্ন নিয়মকানুন বা চুক্তির শর্ত মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের কাছে এ সব নিয়মকানুন বা চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করছে। WTO চুক্তির শর্তাবলীর বাইরেও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জটিল বিষয় মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ জটিল বিষয়গুলোকে মোকাবেলা করার জন্য উন্নয়নশীল দেশেগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধি জরুরী হয়ে পড়ছে। সে কারণেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউট (বিএফটিআই) এর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধিও প্রয়োজন। এ ছাড়া নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক আইনের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা বৃদ্ধির বিষয়টিও বিবেচিত হয়েছে। এসব লক্ষ্যকে সামনের রেখে এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। ইউরোপিয়ান কমিশন (ইসি) এর অর্থায়িত এই কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটির মূলত চারটি কম্পোনেট রয়েছে। কম্পোনেট-১ হচ্ছে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের আওতায় গঠিত বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউশন এর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা ; কম্পোনেন্ট-২ হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করে। বাণিজ্য নেগোশিয়েট ইত্যাদির নিমিত্তে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত WTO ইস্যুর সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তাদের সামর্থ বৃদ্ধি; কম্পোনেন্ট-৩ এলিট ডাম্পিং, কাউন্টার ভেইলিং এর সেফগার্ড কার্যক্রম বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ ট্রেড নেগোশিয়েশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কম্পোনেন্ট -৪ Main time transport এবং multimode Transport Service উন্নয়নে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে কারিগরী সহায়তা প্রদান। গত ৯-১২-২০০৪ সালে ইসি এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

৬৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (৩৬১১.৩০ প্রকল্প সাহায্য, ২৩৯৮.৭০ আরপিএ এবং ৫৩৯.০০ জিওবি) প্রকল্পটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ১০-১১-২০০৫ তারিখের বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় সুপারিশক্রমে ৫-১২-২০০৫ তারিখে মূল টিএপিপি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৬৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (৬০০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রঃসাঃ এবং ৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা জিওবি) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ০৫-০৫-২০০৯ তারিখে প্রকল্পের সংশোধিত টিপিপি অনুমোদিত হয়।

৯। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

প্রকল্পের অনুকূলে দাতা সংস্থা- ইউরোপিয়ান কমিশন কর্তৃক ৬০০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ**

cK‡íi AsMwfwËK e¨q chv‡jvPbv Ges cK‡íi mv‡_ mswkó KZc‡¶i mv‡_ Av‡jvPbvq †`Lv hvq †h, mvweK ev¯evqb m‡švlRbK bq| cK‡íi weGdwUAvB As‡Mi KvR ïi“ Ki‡Z 2/1 eQi mgq †j‡M hvq| †m Kvi‡Y G As‡Mi AMMwZ m‡švlRbK bq| cK‡íi AvIZvq wewfb µq Kvhµg m¤úv`‡bi wbwgË wewfb mg‡q †UÛvi Avnevb Kiv n‡q‡Q| cKí mvnvh¨ c`vbKvix KZc¶ BD‡iwcqvb Kwgkb G me †UÛvi wewfb chv‡q ewZj K‡i‡Q| hvi d‡j cK‡íi mvgwMK AMMwZ ARb e¨nZ n‡q‡Q| cK‡íi mv‡_ mswkó KZc¶ Av‡iv Rwb‡q‡Qb †h, Direct Project Aid (DPA) Ask cK‡íi A_vqbKvix KZc¶ mivmwi e¨q K‡i‡Qb Ges G mg¯ e¨‡qi wnmve Zv‡`i wbKU †_‡K wVK cvIqv hvq wb| Z‡e Reimbursable Project Aid (RPA) As‡ki e¨q wVKgZ cwiPwjZ n‡q‡Q g‡g cKí mswkó KZc¶ Rwb‡q‡Qb|

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণঃ**

আন্তর্জাতিক পরামর্শক অংশ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৫৬ জনমাসের জন্য টিপিপি অনুযায়ী ব্যয় ধরা হয়েছে ২১৬৬.৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকৃত ব্যয়ের অংশে ১৫৪ জনমাসের জন্য ২৬৪৪.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। টিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় বেশী হলেও কি কারণে এই ব্যয় বেশী হয়েছে তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের ইক্যুইপমেন্ট এবং সাপ্লাই অংশে ওয়েব সাইট, ইউটিলিটি, অফিস ভাড়া, যানবাহন ভাড়া, কন্টিনজেন্সী, মনিটরিং, মূল্যায়ন, অডিট ইত্যাদি বাবদ ৩২৬.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৮৮.০৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৮৬ ইনার সার্কুলার রোড (৬ষ্ট তলা), কাজী টাওয়ার, ভিআইপি রোড, নয়াপল্টনে ৫০০০ বঃ ফুটের অফিস ভাড়া করা হয়েছে। অফিসের জন্য ক্রয়কৃত আসবাবপত্র পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ট্যারিফ কমিশন, বিএফটিআই, ডিপার্টমেন্ট অব শিপিং কে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জানিয়েছেন।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জণ
ক) বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনষ্টিটিউটের (বিএফটিআই) মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	* ডব্লিউটিও সম্পর্কিত বিষয়ে ৬ টি ট্রেনিং, * ৫টি বৈদেশিক বাণিজ্য অভিজ্ঞতা অর্জণ সম্পর্কিত কোর্সে অংশগ্রহণ * ৮টি প্রশিক্ষক কোর্স, * ৬০০ জন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ * ৫টি প্রধান পলিসি ওয়ার্কশপ * প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ * ওয়েব সাইট প্রতিষ্ঠা * ট্রেড স্টেক হোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পন্ন/অর্জিত হয়েছে।
খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	* ডব্লিউটিও ইস্যুজ সম্পর্কিত ৮টি স্ট্রাডিজ * বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে অংশগ্রহণ ভিত্তিক ৮টি ওয়ার্কশপ আয়োজন * ৮০০ কপি স্ট্রাডিজ বিতরণ * ৬টি আন্তর্জাতিক স্ট্যাডি ট্যুর আয়োজন * বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে স্টেক হোলডারদের সচেতনতা বৃদ্ধি * সিভিল সোসাইটি এবং প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে পলিসি ফরমুলেশন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।
গ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	* ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং স্থানীয় পরামর্শক দ্বারা ৫টি ট্যারিফ সম্পর্কিত স্টাডি সমাপ্ত করা; * বিটিসি অফিসিয়ালদের জন্য ৭টি প্রশিক্ষণ আয়োজন; * ডাম্পিং সফটওয়ারের উন্নয়ন; * বিটিসি'র ২০ জন সিনিয়র প্রতিনিধির জন্য ৫ টি আন্তর্জাতিক স্টাডি ট্যুর আয়োজন * চেম্বারস অব কমার্স এসোসিয়েশন, কোম্পানী এবং সরকারী সংস্থার ২০০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয় সভা আয়োজন ; এবং * ১০০ কপি স্টাডি প্রতিবেদন বিতরণ।
(ঘ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	* ৩০ জন সিনিয়র প্রতিনিধির সমন্বয়ে স্টাডি ট্যুর সমাপ্ত করা; * ৬টি ওয়ার্কশপ সমাপ্ত করা; * ১৫০ জন স্টাফকে প্রশিক্ষণ প্রদান; * ট্রেড স্টেক হোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

জনাব মোঃ শামছুল হুদা, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (যুগ্ম-সচিব), ০১-০৭-২005 থেকে ৩০-০৬-২০০৬ পর্যন্ত, জনাব মোঃ মোস্তফা মহিউদ্দিন, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (যুগ্ম-সচিব), ০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩০-০৯-২০০৬ পর্যন্ত এবং জনাব মোঃ শওকত আলী ওয়ারী, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (যুগ্ম-সচিব), ০১-১০-২০০৬ থেকে ৩০-০৯-২০০৯ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৪ **প্রকল্পের সমস্যা/পর্যবেক্ষণঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ৬৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ইউরোপিয়ান কমিশনের ৬০০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য অর্থায়নে এবং ৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। ৬০০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যের মধ্যে ২৩৯৪.৭০ লক্ষ টাকা আরপিএ এবং ৩৬১১.৩০ লক্ষ টাকা ডিপিএ। মোট প্রকল্প ব্যয় ৬৫৪৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় খাতে ১৯৪৬.৯৮ লক্ষ টাকা বিএফটিআই খাতে ২২১৯.১০ লক্ষ টাকা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের খাতে ১০৪৭.২০ লক্ষ টাকা ট্যারিফ কমিশনের খাতে ৪০৪.৯০ লক্ষ টাকা এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের খাতে ৯২৬. ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির মোট বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক ব্যয় ৪৯৩৭.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা শতকরা হিসেবে ৭৫.৪৪% । কিন্তু ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিএফটিআই, ট্যারিফ কমিশন এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের খাতে আলাদা আলাদা বরাদ্দ থাকলেও এ সমস্ত মন্ত্রণালয়/সংস্থার বিপরীতে পৃথক অর্থ ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন প্রকল্পের জন্য ডিপিএ বরাদ্দ প্রকল্প সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা (ইসি) সরাসরি ব্যয় করেছে এবং এ ব্যয়ের কোন হিসাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নেই। প্রকল্পের বিপরীতে আরপিএ বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় হয়েছে বলেও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

১৫। **সুপারিশ** :

১৫.১। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা হতে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের্ বিষয়টি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করতে পারে।

১৫.২। প্রকল্পটির মোট আর্থিক ব্যয় ৭৫% হলেও প্রকল্প সমাপ্তিতে ১ বছর বেশী সময় লেগেছে এবং প্রকল্প ১ বার সংশোধন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তি ও প্রকল্প ব্যয় শতভাগ অর্জনের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ষ্ট্রেনদেনিং একাউন্টিং এন্ড অডিটিং ষ্ট্যান্ডার্ড এন্ড প্রাকটিসেস ইন দিন করপোরেট সেক্টর (সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০০৯)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।

২। বাস্তবায়ন সংস্থা : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৫৩২.৯৪ (১৯১৯.৮১)	-	১৮৮৫.৩২ (১৮৮২.৭১)	নভেম্বর,২০০৫ হতে অক্টোবর,২০০৯	নভেম্বর, ২০০৫ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯	নভেম্বর, ২০০৫ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯	প্রযোজ্য নয়	২ মাস (৪.১৬%)

৫। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u> বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	GKK	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	আইসিটি, যন্ত্রপাতি, আনুষজ্ঞিক যন্ত্রপাতি, বই এবং সাময়িকী	সংখ্যা	২৭০	৪৮.৭৫	পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়নি।	৫৩.০১ (১০৮.৭৪%)
২।	বৈদেশিক পরামর্শক	জনমাস	৭৪	৯১.৪৭		৭৭৬.৮৯ (৮৪.৯৩%)
৩।	স্থানীয় পরামর্শক	জনমাস	১০০	১৪.১৯		০.০০
৪।	জনবল জিওবি	জনমাস	৬৬০	৬০.০০		১৫.৭২ (২৬.২০%)
৫।	প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ	-	-	৮১৩.৬০		৭৭৫.৩৫ (৯৫.৩০%)
৬।	বিবিধ	থোক	-	১১৫.২০		২৬৪.৩৫ (২২৯.৪৭%)
	মোটঃ			২৫৩২.৯৪		১৮৮৫.৩২ (৭৪.৪৩%)

৬। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ</u>

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ-এর সংস্থান থাকলেও এবং এর জন্য ৮১৩.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ অংশ সমাপ্ত হয়েছে এবং এর জন্য ৭৭৫.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায়

সংস্থানকৃত কোন সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়নি। সময় স্বল্পতার কারণে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান করা যায়নি মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

প্রকল্পের পিসিআর-এ পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতির বিপরীতে প্রকৃত বাস্তবায়ন অংশ প্রতিফলিত হয়নি। ফলে এ বিষয়ে কোন ধারণা না পাওয়ায় ৫নং অনুচ্ছেদের ৬নং কলামে তা বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। আইসিটি, যন্ত্রপাতি, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, বই এবং সাময়িকীর জন্য (বাস্তব সংখ্যা ২৭০টি) ৪৮.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও এ অঙ্গে ৫৩.০১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে অর্থাৎ এ অঙ্গে বরাদ্দের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া, বিবিধ অঙ্গেও ১১৫.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে অতিরিক্ত ব্যয় (২৬৪.৩৫ লক্ষ টাকা) হয়েছে।

৭.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্পোরেট সেক্টরে হিসাব ও নিরীক্ষার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর্পোরেট গর্ভনেন্স শক্তিশালীকরণ।

৭.২। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বেসরকারী বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। Financial Sector Reform সরকারের একটি অন্যতম কর্মসূচি। বর্তমানে Accounting and Auditing সম্পর্কিত যে সমস্ত বিধি বিধান আছে, তা পর্যালোচনাপূর্বক এ Reform কর্মসূচির আওতায় নতুন Financial Reporting Act প্রণয়ন করা হবে যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের কোম্পানী একাউন্টসকে আর্ন্তজাতিক মানের Accounting and Auditing -এর সমপর্যায়ে উন্নত করা হবে। সে লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ Accounting and Auditing ও Auditing Practices পর্যালোচনা করা হয়। এ পর্যালোচনার মাধ্যমে উন্নত মানের Financial Reporting এবং অডিট করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা ধরা পড়ে। এ ধরনের দুর্বলতা বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া, এ ধরনের দুর্বলতা দুর্ণীতি ও কর ফাঁকির সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ

''ষ্ট্রেনদেনিং একাউন্টিং এন্ড অডিটিং ষ্ট্যান্ডার্ড এন্ড প্রাকটিসেস ইন দ্যা করপোরেট সেক্টর'' শীর্ষক প্রকল্পটি ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের এসপিইসি সভায় মোট ২৫৩২.৯৪ লক্ষ টাকায় (তন্মধ্যে-১৯১৯.৮১ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ৬১৩.১৩ লক্ষ টাকা জিওবি) অনুমোদিত হয়।

৭.৫।**প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় মোট ২৫৩২.৯৪ লক্ষ টাকা (তন্মধ্যে-১৯১৯.৮১ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ৬১৩.১৩ লক্ষ টাকা জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে।

৮। **প্রকল্পেরর সার্বিক বাস্তবায়ন :**

প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, ইআরডি'র আওতায় Economic Management Technical Assistant Program (EMTAP) এর অংশ হিসেবে (১) ''ষ্ট্রেনদেনিং একাউন্টিং এন্ড অডিটিং ষ্ট্যান্ডার্ড এন্ড প্রাকটিসেস ইন দ্যা করপোরেট সেক্টর'' শীর্ষক প্রকল্প (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অংশ) (২) ''The Financial Reporting Act Formulated by the Strengthening and Auditing Standards and Practices'' শীর্ষক প্রকল্প (অর্থ মন্ত্রণালয়ের অংশ) বাস্তবায়িত হচ্ছে। ''ষ্ট্রেনদেনিং একাউন্টিং এন্ড অডিটিং ষ্ট্যান্ডার্ড এন্ড প্রাকটিসেস ইন দ্যা করপোরেট সেক্টর'' শীর্ষক প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজন মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

৯। **প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের বাস্তবায়নঃ**

৯.১। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সংস্থান থাকলেও শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ অংশে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে Twinning পদ্ধতিতে সাফল্যজনকভাবে Institute of Chartered Accountants of

England and Wales (ICAEW) থেকে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। টিপিপিতে উল্লেখিত World Bank-এর গাইড লাইন অনুযায়ী Academician and Accountancy Professional-দেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্পোরেট সেক্টরে হিসাব ও নিরীক্ষার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর্পোরেট গর্ভনেন্স শক্তিশালীকরণ।	কর্পোরেট সেক্টরে হিসাব ও নিরীক্ষার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর্পোরেট গর্ভনেন্স শক্তিশালী হয়েছে।

১০.০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ শওকত আলী ওয়ারেসি (যুগ্ম-সচিব)	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০১-১১-২০০৫ হতে ৩১-১২-২০০৯

১১.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ**
প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১২.০। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১২.১। "The Financial Reporting Act Formulated by the Strengthening and Auditing Standards and Practices" শীর্ষক প্রকল্পটি (অর্থ মন্ত্রণালয়ের অংশ) বাস্তবায়ন না হওয়ায় এ সেক্টরে সরকারের পক্ষে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

১২.২। সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরসমূহ থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পাওয়া যায়নি।

১৩.০। **সুপারিশঃ**

১৩.১। Accountancy Profession কে রেগুলেট করা এবং Corporate Governance -কে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে "The Financial Reporting Act Formulated by the Strengthening and Auditing Standards and Practices" শীর্ষক প্রকল্পটি (অর্থ মন্ত্রণালয়ের অংশ) দ্রুত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

Promotion of Social Environmental and Productivity Standards in the Readymade Garments Sector
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা, চট্টগ্রাম।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৮২৯.০০	-	৫৯০৯.৬৪	অক্টোবর ২০০৮ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	-	অক্টোবর ২০০৮ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	৮০.৬৪ (১.৩৮%)	-

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	বৈদেশিক পরামর্শক	জনমাস	১৭৫	২৪০৮.০০	১৬৫ (৯৪.২৮%)	২২৭২.০০ (৯৪.৩৫%)
২।	স্থানীয় পরামর্শক	জনমাস	৪২০	১০০০.৫০	৪২০ (১০০%)	১০০০.৫০ (১০০%)
৩।	সহায়ক জনশক্তি	জনমাস	২৭০	১০০.০০	৩৩৪ (১২৩.৭০%)	১৪৭.৬৪ (১৪৭.৬৪%)
৪।	জিওবি পার্সোনাল	জনমাস	৬০	৮৪.০০	-	-
৫।	আর্থিক অনুদান	সংখ্যা				
		বিজিএমইএ	-	৫০০.০০	-	৫৫০.০০ (১১০%)
		বিকেএমইএ	-	৪০০.০০	-	৪৫০.০০ (১১২.৫০%)
		পিএসপি-৩	-	৩০০.০০	-	৩০০.০০ (১০০%)
		এনজিও -৫	-	২৭৫.০০	-	৩০০.০০ (১০৯.০৯%)
৬।	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	-			
	স্থানীয়	-	-	৪৫.০০	-	৮৫.০০ (১৮৯%)
	বৈদেশিক	-	-	৯০.০০	-	১০৪.৫০ (১১৬.১১%)

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
৭।	অপারেশনাল খরচ	-	-	২৫৬.৫০	-	৩১৫.০০ (১২২.৮০%)
৮।	আসবাবপত্র	-	-	৩৭০.০০	-	৩৮৫.০০ (১০৪.০৫%)
	মোট			৫৮২৯.০০		৫৯০৯.৬৪ (১০১.৩৮%)

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণ : **প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।**

৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমিঃ**

উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পটির তিনটি Component এবং প্রতিটি Component এর আলাদা Objective রয়েছেঃ

Component- 1: To improve the economic, regulatory and institutional framework for developing the garment sector and coordinating donor inputs in the private sector.

Component- 2: To develop vocational and technical training measures to meet relevat RMG skill development market needs which are in line with market requirements.

Component- 3: (ক) To improve the social compliance status in factories as stipulated in the National labor law and by the International code of conduct. This will also focus on socially and ecological sustainable management at different production stages of the supply chain, (খ) To improve the application of Environmental Standards in the RMG sector.

৭.২ পটভূমি : বেসরকারী সেক্টরের মধ্যে গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এই শিল্প, রপ্তানী বাণিজ্যে ৭০% এবং জিডিপিতে ১৫% অবদান রাখছে। ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় ৩৮০০ গার্মেন্টস নিয়ে গঠিত এই শিল্প প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই মহিলা। আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে প্রতিযোগিতায় স্বীয় অবস্থান অক্ষুন্ন রাখতে এই শিল্পকে বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ উন্নয়ন লাভ করতে হবে। কারণ বর্তমানে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত ভাবে এই শিল্প টেকসই অবস্থানে নেই । ২০০৮ সালের পর চীনের গার্মেন্টস শিল্পের উপর থেকে বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সরে গেলে বাংলাদেশকে কঠিন চালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। তাই বর্তমান ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই শিল্পকে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পটি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস ফর প্রাইভেট সেক্টর প্রমোশন শীর্ষক প্রকল্পের ফলোআপ প্রজেক্ট, যা গত জুন ২০০৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।

৭.৩। প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক মোট ৫৮২৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০০৮ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য ২৩/১১/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

মোট ব্যয়	বাংলাদেশ সরকার	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
৫৮২৯.০০	৮৪.০০	৫৭৪৫.০০	GTZ

৮। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ** GTZ এর কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটির মোট প্রাক্কালিত ব্যয় ৫৮২৯.০০ লক্ষ টাকা। এখানে উল্লেখ্য প্রকল্প সাহয্য ৫৭৪৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল কিন্তু জিটিজেড খরচ করেছে ৫৯০৯.৬৪ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রকল্প সাহায্য এর চেয়ে ১.৩৮% বেশী ব্যয় হয়ছে। জিওবি পার্সোনাল খাতে বরাদ্দকৃত ৮৪.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়নি কারণ কোন জনবল এ প্রকল্পের নিয়োগ করা হয়নি। প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

৮.১ বিদেশী বিশেষজ্ঞঃ অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ১৭৫ জনমাসের জন্য ২৪০৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে প্রকৃত পক্ষে ১৬৫ জনমাস এর জন্য মোট ২২৭২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার অর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৩৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৪.২৮%।

৮.২ স্থানীয় বিশেষজ্ঞঃ অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ৪২০ জনমাসের জন্য ১০০০.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে মোট ১০০০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ছে। যার আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.৩ সহায়ক জনশক্তিঃ অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী সহায়ক জনশক্তি খাতে ২৭০ জনমাসের জন্য ১০০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে প্রকৃত পক্ষে ৩৩৪ জনমাসের জন্য ব্যয় হয়েছে ১৪৭.৬৪ লক্ষ টাকা। এতে করে বাস্তব অগ্রগতি ২৩.৭০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.৬৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮.৪ আর্থিক অনুদানঃ বিজিএমইএ এর জন্য সংস্থানকৃত ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগ্রগতি ১১০%, বিকেএমইএ এর জন্য সংস্থানকৃত ৪০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা যার অর্থিক অগ্রগতি ১১২.৫০%, পিএসপি এর জন্য বরাদ্দকৃত ৩০০.০০ লক্ষ টাকার আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং এনজিও এর জন্য বরাদ্দ ছিল ২৭৫.০০ লক্ষ টাকা বিপরীতে খরচ হয়েছে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা যার অর্থিক অগ্রগতি ১০৯.০৯%। উল্লিখিত কয়েকটি খাতে আর্থিক ব্যয় (১০%+১২.৫০%+০৯.৯%=৩১.৫৯%) বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮.৫ প্রশিক্ষণ (স্থানীয় ও বৈদেশিক): স্থানীয় প্রশিক্ষণ খাতে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৫.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক ব্যয়ের ৮৯% বেশী এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষনের জন্য ৯০.০০ লক্ষ টাকা বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০৪.৫০ লক্ষ টাকা যার আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬.১১%।

৮.৬ অপারেশনাল খরচঃ অপারেশনাল খাতে টিপিপিতে সংস্থানকৃত ২৫৬.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.৮০%।

৮.৯ আসবাবপত্রঃ আসবাবপত্র খাতে টিপিপিতে সংস্থানকৃত ৩৭০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পেয়েছে ০৪.০৫%। আসবাবপত্রগুলো এনজিও আওয়াজ ফাউন্ডেশন এবং কর্মজীবি নারী এর বিভিন্ন শাখা অফিসে এবং অন্যান্য এনজিওতে সরবরাহ করা হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ প্রকল্পটির তিনটি Component এবং প্রতিটি Component এর আলাদা Objective রয়েছেঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন
Component- 1:	To improve the economic, regulatory and institutional framework for developing the garment sector and coordinating donor inputs in the private sector.	(ক) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত GTZ দাতা হিসেবে জিওবি এর সাথে জাতীয় শ্রম আইন ২০০৬ সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নানা রকম কার্যক্রম গ্রহণ করে। এতদবিষয়ে ২০০০ ফ্যাক্টরীতে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয; (খ) ফ্যাক্টরীর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন document তৈরী করে GTZ ; (গ) তিন দিন ব্যাপী প্রতি বৎসর মে দিবসের তাৎপর্যের উপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে GTZ; (ঘ) বাংলাদেশ শ্রম আইন প্রণয়নে GTZ input প্রদান করে এবং তা International Code of Conduct এর সাথে সমন্বয় সাধন করেছে কিনা তা নিরূপন করেছে।
Component- 2:	To develop vocational and technical training measures to meet relevant RMG skill development market needs	(ক) যে কোন পণ্যের উৎপাদন নির্ভরশীল শ্রমিকের দক্ষতা এবং শ্রমিকের যোগ্যতা এর উপর । শ্রমিকের দক্ষতা এবং যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ফ্যাক্টরী সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন
		which are in line with market requirements.	প্রশিক্ষনের ফলে দেখা যায় যে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। বিভন্ন বিষয়ের উপর মোট ৫৮টি ফ্যাক্টরীর সর্বমোট ১০৭১ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতদব্যতিত বিজিএমইএ এর ১০০ জন সদস্যকে উৎপাদন উন্নয়ন এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; (খ) বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ তে Productivity Improvement Cell (PIC) স্থাপন করা হয়েছে এবং তাদের আর্থিক কারিগরী এবং উপদেশ সহায়তা GTZ প্রদান করে।
Component- 3:		(ক) To improve the social compliance status in factories as stipulated in the National labor law and by the International code of conduct. This will also focus on socially and ecological sustainable management at different production stages of the supply chain.	(ক) রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোতে Compliance Monitoring Cell স্থাপন করা হয়; (খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টেক্সটাইল সেল এ Social Compliance Forum গঠন করা হয়; (গ) বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ এর Social Compliance Officer দের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয; (ঘ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নতুন নিয়োগপত্রপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর দের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয ; (ঙ) বিকেএমইমএ এবং বিজিএমইএ এর Human Resource Cell (HRC) উন্নয়ন সাধন করা হয় এবং সুপারভাইজরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। (চ) বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ এর জন্য পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরিদর্শক তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে তাঁরা Factory Inspect, audit grade and evaluate করে।
		(খ) To improve the application of Environmental Standards in the RMG sector.	(ক) Bangladesh Institute of Management (BIM) এ Social Compliance Faculty সৃষ্টি করা হয়; (খ) Diploma Course ৬মাস ব্যাপি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং (গ) ছয় সপ্তাহ, বার সপ্তাহ এবং ছয় মাস ব্যাপি Chemical Management and Energy Management বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের মোট ৪৫০জন কে বিআইএম এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয। (ঘ) ফ্যাক্টরীর পরিবেশ মনিটর করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ফ্যাক্টরির বর্জ এবং দূষিত পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দূষণ রোধ করার নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন
		(ঙ) বুয়েটের আর্কিটেকচার বিভাগে Environment Engineering and Green Factory Building বিষয়ক একটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১০। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ** জনাব মোঃ মোস্তফা মহিউদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানুয়ারী, ২০০৯ হতে এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব এ.টি.এম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মে ২০১০ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১। **সমস্যাঃ**

১১.১ অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা বেশী ব্যয় এবং অনুমোদিত আওতার অপেক্ষা বেশী পরিধিতে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের অনুমোদিত অর্থায়নের ধারাও মেনে চলা হয়নি। কারণ হিসেবে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে বৈদেশিক সাহায্যের (ইউরো) বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে মোট প্রকল্প সাহায্যের চেয়ে ৮০.৬৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। এ অবস্থায় টিপিপিটি সংশোধন করা হয়নি। (পিসিআর এর পৃষ্ঠানং -৩, অনুচেছদ ৯.২)

১১.২ এ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি জিটিজেড কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত হয়েছে। জিটিজেড এর সাথে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় এর অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

১১.৩ জিওবি পার্সোনাল খাতে টাকা বরাদ্দ থাকলেও তা খচর করা হয়নি ।

১২। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১২.১ অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা বেশী ব্যয় এবং অনুমোদিত আওতার অপেক্ষা বেশী পরিধিতে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের অনুমোদিত অর্থায়নের ধারাও মেনে চলা হয়নি। এ অবস্থায় টিপিপিটি সংশোধন করা জরুরী ছিল। ভবিষ্যতে অন্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনার পূণরাবৃত্তি না হওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়কে সজাগ থাকতে হবে।

১২.২ ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয়ের বিষয়ে সুস্পষ্ট নিদের্শনা টিপিপিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

১২.৩ জিওবি'র টাকা সংস্থান রাখার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা রাখা যায়।

সাপোর্ট টু বাংলাদেশ আরএমজি সেক্টর ইন দি পোষ্ট এফএমএ
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (ইপিবি)
৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮০১.১০	-	৮০১.১০	জুন /০৬ হতে জুন /১০ (৪ বছর)	-	জুন /০৬ হতে জুন /১০ (৪ বছর)	-	-

৫। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	GKK	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	২	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	প্রকল্প জনবল (কর্মকর্তা)	জন	২	৩২.০০	২ (১০০)	৩২.০০ (১০০)
২।	প্রকল্প জনবল (কর্মচারী)	জন	৬		৬ (১০০)	
৩।	ভ্রমণ, বৈদেশিক সফর (ইউনিডো স্টাফসহ)	থোক	থোক	৫৪.০০	-	৫৪.০০ (১০০)
৪।	অফিস ভাড়া ও অন্যান্য	থোক	থোক	৯.৬০	-	৯.৬০ (১০০)
৫।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	জন	৬	২০.০০	৬ (১০০)	২০.০০ (১০০)
৬।	স্থানীয় প্রশিক্ষণ /সেমিনার	জন	৬৮০	৩২.৩০	৬৮০ (১০০)	৩২.৩০ (১০০)
৭।	আন্তজার্তিক বিশেষজ্ঞ	জনমাস	৭ জন ,২৬ জনমাস)	৩৪০.০০	৭ জন (২৬ জনমাস) (১০০)	৩৪০.০০ (১০০)
৮।	স্থানীয় বিশেষজ্ঞ	জনমাস	০৪ জন, ২১ জনমাস	৩৫.০০	৪ জন, ২১ জনমাস (১০০)	৩৫.০০ (১০০)

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	GKK	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	**২**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**
৯।	অন্যান্য	থোক		৩৬.৪০	-	৩৬.৪০ (১০০)
১০।	প্রাশসনিক খরচ	-	-	৪৫.৮০	-	৪৫.৮০ (১০০)
	<u>ইপিবি এবং বাণিজ্যমন্ত্রণালয় এর জন্য</u>					
১১।	হেভী ডিউটি ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২	৪.৬০	--	
১২।	এয়ার কন্ডিশনার	সংখ্যা	৪	২.০০	--	
১৩।	মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস	’’	২	৩.০০	--	
১৪।	ল্যাপটপ, প্রিন্টার ইউপিএস	’’	২	৩.০০	---	
১৫।	কম্পিউটার টেবিল চেয়ার	’’	২	০.৪০	--	
১৬।	ফ্যাক্স মেসিন, আইএসডি টেলিফোনসহ	’’	২	২.০০	---	
	উপ-মোট			**১৫.০০**		**১৫.০০ (১০০)**
১৭।	ইকুইপমেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিজ	’’	-	১৮১.০০	-	১৮১.০০ (১০০)
	মোট			**৮০১.১০**	**১০০%**	**৮০১.১০ (১০০%)**

৬। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ</u> **প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।**

৭। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমিঃ</u>**

<u>উদ্দেশ্যঃ</u> প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মাল্টিফাইবার এ্যারেজমেন্ট তথা কোটা প্রথা বিলুপ্তির পর বাংলাদেশে তৈরি পোষাক রপ্তানিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে উম্মুক্ত প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে এ শিল্পের জন্য উপযুক্ত কৌশল বের করার পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহায়তা করা। এছাড়াও এই খাতে সরকারী বেসকারী খাতের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা দেওয়া। প্রকল্পটি চারটি প্রধান ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করবেঃ-(১) কারিগরী এবং বাজারজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে মানব সম্পদ উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, (২) সম্মুখ ও পশ্চাত মূখী সংযোগ শিল্প সমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়ন (৩) নতুন পন্য, উন্নত শিল্প নীতি এবং সমন্বয় সাধন (৪) তথ্য সেবা, বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পন্য উন্নয়ন এবং SMTC (standard, metrology, testing and certification) এর মাধ্যমে বাজার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

৭.১ **পটভুমিঃ** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ’’Post MFA Development Strategy and Technical Assistance for the RMG Sector’’ শীর্ষক এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, গার্মেন্টস শিল্প টিকে থাকা এবং উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল গ্রহণ এবং সরকারের নীতি সংক্রান্ত কাঠামো তে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় নিত্য নতুন পণ্য উদ্ভাবন, লিড টাইম হ্রাস, নির্ভরযোগ্য এবং গুনগত পণ্য সেবা প্রদানের সক্ষমতা সৃষ্টি বাংলাদেশ RMG Sector এর উন্নয়নে অন্যতম শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া দক্ষতাসম্পন্ন জনবল, উন্নত প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষনের অভাব এ খাতের অন্যতম সমস্যা। এ সমস্যা দুরীকরণের লক্ষ্যেই আলোচ্য কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশর গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার এবং রপ্তানীকারকদের সংগঠন

বিজিএমইএ কর্তৃক স্থাপিত BGMEA Institute of Fashion & Technology (BIFT) এবং Center for Export and Product Development (CEPD) এর সাংগঠনিক এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।

৭.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ **প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক মোট ৮০১.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য ২৬ মার্চ ২০০৭ তারিখে অনুমোদিত হয়।**

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

মোট ব্যয়	বাংলাদেশ সরকার	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
৮০১.১০	১০২.০০	৬৯৮.৭০	ইইউ/ইউএনআইডিও

৭.৫। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ** ইইউ/ইউএনআইডিও এর সহায়তায় কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির মোট প্রাক্কালিত ব্যয় ৮১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমান ৮১০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট ব্যয়ের ১০০%।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ

৭.৬ ভ্রমণ, বৈদেশিক সফর (ইউনিডো স্টাফসহ) **:** এখাতে জুন ২০১০ পর্যন্ত বরাদ্দছিল ৫৪.০০ লক্ষ টাকা যার আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে (১০০%)। ভ্রমণ ও বৈদেশিক সফর এর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ

(ক) London College of Fashion (LCF) ইউকে তে ৮ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ৫-১১ নভেম্বর ০৬ পর্যন্ত Stuty Tour এ যান ;

(খ) Niederrhein University (NU) of Germany and ITMA exhibition in Munich এ জার্মানীতে ১৩-২১ সেপ্টেম্বর ০৭ পর্যন্ত ১১ সদস্যের প্রতিনিধিদল Study Mission এ যান;

(গ) Germany Belgium & Netherlands এ ০২-০৯ নভেম্বর ০৮ পর্যন্ত ৭ সদস্যের Bangladesh Textile Delegation Study Tour এ যান;

(ঘ) International workshop on physical testing of textile Materials Bursa, Turkey তে ১৭-২৮ নভেম্বর ০৮ পর্যন্ত ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন;

(ঙ) Garment Technology & Textile Processing, IMB Cologne in Germany এবং London College of Fashion of University Arts London এর উপর জার্মনীতে এবং ইউকে তে ২০-২৮ এপ্রিল ০৯ পর্যন্ত ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি High Level study Mission সফর করেছেন।

৭.৭ বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এর জন্য বরাদ্দ ছিল ২০.০০ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (১০০%) অর্জিত হয়েছে। Training on physical Testing of Textile Materials-Part-1 এবং Training on physical Testing of Textile Materials-Part-2 এর উপর ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল ১৭-২৮ নভেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত এবং ১২-২২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত Bursa, Turkey তে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৭.৮ স্থানীয় প্রশিক্ষণ/ সেমিনার **:** ১২০০ জনের জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও সেমিনার খাতে ব্যয় হয়েছে ৩২.৩০ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে। দু'টি গ্রুপে স্থানীয় প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। TOT এর উপর ১২ ব্যাচে ২৭০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। BIFT এর ছাত্রদের ৫ ব্যাচে ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৬৮০ জন অংশগ্রহণকারী কে নিয়ে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ওয়ার্কশপ ও সেমিনার স্থানীয় ভাবে আয়োজন করা হয়েছে।

৭.৯ বিদেশী বিশেষজ্ঞঃ এখাতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত ৭ জনের বিপরীতে ২৬ জনমাসের জন্য বরাদ্দছিল ৩৪০.০০ টাকা। ৮ জন বিদেশী বিশেজ্ঞ IT & CAD/CAM, Marketing, Clothing Technology and Machinery, Fashion Marketing, Libraries, Creative Pattern Techonology এবং Industrial Clothing Techonology এর উপর **কাজ করেছেন যার আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।**

৭.১০ **স্থানীয় বিশেষজ্ঞঃ** জুন ২০১০ পর্যন্ত ৪ জন স্থানীয় বিশেষজ্ঞ এর বিপরীতে ২১ জনমাসের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৫.০০ লক্ষ টাকা। ৪ জন স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সাথে সমন্বয় করে একই বিষয়ের উপর কাজ করেছেন। যার আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগিত অর্জিত হয়েছে (১০০%)।

৭.১১ **ইপিবি এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর জন্য বরাদ্দ : ইপিবি এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য হেভী ডিউটি ফটোকপিয়ার,** এয়ার কন্ডিশনার, **মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর,** ল্যাপটপ, প্রিন্টার ইউপিএস, কম্পিউটার টেবিল চেয়ার, ফ্যাক্স মেসিন, আইএসডি টেলিফোনসহ ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ ছিল ১৫.০০ লক্ষ টাকা। এখাতে বরাদ্দকৃত টাকা ইপিবি এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত ইকুইপমেন্ট খাতে ব্যয় না করে বিআইএফটি এর CAD ট্রেনিং এর জন্য সফট্ওয়ার ক্রয় করা হয়েছে। সফ্টওয়ার ক্রয়ে বিআইএফটি এর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রমে খুবই সহায়ক হয়েছে। সফটওয়ার টি নতুন CAD রুমে স্থাপন করা হয়েছে। এ সফ্টওয়ার এর ফলে বিআইএফটি প্রতি বছর Apparel Manufacturer & Techonogoy, Knitwear Manufacturer & Technology and Design Technology এর উপর বি.এস.সি অনার্স কোর্স এর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ সৃস্টি করতে পেরেছে।

৭.৯ **ইকুইপমেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিজ :** এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৮১.০০ লক্ষ টাকা যার পুরাটাই ব্যয় হয়েছে এবং আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ অর্জিত হয়েছে (১০০%)। বরদ্দকৃত অর্থ দ্বারা বিআইএফটি এর আইটি ইকুইপমেন্ট, ডিজাইন ইকুইপমেন্ট, সুইচ ল্যাব ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। উল্লিখিত ইকুইপমেন্টের দ্বারা বিআইএফটির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। যার সুফল বিআইএফটির অধ্যায়নরত ছাত্র ছাত্রীরা Laboratory এর সুবিধা পেয়েছে এবং তাদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
১।	প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মাল্টিফাইবার এ্যারেজমেন্ট তথা কোটা প্রথা বিলুপ্তির পর বাংলাদেশে তৈরি পোষাক রপ্তানিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে উম্মুক্ত প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে এ শিল্পের জন্য উপযুক্ত কৌশল বের করার পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহায়তা করা। এছাড়াও এই খাতে সরকারী বেসকারী খাতের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা দেওয়া। প্রকল্পটি চারটি প্রধান ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করবেঃ-(১) কারিগরী এবং বাজারজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে মানব সম্পদ উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, (২) সম্মুখ ও পশ্চাত মূখী সংযোগ শিল্প সমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়ন (৩) নতুন পন্য, উন্নত শিল্প নীতি এবং সমন্বয় সাধন (৪) তথ্য সেবা, বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ পন্য উন্নয়ন এবং SMTC (standard, metrology, testing and certification) এর মাধ্যমে বাজার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।	১।	প্রকল্পের আওতায় মাল্টিফাইবার এ্যারেজমেন্ট তথা কোটা প্রথা বিলুপ্তির পর বাংলাদেশে তৈরি পোষাক রপ্তানিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে উম্মুক্ত প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে এ শিল্পের জন্য উপযুক্ত কৌশল বের করার পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়াও এই খাতে সরকারী বেসকারী খাতের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি চারটি প্রধান ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ-(১) কারিগরী এবং বাজারজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে মানব সম্পদ উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, (২) সম্মুখ ও পশ্চাত মূখী সংযোগ শিল্প সমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে (৩) নতুন পন্য, উন্নত শিল্প নীতি এবং সমন্বয় সাধন করা হয়েছে (৪) তথ্য সেবা, বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ পন্য উন্নয়ন এবং SMTC (standard, metrology, testing and certification) এর মাধ্যমে বাজার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা এ উদ্দেশ্যে SMTC অংশ টি এ প্রকল্পের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ নয় ফলে প্রকল্প পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায় যে এ বিষয়ে কোন Certification সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শন করা প্রকল্প কর্মকর্তা কর্তৃক সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া সব উদ্দেশ্য সাধন হয়েছে।

৯। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ**

প্রকল্পের শুরুতে জনাব মোঃ ফরহাদুল হোসেন, পরিচালক, এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো ০১/০৭/২০০৬ হতে ১/০২/০৮ পর্যন্ত নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে জনাব এম আব্দুর রহমান, পরিচালক, এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো ১/০৩/২০০৮ হতে ০১/০৬/২০১০ পর্যন্ত নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১০। **সমস্যাঃ**

১০.১ ইপিবি এবং বাণিজ্যমন্ত্রণালয় এর জন্য **হেভী ডিউটি ফটোকপিয়ার,** এয়ার কন্ডিশনার, **মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর,** ল্যাপটপ, প্রিন্টার ইউপিএস, কম্পিউটার টেবিল চেয়ার, ফ্যাক্স মেসিন, আইএসডি টেলিফোনসহ ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ ছিল ১৫.০০ লক্ষ টাকা। টিপিপি এর সংস্থানকৃত টাকা যথাযথ খাতে ব্যয় না করে অর্থাৎ এখাতে বরাদ্দকৃত টাকা বিআইএফটি এর CAD ট্রেনিংর জন্য সফট্ওয়্যার ক্রয় করা হয়েছে। এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে তার জন্য উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে কিনা তার কোন সুনিদৃষ্ট ব্যাখ্যা পিসিআর এ উল্লেখ নেই। পরিদর্শনকালেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি।

১০.২ প্রকল্প পরিদর্শন কালে লক্ষ্য করা যায় যে এ প্রকল্পের চার নং উদ্দেশ্যটির SMTC অংশ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভূক্ত যুক্তিযুক্ত হয়নি।

১০.৩ প্রকল্পের টিপিপিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ইপিবির ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক এ খাতে ব্যবহার না করে সফটওয়্যার ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা হয়েছে । কিন্তু তা মন্ত্রণালয় হতে যথাযথভাবে তদারকি করা হয়নি বলে অনুমিত হয়।

১০.৪ পরিদর্শনে এবং PCR এর আর্থিক ব্যয় পর্যালোচনা করে জানা যায় ৪জন স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ছিল। কিন্তু PCR এ শুধু ২জন স্থানীয় বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

১১। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১১.১ ইপিবি এবং বাণিজ্যমন্ত্রণালয় এর জন্য **হেভী ডিউটি ফটোকপিয়ার,** এয়ার কন্ডিশনার, **মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর,** ল্যাপটপ, প্রিন্টার ইউপিএস, কম্পিউটার টেবিল চেয়ার, ফ্যাক্স মেসিন, আইএসডি টেলিফোনসহ ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ ছিল ১৫.০০ লক্ষ টাকা। টিপিপি এর সংস্থাকৃত টাকা যথাযথ খাতে ব্যয় না করে বিআইএফটি এর CAD ট্রেনিংর জন্য সফট্ওয়ার ক্রয় করা হয়েছে । এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের যে বিধিবিধান রয়েছে তা পালন করা হয়নি বিধায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারে।

১১.২ ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নের সময় উদ্দেশ্য নির্ধারণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্কতা অবলম্বন করার নিমিত্ত সুপারিশ করা যেতে পারে।

১১.৩ প্রকল্পের টিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের গৃহীত কর্মকান্ড ও সুবিধাদির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো।

১১.৪ প্রকল্প সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ তথ্য সমৃদ্ধ PCR প্রণয়নে অধিকতর যত্নবান থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো।

বাংলাদেশ কোয়ালিটি সাপোর্ট এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন প্রোগ্রাম
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০০৯)

১।	প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়া
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	আন্তর্জাতিক ট্রেড সেন্টার (আইটিসি, জেনেভা) এবং রপ্তানী প্রোমোশন ব্যুরো।
৩।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (ডিসেম্বর,২০০৯ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৭২২.০০	১৯২৯.৪৫	১৮৫৯.৯৮	মার্চ, ২০০৬ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ (২ বছর)	মার্চ, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯ (৩ বছর ৮ মাস)	মার্চ, ২০০৬ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯ (৩ বছর ৮ মাস)	-	১ বছর ৮ মাস (৮৩.৩৩%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	**অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ**	**অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**			**প্রকৃত বাস্তবায়ন (ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত)**	
		একক	**বাস্তব**	**আর্থিক**	**বাস্তব (%)**	**আর্থিক (%)**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**
১।	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	জনমাস	২৩	৭৮৭.৪৬	২৩ (১০০)	৮১০.৭৬ (১০৩)
২।	জাতীয় পরামর্শক	জনমাস	৩৪	২৩৭.১৩	২৮ (৮২.৩৫)	১৮৪.৯৩ (৭৮)
৩।	প্রজেক্ট পার্সোনাল জিওবি	জনমাস	৫	৩০.০০	৪ (৮০.০০)	২৮.২২(৯৪.০৬)
৪।	প্রজেক্ট পার্সোনাল অন্যান্য	জনমাস	৫	৩৪.৫৬	৩ (৬০.০০)	১৩৫.০৭ (৩৯১)
৫।	সরজ্ঞামাদি	সংখ্যা	৪৫	২৪.৭৩	৪৫ (১০০)	২৫.৬২(১০৩.৫৯)
৬।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪	৬১.২৯	৪ (১০০)	১৭৫.৫১(২৮৬.৩৫)
৭।	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪৮	১৬৯.৬৯	৪২ (৮৭.৫০)	১৩৫.৮০ (৮০)
৮।	সিডি ভ্যাট		থোক	১০.০০	-	-
৯।	অন্যান্য		থোক	৫৭৪.৫৯	থোক	৩৬৪.০৬(৬৩.৩৫)
	মোট :			**১৯২৯.৪৫**		**১৮৫৯.৯৮(৯৬.৩৯)**

৬। **অসমাপ্ত কাজের বিবরণ ও কারণঃ** এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আইটেমের মধ্যে সিডি ভ্যাট বাবদ কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত গাড়ী ক্রয় না করার জন্য এ খাতে ব্যয়ের প্রয়োজন হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা গেছে।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ;

ক) রপ্তানী বাজার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রপ্তানী দ্রব্যের মান বজায় রাখা, যথাযথভাবে প্যাকেটজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং নির্ধারিত রীতি/পদ্ধতি অনুসরণে যাচাই ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি;

খ) WTO চুক্তির TBT (Technical barriers to Trade) এবং SPS (Sanitary and Phyto Sanitary) এর সুবিধা গ্রহণের জন্য বাণিজ্য খাতের যোগ্যতা বৃদ্ধি;

গ) বাংলাদেশের উৎপাদন ও রপ্তানী শিল্পের মান ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন করা।

ঘ) বাংলাদেশী প্যাকেজিং শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উন্নীত করার জন্য কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধি, বিশেষত্ব রপ্তানীমুখী এসএমই শিল্প সমূহের চাহিদা পূরণে সক্ষম স্থানীয় প্যাকেজিং শিল্পের বিকাশ সাধন;

ঙ) হর্টিকালচার খাতে রপ্তানী সম্ভাব্যতা অনুধাবন, সম্ভাব্য বাজার সমূহের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, বাজার কৌশল উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;

চ) বাছাইকৃত বাণিজ্যিক খাতসমূহের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাণিজ্যে প্রবেশের লক্ষ্যে Value Chain পদ্ধতির প্রয়োগ এবং ক্রয় সংক্রান্ত কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং

ছ) রপ্তানীকারক, উৎপাদনকারী এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহকারীদের Total Quality Management এর সম্পর্কে ধারণা প্রদান করাই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৭.২ **পটভূমিঃ** WTO চুক্তির প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও রপ্তানী পণ্যের বহুমুখীকরণ, হর্টিকালচার খাতে রপ্তানী সম্ভাবনা যাচাই, প্যাকেজিং শিল্পের উন্নয়নের উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে EC (European Commission) ও বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে আন্তজার্তিক বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ টি ও) ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের গুনগতমান বৃ&&দ্ধ ও বাজার সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানী পণ্যের বহুমুখীকরণ, হর্টিকালচার খাতে রপ্তানী সম্ভাবনা যাচাই, প্যাকেজিং শিল্পের উপর জোর দেয়ার জন্য (WTO) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানীকারকদের জন্য সচেতনতা বৃ&&দ্ধর লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ** মূল প্রকল্পটি ২৫ জুন ২০০৬ তারিখে ১৭২২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাচ,র্ ২০০৬ হতে ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সময়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২৭ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়। মূল অনুদানের পরিমাণ ঠিক থাকলেও ইউরোর বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের মেয়াদ আরো ১ বছর বৃদ্ধি করে গত ১০/১১/২০০৯ তারিখে প্রকল্পটি দ্বিতীয় বার সংশোধিত আকারে অনুমোদন করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন এর আর্থিক সহায়তা (গ্রান্ট) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.৫ **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

ডিসেম্বর'২০০৯ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষিত হয়েছে। ডিসেম্বর'২০০৯ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮৫৯.৯৮ লক্ষ টাকা (৯৮.৯১%) এবং বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে প্রায় ৯৫%। বিগত ১৪/০৩/২০১১ তারিখে প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা ও প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনীত হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যাবতীয় আসবাবপত্র ও ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে এবং স্থানীয় ৪২ জন জনবলের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। সার্বিকভাবে দেখা যায় প্রকল্পটির বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭.৬ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

৭.৬.১ **আন্তর্জাতিক পরামর্শকঃ** আরটিপিপি'র আওতায় প্রকল্পের ২৩ জনমাসের জন্য ৭৮৭.৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৮১০.৭৬ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগগ্রতি ১০৩%। তবে এ ব্যয়ের যাবতীয় খরচ ইউরোপীয়ান কমিশন হতে করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। এ খাতে বরাদ্দের চেয়ে ২৩.৩০ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপমীহ।

৭.৬.২ **জাতীয় পরামর্শকঃ** আরটিপিপি'র আওতায় প্রকল্পের ৩৪ জনমাসের জন্য ২৩৭.১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। এ খাতে ২৮ জনমাসের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ১৮৪.৯৩ লক্ষ টাকা যার আর্থিক ও বাস্তব অগগ্রতি যথাক্রমে ৭৮% ও

৮২.৩৫%। এ খাতে বরাদ্দের চেয়ে ৫২.২০ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে। ৬ জন পরামর্শক নিয়োগ কম দেয়ার কারণে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা সম্ভব হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৭.৬.৩ **প্রজেক্ট পার্সোনাল জিওবিঃ** আরটিপিপি'র আওতায় প্রকল্পের ৫ জনের জন্য ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। এ খাতে ৪ জনমাসের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ২৮.২২ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগগ্রতি ৯৪.০৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। এ খাতে বরাদ্দের চেয়ে ১.৭৮ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে। এ খাতে ১ জন প্রজেক্ট পার্সোনালকে নিয়োগ দেয়ার পর তিনি চাকুরী হতে ইস্তফা দেয়ায় এ খাতে আর জনবলের প্রয়োজন না থাকায় পুনরায় আর কোন জনবল নিয়োগ না দেওয়ায় বাকী অর্থ খরচ করা হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৭.৬.৪ **প্রজেক্ট পার্সোনাল অন্যান্যঃ** আরটিপিপি'র আওতায় প্রকল্পের ৫ জনের জন্য ৩৪.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। কিন্তু এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১৩৫.০৭ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগগ্রতি ৩৯১% ও বাস্তব অগ্রগতি ৬০%। এ খাতে বরাদ্দের চেয়ে ১০০.৫১ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপমীহ। এ খাতে ৫ জন প্রজেক্ট পার্সোনাল নিয়োগ দেওয়ার কথা থাকলেও ৩ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি কম হলেও আর্থিক অগ্রগতি বেশী হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দের চেয়ে অর্থ বেশী খরচ হওয়া সত্বেও বাস্তব অগ্রগতি কম হওয়ার ব্যাখ্যা প্রকল্প পরিচালক দিতে পারেননি। এ খাতের সম্পূর্ণ ব্যয় আইটিসি জেনেভা হতে করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা যায়।

৭.৬.৫ **যন্ত্রপাতিঃ** আরটিপিপি'র আওতায় প্রকল্পের ৪৫ টি যন্ত্রাংশ ও আসবাবপত্রের জন্য ২৪.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ২৫.৬২ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগগ্রতি ১০৩.৫৯% ও বাস্তব অগগ্রতি ১০০%। এ খাতে বরাদ্দের চেয়ে ০.৮৯ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপমীহ। প্রকল্পের শর্ত মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তির পর ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রসমূহ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তারা এখন অফিসিয়াল কাজে এগুলো ব্যবহার করছে বলে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা যায়।

৭.৬.৬ **বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ** আরটিপিপি'র আওতায় প্রকল্পের ৪টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য ৬১.২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। কিন্তু এ খাতে ৪টি বৈদেশিক প্রশিক্ষন বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১৭৫.৫১ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগগ্রতি ২৮৬.৩৫% ও বাস্তব অগগ্রতি ১০০%। এ খাতে প্রকল্প পরিচালক ২ বার যথাক্রমে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভ্রমণ করেছেন। উপ-প্রকল্প পরিচালক ১ বার SPS training এর জন্য থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন এবং জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী ১ বার Packaging Training এর জন্য ভারত গমণ করেছেন। এ খাতে বরাদ্দের চেয়ে ১১৪.২২ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করা হয়েছে, যা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপমীহ।

৭.৬.৭ **স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ** আরটিপিপি'র আওতায় প্রকল্পের ৪৮ জন স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য ১৬৯.৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এ খাতে ৪২ জনের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে ১৩৫.৮০ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগগ্রতি ৮০% ও বাস্তব অগগ্রতি ৮৭.৫০% । এ খাতে বরাদ্দের চেয়ে ৩৩.৮৯ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে। ৬ জনকে প্রশিক্ষণ না দেয়ার কারণে বাকী অর্থ খরচ করা হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা গেছে। পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টর এর অফিসিয়াল ও বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিরা Packaging, SPS, Value Change Approach ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

৭.৬.৯ **অন্যান্যঃ** আরটিপিপি'র আওতায় প্রকল্পের অন্যান্য খাতের জন্য থোক ৫৭৪.৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। এ খাতের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ৩৬৪.০৬ লক্ষ টাকা যার আর্থিক অগগ্রতি ৬৩.৩৬%। কি কি কাজে এ ব্যয় করা হয়েছে তা প্রকল্প পরিচালক পরিদর্শনের সময় জানাতে পারেননি। তিনি জানিয়েছেন এ খাতের যাবতীয় ব্যয় আইসিটি জেনেভা এবং ইউরোপীয়ান কমিশন করেছে।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) রপ্তানী বাজারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রপ্তানী দ্রব্যের মান বজায় রাখা, যথাযথভাবে প্যাকেটজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং নির্ধারিত রীতি/পদ্ধতি অনুসরণে যাচাই ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি;	ক) দ্রব্যের মান বজায় রাখা, রপ্তানী বাজারের চাহিদা নিরূপনের বিষয়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার করা হয়েছে এবং রপ্তানী বাজারের তুলনামূলক একটি হ্যান্ডবুক আইটিসি, জেনেভা এবং ডিসিসিআই ঢাকা কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।
খ) WTO চুক্তির TBT (Technical barriers to Trade) এবং SPS (Sanitary and Phyto Sanitary) এর সুবিধা গ্রহণের জন্য বাণিজ্য খাতের যোগ্যতা বৃদ্ধি;	খ) এ সকল বিষয়ের উপরে প্রকল্প এলাকায় ৪টি প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ করা হয়েছে ফলে প্রশিক্ষণ /ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী ৪২ জন কর্মকর্তা ও অন্যান্য আমন্ত্রিত কর্মকর্তাবৃন্দ TBT (Technical barriers to

গ) বাংলাদেশের উৎপাদন ও রপ্তানী শিল্পের মান ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন করা। ঘ) বাংলাদেশী প্যাকেজিং শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উন্নীত করার জন্য কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধি, বিশেষত্ব রপ্তানীমুখী এসএমই শিল্প সমূহের চাহিদা পূরণের সক্ষম স্থানীয় প্যাকেজিং শিল্পের বিকাশ সাধন; ঙ) হর্টিকালচার খাতে রপ্তানী সম্ভাব্যতা অনুধাবন, সম্ভাব্য বাজারসমূহের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, বাজার কৌশল উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ; চ) বাছাইকৃত বাণিজ্যিক খাতসমূহের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাণিজ্যে প্রবেশের লক্ষ্যে Value Chain পদ্ধতির প্রয়োগ এবং ক্রয় সংক্রান্ত কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং ছ) রপ্তানীকারক, উৎপাদনকারী এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহকারীদের Total Quality Management এর সম্পর্কে ধারণা প্রদান করাই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।	Trade) এবং SPS (Sanitary and Phyto Sanitary) এর উপর দক্ষতা অর্জন করেছে। গ) বাংলাদেশের উৎপাদন ও রপ্তানী শিল্পের মান ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে সক্ষম করে তোলার জন্য ৪২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঘ) প্যাকেজিং ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরী করা হয়েছে, আইসিটি জেনেভা এবং প্যাকেজিং এসোসিয়েশন এর মধ্যে MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে। ১৭ জনকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঙ) এ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একটি হ্যান্ডবুক প্রকাশ করা হয়েছে। চ) আইসিটি জেনেভা এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরো এর সহযোগিতায় ৫টি সেক্টরকে সনাক্ত করে একটি স্ট্র্যাটেজি ইনফরমেশন কমিটি গঠন করে তাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ছ) এ বিষয়ে ৪২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১০। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	যোগদান	বদলী	মন্তব্য
১।	শাহিদ হাসান, উপ-সচিব	১৯/১১/২০০৬	৩১/১২/২০০৯	পূর্ণকালীন

১১। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১১.১ **আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা ভংগ**

মন্ত্রণালয়ের পিসিআর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, অনেক অংগের যেমন, আন্তর্জাতিক পরামর্শক, প্রজেক্ট পার্সোনাল, অন্যান্য খাত, যন্ত্রপাতি ক্রয়, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অংগে প্রাক্কলিত বরাদ্দের চেয়ে অননুমোদিতভাবে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। এসকল অংগের অননুমোদিতভাবে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। এ ধরনের অননুমোদিত অতিরিক্ত ব্যয় আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি জরুরীভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১১.২ **অন্যান্য খাতের ব্যয় বিবরণী না পাওয়া**

প্রকল্পের অন্যান্য ব্যয় নামক আইটেমের থোক হিসেবে ব্যয়িত অর্থ কি কাজে খরচ করা হয়েছে তার সঠিক কোন তথ্য বা ব্যয় বিভাজন না দেয়ায় এ আইটেমের কাজ সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা পাওয়া যায়নি এবং পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক এ খাতের ব্যয় সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারেননি।

১২. **সুপারিশঃ**

১২.১ অননুমোদিতভাবে প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয় করে মোট প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে থেকে প্রকল্পের আন্তর্জাতিক পরামর্শক, প্রজেক্ট পার্সোনাল, অন্যান্য খাত, যন্ত্রপাতি ক্রয়, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অংগে নির্ধারিত বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে, যা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপমীহ। এ ধরণের প্রবণতা রীতিবিরুদ্ধ। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.২ প্রকল্পের অন্যান্য খাত নামক ৯ নং অংগে যে ব্যয় করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোন তথ্য পরিদর্শনকালে তাৎক্ষনিকভাবে দেখাতে না পারার কারণ মন্ত্রণালয় ক্ষতিয়ে দেখতে পারে।

Strengthening of FBCCI Research Base
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ।
৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বাণিজ্য মন্ত্রাণালয়।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩০০.০০	৩০০.০০	২৬৫.১১	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত (২ বছর)	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত(২ বছর)	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত (২ বছর)	-	-

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন'২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১।	Sectoral Survey on Industries	সংখ্যা	৫টি সার্ভে	৭৫.০০	৫ টি (১০০)	৭৫.০০ (১০০)
০২।	নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিবীড় পরিবীক্ষণ	থোক	থোক	১৪.০০	থোক (১০০)	১৪.০০ (১০০)
০৩।	ষ্টাডি ও রিসার্স	সংখ্যা	২টি	৩০.০০	২ টি (১০০)	৩০.০০(১০০)
০৪	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১০টি ব্যাচ	১৫.০০	১০ টি (১০০)	১৫.০০(১০০)
০৫।	Data base Development	থোক	থোক	১২.০০	থোক (১০০)	১২.০০ (১০০)
০৬।	Overseas studies and Orientations at Trade related Research and Entrepreneurs Institutes	সংখ্যা	২টি ব্যাচ	৪৫.০০	৭ জন (২২.৪৭)	১০.১১(২২.৪৭)
০৭।	সেমিনার/কনফারেন্স	থোক	থোক	২৫.০০	থোক (১০০)	২৫.০০ (১০০)
০৮।	রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্ট ও নেটওয়ার্কিং	থোক	থোক	১৫.০০	থোক (১০০)	১৫.০০ (১০০)
০৯।	লাইব্রেরী উন্নয়ন, বই ও জার্নাল ক্রয়	থোক	থোক	৫.০০	থোক (১০০)	৫.০০ (১০০)
১০।	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স	সংখ্যা	২টি	৫.০০	২টি (১০০)	৫.০০ (১০০)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন'২০১০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১।	ষ্টেশনারী	থোক	থোক	৪.০০	থোক (১০০)	৪.০০ (১০০)
১২।	ওভারহেড এন্ড মেইনটেনেন্স	থোক	থোক	৪.০০	থোক (১০০)	৪.০০ (১০০)
১৩।	যানবাহন ভাড়া	থোক	থোক	৬.০০	থোক (১০০)	৬.০০ (১০০)
১৪।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২০টি	২.৬০	২০টি (১০০)	২.৬০ (১০০)
১৫।	রিসার্চ সেলের সংস্কার	থোক	থোক	২০.০০	থোক (১০০)	**২০.০০(১০০)**
১৬।	কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৬টি	১৬.৪০	১৬টি (১০০)	**১৬.৪০(১০০)**
১৭।	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৫টি	৬.০০	৫টি (১০০)	**৬.০০(১০০)**
	মোটঃ			৩০০.০০		**২৬৫.১১ (৮৮.৩৭)**

৬. **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** আলোচ্য প্রকল্পে Overseas studies and Orientations at Trade related Research and Entrepreneurs Institutes খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হয়নি। মন্ত্রণালয় হতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য সরকারী আদেশ না পাওয়ায় এ খাতে পর্যাপ্ত ব্যয় করা যায়নি বলে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা গেছে।

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমিঃ

৭.১ উদ্দেশ্য

ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো Public-Private Partnership কার্যকর করা এবং তা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটানো এবং এফবিসিসিআইকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করা ;

খ) এফবিসিসিআই এর কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে রিসার্চ বেইজ জোরদারকরণ। ভবিষ্যতে নীতি ও কৌশলপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা নির্ধারণে সার্ভে, ষ্টাডি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে এফবিসিসিআই'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এফবিসিসিআই'র জনবল এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যার ফলে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৭.২ **পটভুমিঃ** বেসরকারী খাতকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এফবিসিসিআই সমসহ চেম্বার এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ সংগঠন হিসেবে বেসরকারী খাতের স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে। এফবিসিসিআই ৮৩টি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এবং ২৫৯ ট্রেড এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর শীর্ষ সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। বেসরকারী খাতের স্বার্থ খাতের স্বার্থকে সমুন্নত রাখার জন্য এফবিসিসিআই বানিজ্যিক, শিল্প ও আর্থিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এফবিসিসিআই বিদেশী বিভিন্ন ট্রেডে এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এসোসিয়েশন, অন্যান্য মার্কেন্টাইল এবং বেসরকারী সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছে। ইহা ১৪৭টি স্থায়ী এবং স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে বেসরকারীখাতে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। তাছাড়া, নিদিষ্ট ইস্যুতে সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে এবং বিভিন্ন টাক্স ফোর্সে এফবিসিসিআই বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থ সমুন্নত রাখার জন্য এফবিসিসিআই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন UNDP, ESCAP, UNESCO, UNIDO, ITC, WTO, WORLD BANK, IDB ADB ইত্যাদির কাজ সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে।

এ সকল কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে বিশেষ করে সরকারের নীতি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন চেম্বার বডিকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানে ইহার নিজস্ব আস্থা তৈরীতে ; এসএমই উন্নয়নে এবং ব্যবসার উৎকর্ষ সাধনে এফবিসিসিআই'র একটি শক্তিশালী Research Base থাকা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে এফবিসিসিআই'র Research Base কে শক্তিশালী করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮. **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন**
মূল প্রকল্পটি ১৫.১১.২০০৮ তারিখে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির কোন মেয়াদ বৃদ্ধি বা সংশোধন হয়নি।

৯. **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব (জিওবি) অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। **এডিপিতে Japanese Debt Cancellation Fund হতে এ অর্থের সংস্থান করা হয়েছে।**

১০. **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ** প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যাবলীর মধ্যে Sectoral Survey on Industries, স্টাডি ও রিসার্স, স্থানীয় প্রশিক্ষণ, ডাটা বেজ ডেভেলপমেন্ট, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, রিসার্স সেলের সংস্কার ইত্যাদি কার্যক্রম করা হয়। এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় Overseas studies and Orientations at Trade related Research and Entrepreneurs Institutes বাবদ অর্থ সংস্থান থাকলেও তা করা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হয়নি। সার্বিকভাবে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ**

১১.১ **Sectoral Survey on Industries** t টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির Sectoral Survey on Industries খাতে ৪ টি সার্ভে বাবদ ৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ৫ টি সার্ভে করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে ৭৫.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। সার্বে ৫ টি হলো 1) Light Engineering Products, 2) Energy and Electronics, 3) Electrical and Electronics, 4) Rubber and Plastics and 5) Agricultural Products and Agroprocessing.

১১.২ **নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিবীড় পরিবীক্ষণঃ** টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিবীড় পরিবীক্ষণ খাতে থোক বাবদ ১৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ১টি স্টাডি করে ব্যয় করা হয়েছে ১৪.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। MIDAS firm করা হয়েছে এবং ১টি সেমিনার করা হয়েছে।

১১.৩ **ষ্টাডি ও রিসার্সঃ** টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির ষ্টাডি ও রিসার্স খাতে ২টি স্টাডি বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৩০.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। স্টাডি ২ টি হলোঃ ১) Study on Investment Direction in Bangladesh for the Next Decade এবং ২) Making Direct Chamber and Association Effective and Functional. সেমিনার আয়োজন করে স্টাডি দুটি চুড়ান্ত করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা গেছে।

১১.৪ **স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ** টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির স্থানীয় প্রশিক্ষণ খাতে ১০ টি ব্যাচে মোট ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১৫.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। FBCCI এর যারা রিসার্স এর কাজে জড়িত, সংঘঠনের মেম্বার ও ব্যবসায়ী সদস্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ৩ দিন করে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েঠে বলে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা গেছে। প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে এ প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা উপকৃত হয়েছে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১.৫ **Data base Development** টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির Data base Development খাতে থোক বাবদ ১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১২.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রাত্যহিক সকল পণ্যের দর সংরক্ষণ করে রাখা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত তথ্য সংগ্রহ করা হ&&ছ বলে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা গেছে।

১১.৬ **Overseas studies and Orientations at Trade related Research and Entrepreneurs Institutest** টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির Overseas studies and Orientations at Trade related Research and Entrepreneurs Institutes খাতে ২টি ব্যাচে মোট ৪৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১০.১১ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ২২.৪৭%। মাত্র ৭ জন কর্মকর্তা মালয়েশিয়া ও ভারতে ভ্রমণ করেছেন। অন্যান্য বাকী অর্থ মন্ত্রণালয় হতে সরকারী আদেশ না পাওয়ায় ব্যয় করা হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালকক হতে জানা গেছে।

১১.৭ **সেমিনার/কনফারেন্স :** টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির সেমিনার/কনফারেন্স খাতে থোক ২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ২৫.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। ২০০৯ সালে ১৪ টি এবং ২০১০ সালে ৩টিসহ মোট ১৭ টি সেমিনার করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক হতে তথ্য পাওয়া গেছে।

১১.৮ **রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্ট ও নেটওয়ার্কিং:** টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্ট ও নেটওয়ার্কিং খাতে থোক বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১৫.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। বর্তমানে রেকর্ড ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্ট ও নেটওয়ার্কিং এর কাজ চলছে বলে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা গেছে।

১১.৯ লাইব্রেরী উন্নয়ন, বই ও জার্নাল ক্রয়ঃ টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির লাইব্রেরী উন্নয়ন, বই ও জার্নাল ক্রয় খাতে থোক বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৫.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। বইও জার্নাল ক্রয় করে স্তুপাকারে রাখা হয়েছে এখনো ব্যবহার উপযোগী করা হয়নি।

১১.১০ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্সঃ টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স খাতে ২টি সার্ভে রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশসন্স বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৫.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। এ অর্থ ব্যয় করে রিপোর্টসমূহ প্রিন্টিং করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরি◌ালক হতে জানা গেছে।

১১.১১ ষ্টেশনারীঃ টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির ষ্টেশনারী খাতে থোক বাবদ ৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৪.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। কাগজ, কলম, সেন্সল, স্ট্যাপলার ইত্যাদি ষ্টেশনারীসমূহ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ক্রয় করা হয়েছে এবং ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা গেছে।

১১.১২ ওভারহেড এন্ড মেইনটেনেন্সঃ টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির ওভারহেড এন্ড মেইনটেনেন্স খাতে থোক বাবদ ৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৪.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%।

১১.১৩ যানবাহন ভাড়াঃ টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির যানবাহন ভাড়া খাতে থোক ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৬.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের কাজে মাইক্রোবাস ও কার ভাড়া করা হয়েছিলো বলে প্রকল্প পরিচালকহতে জানা গেছে।

১১.১৪ আসবাবপত্রঃ টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির আসবাবপত্র খাতে ২০টি আসবাবপত্র সংগ্রহ বাবদ ২.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ২০টি আসবাবপত্র সংগ্রহ ব্যয় করা হয়েছে ২.৬০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। আসবাবপত্রগুলো অটবি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মান ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বর্তমানে আসবাবপত্রসমূহ সনাক্তকরণ চিহ্ন দিয়ে অফিসিয়াল কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

১১.১৫ রিসার্চ সেলের সংস্কারঃ টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির রিসার্চ সেলের সংস্কার খাতে থোক বাবদ ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ২০.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। রিসার্স সেলের সংস্কার করা হযেছে কিন্তু এখনো ব্যবহার শুরু করা হয়নি।

১১.১৬ কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতিঃ টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি খাতে ১৬ টি কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ১৬.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১৬.৪০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। কম্পিউটারগুলো অফিসে ব্যবহার করতে দেখা গেছে এবং সনাক্তকরন চিহ্ন দেয়া হয়েছে।

১১.১৭ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি : টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি খাতে ৫টি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৬.০০ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতির ১০০%। বৈদূতিক যন্ত্রপাতি গুলোর মধ্যে ২টি এয়ার কন্ডিশনার বর্তমানে অফিসে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

১২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো Public-Private Partnership কার্যকর করা এবং তা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটানো এবং এফবিসিসিআইকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করা;	ক) প্রকল্পের আওতায় Public-Private Partnership কার্যকর করার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটানো এবং এফবিসিসিআইকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
খ) এফবিসিসিআই এর কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে রিসার্চ বেইজ জোরদারকরণ। ভবিষ্যতে নীতি ও কৌশলপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা নির্ধারণে সার্ভে, ষ্টাডি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে এফবিসিসিআই'র সক্ষমতা বৃদ্ধি। এফবিসিসিআই'র জনবল এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যার ফলে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	খ) এফবিসিসিআই এর রিসার্চ বেইজ জোরদারকরণ, ভবিষ্যতে নীতি ও কৌশলপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা, ষ্টাডি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে এফবিসিসিআই'র সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্ঠা নেয়া হয়েছে। এফবিসিসিআই'র জনবল এবং অন্যান্যদের স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার ফলে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় তবে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত করতে না পারায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কিছুটা ব্যহত হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়।

১৩। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় এফবিসিসিআই'র জনবল এবং অন্যান্যদের আংশিক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ফলে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পেতে সমস্যা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কিছুটা ব্যহত হয়েছে।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	যোগদান	বদলী	মন্তব্য
১।	জনাব আফসারুল আরিফিন যুগ্ম-সচিব, এফবিসিসিআই	১১/০২/২০০৮	অদ্যবধি	খন্ডকালীন

১৫. সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও সমস্যা

১৫.১ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৭ টি অংগের মধ্যে Overseas studies and Orientations at Trade related Research and Entrepreneurs Institutes বাবদ ১টি অংগ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৬ টি অংগের ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন পুরোপুরি একই রকম হয়েছে। এমনকি এসব অংগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের বিপরীতে (ভৌত ও আর্থিক) কোন তারতম্য হয়নি। এটি একটি লক্ষ্যনীয় বিষয়।

১৫.২ **বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ না করাঃ** টিপিপি-র আওতায় প্রকল্পটির Overseas studies and Orientations at Trade related Research and Entrepreneurs Institutes খাতে ২টি ব্যাচে মোট ৪৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে মাত্র ৭ জন কর্মকর্তা মালয়েশিয়া ও ভারতে ভ্রমণ করেছেন। টিএ প্রকল্পের মূল কাজের মধ্যে একটি হলো ট্রেনিং কিন্তু এ প্রকল্পে ট্রেনিং খাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হয়নি ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়।

১৫.৩ **লাইব্রেরী উন্নয়ন, বই ও জার্নাল ক্রয় করে তা স্তুপ করে রাখা :** প্রকল্পের আওতায় লাইব্রেরী উন্নয়ন, বই ও জার্নাল ক্রয় করে তা একটি রুমে স্তুপাকারে রাখা হয়েছে। লাইব্রেরীর র¨vK স্থপান করে বই ও জার্নালসমূহ সাজিয়ে এখনো লাইব্রেরী উন্নয়ন করা হয়নি। ফলে ক্রয়কৃত বই ও জার্নালসমূহ এখনো পুরোপুরি ব্যবহার উপযোগী করে রাখা হয়নি। এসকল বই ও জার্নালসমূহ যথাস্থানে স্থাপন করে দ্রুত ব্যবহার না করলে নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা থেকে যাবে।

১৫.৪ **প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রণয়নে বিলম্বঃ** প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষনার ৩ মাসের মধ্যে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটি গত ৩০ জুন ২০১০ তারিখে সমাপ্ত হয় কিন্তু পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ৬ মাস পরে। ফলে প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হয় যা অনভিপ্রেত।

১৫.৫ **পিসিআর এ তথ্যগত ভুলঃ** পিসিআর এ ২ নং আইটেমে কস্ট ওভার রান না হওয়া সত্বেও ৮৮.৩৭% কস্ট ওভার রান দেখানো হয়েছে যা সঠিক নয়। এছাড়া পিসিআর এর ৫ পৃষ্ঠায় আইটেমওয়ারী ইউনিট এর পরিবর্তে কয়েকেটি স্থানে বাস্তব সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬। সুপারিশ/মতামত

১৬.১ cK‡íi †gvU 17 wU As‡Mi g‡a¨ Overseas studies and Orientations at Trade related Research and Entrepreneurs Institutes eve` 1wU AsM e¨ZxZ Aewkó 16 wU As‡Mi wecix‡Z †fŠZ I Aw_K j¶¨gvÎv cKí †k‡l ARY c‡ivcwi GKB Av‡Q| welqwUi Z_¨MZ mwVKZv mswkó gšYvjq/ms¯v KZK hvPvB Kivi AeKvk i‡q‡Q|

১৬.২ প্রকল্পটির বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করতে না পারার কারণ মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১৬.৩ লাইব্রেরীর র্যাক স্থপান করে বই ও জার্নালসমূহ সাজিয়ে এখনো পুরোপুরি ব্যবহার উপযোগী না করার কারণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে এসকল বই ও জার্নালসমূহ যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.৪ প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষনার ৩ মাসের মধ্যে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল না করার কারণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে ভবিষ্যতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে অনভিপ্রেত জটিলতা নিরসন করে যথাসময়ে পিসিআর প্রণয়ন করা হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.৫ ভবিষ্যতে সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ পিসিআর প্রণয়নে সতর্ককতা অবলম্বন করার জন্য সুপারিশকরা হলো।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীন ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ০১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। '' **Strengthening BPSC's Organizational Structure with Emphasis on its Recruitment Functions**'' শীর্ষক প্রকল্প।

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকালঃ** সমাপ্ত প্রকল্পটি অনুমোদিত ব্যয় ও মেয়াদেকালের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

৩। **ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির/ হ্রাসের কারণঃ** ব্যয় ও মেয়াদবৃদ্ধির/হ্রাসের প্রয়োজন হয়নি।

৪। **সমাপ্ত প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজের পরিমাণ ও ধরন/প্রকৃতিঃ** অলোচ্য প্রকল্পের মূল বাস্তবায়ন কার্যক্রম ১১/০৩/২০০৪ তারিখে EMTAP কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ৩১/১২/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। ফলে তদপ্রেক্ষিতে পিএসসি'র বাস্তবায়নাধীন Component গুলো ঐ তারিখে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। ব্যক্তি পরামর্শক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্ভর কারিগরি সাহায্যপুস্ট এই প্রকল্পটি গ্রহণের পর থেকে পিপিআর অনুসরণ করে Lead Consultant, Procurement Consultant and Finance & Accounts Specialist নিয়োগ করা হয়। অতঃপর প্রকল্পের অন্যান্য Component সংশ্লিষ্ট কাজের Policy, Strategic Implementation Plan, ব্যক্তি পরামর্শক এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের TOR ইত্যাদি তৈরি করার পর বিশ্বব্যাংকের সম্মতিক্রমে মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর পিপিআর অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরামর্শক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকা অবস্থায় সেপ্টেম্বর, ২০০৯ মাসে মূল EMTAP সমাপ্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাওয়া যায়। ফলে প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। যার ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্পটি একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং ইহার অধিকাংশ অঙ্গাই ছিল ব্যক্তি পরামর্শক ও ফার্ম ভিত্তিক। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ পর্যাপ্ত ছিলনা বলে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকল্পর অন্তর্গত সমুদয় কাজ সম্পাদন করা যায়নি। সময় স্বল্পতার কারনে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গা প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ সঠিক সময়ে নিয়োগ করা যায়নি।	ভবিষ্যতে এ ধরণের ব্যক্তি পরামর্শক ও ফার্ম নির্ভর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প হাতে নিলে Realistic time frame নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে।
ঘন ঘন স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি বদলী জনিত কারনে বাস্তবায়ন কাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়েছে।	ঘন ঘন স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি বদলীর বিষয়ে ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা সমীচীন হবে।

Strengthening BPSC's Organizational Structure with Emphasis on its Recruitment Functions
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০০৯ খ্রিঃ)

০১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

০২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

০৩। প্রকল্পের অবস্থান : তেজগাঁও, ঢাকা।

০৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		বৈদেশিক মুদ্রা স্থানীয় মুদ্রা	প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সংশোধিত			মূল	সংশোধিত			
		৫০.০০	৯৫.৮২					
৭০০.০০	-	৬৫০.০০		জানুয়ারী,২০০৮ হতে ডিসেম্বর,২০০৯	-	মার্চ,২০০৮ হতে ডিসেম্বর,২০০৯	-	-

৬.০ **<u>সাধারন পর্যবেক্ষণঃ</u>**

৬.১ **<u>পটভূমিঃ</u>**

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আয়োজিত নিয়োগ পরীক্ষাসমূহকে যুগোপযোগী করার জন্য ইতোপূর্বে দু'টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। মোট ১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে বিশ্ব ব্যাংকের প্রকল্প সহায়তায় ১৯৮৮-৯০ মেয়াদে সমাপ্ত "Institutional Development of Bangladesh Public Service Commission" শীর্ষক প্রথম প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে MCQ পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। মোট ১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্প সহায়তায় ১৯৯৩-৯৬ মেয়াদে সমাপ্ত "Institutional Improvement of Bangladesh Public Service Commission" শীর্ষক দ্বিতীয় প্রকল্প সমাপ্তির পর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে মোট ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এ দু'টি প্রকল্প সমাপ্তির পর দীর্ঘ এক দশকে আর কোন নতুন প্রকল্প বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে গ্রহণ করা হয়নি। এ দীর্ঘ সময় ব্যবধানে নিয়োগ প্রার্থীদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু পরীক্ষা পদ্ধতি, সহায়ক জনবল, সরঞ্জাম প্রভৃতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে, সরকারি চাকুরীতে মেধাবী প্রার্থী বাছাইয়ে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের জন্য কমিশনের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা, পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত করা, সময়মত পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষক্ষ্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সম্পূর্ণ প্রকল্প সাহায্য মোট ৭০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগষ্ট, ২০০৭ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১০ মেয়াদের আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়েছে।

৬.২ **<u>উদ্দেশ্যঃ</u>**

ক) রির্পোটিং এবং একাউন্টিবিলিটি নর্মস প্রতিষ্ঠাসহ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে যুক্তিযুক্ত করা;

খ) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

গ) জন প্রশাসনে মেধাবী কর্মকর্তা নিয়োগে লক্ষক্ষ্য পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত করা এবং

ঘ) পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সময়মত পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

৭.০ **<u>প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ</u>**

আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির উপর গত ১০/১২/২০০৭ তারিখে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসপিইসির সভার সুপারিশের আলোকে গত ১০ মার্চ, ২০০৮ তারিখে ৭০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০০৯ বাস্তবায়ন মেয়াদে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প সাহায্যের উৎস হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক।

৮.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	শেষ
১।	জনাব মোঃ মোস্তফা গাউছুল হক উপ-সচিব	০৭/২/২০০৮	৩১/১২/২০০৯

৯.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির মুল কার্যক্রম হলো কনসালটেন্ট-লীড নিয়োগ, কনসালটেন্ট আইসিটি ফার্ম নিয়োগ, কনসালটেন্ট এক্সজামিনেশন মেনেজমেন্ট ফার্ম নিয়োগ, কনসালটেন্ট প্রকিউরমেন্ট নিয়োগ, বৈদেশিক/স্থানীয় প্রশিক্ষণ, ষ্টাডি ট্যুর ও যন্ত্রপাতি ক্রয়।

১০. অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংঙ্গের নাম	একক	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১.		২.	৪.	৫.	৬.	৭.
১।	কনসালটেন্ট (লীড)	জনমাস	৫০.০০	৭ জনমাস	২৯.৭০	৪.২ জনমাস
২।	কনসালটেন্ট আইসিটি ফার্ম	থোক	৭০.০০	থোক	-	২০%
৩।	কনসালটেন্ট এক্সজামিনেশন মেনেজমেন্ট ফার্ম	থোক	৭০.০০	৬ জনমাস	-	২০%
৪।	কনসালটেন্ট-কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট	জনমাস	১৫.০০	৬ জনমাস	-	২০%
৫।	কনসালটেন্ট-অর্গানাইজেশনাল রিস্ট্রাকচারিং	জনমাস	৭.৫০	৩ জনমাস	-	২০%
৬।	কনসালটেন্ট-প্রকিউরমেন্ট	জনমাস	২৪.০০	২৪ জনমাস	৩.৮৫	৪ জনমাস
৭।	স্পেশালিস্ট ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টস	জনমাস	৬.০০	২৪ জনমাস	২.৩১	৭ জনমাস
৮।	সার্ভে	সংখ্যা	২০.০০	৩টি	-	২০%
৯।	বৈদেশিক/স্থানীয় প্রশিক্ষণ	জন	৭৫.০০	৭/৭০ জন	১১.০৭	১৩৫ জন
১০।	স্টাডি ট্যুর	জন	৭০.০০	২০ জন	২৫.২৫	১০ জন
১১।	ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মিটিং	থোক	১৫.০০	থোক	১.১৫	২%
১২।	কনজুমেবল ও অন্যান্য	থোক	২১.৫০	থোক	১১.৩৬	৩০%
১৪।	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৪৬.০০	৬০টি	৭.২৫	৫%
১৫।	আসবাবপত্র	থোক	১০.০০	থোক	৩.৮৫	৪০%
			৭০০.০০		৯৫.৮২	

১০.২। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত IDA সাহায্যপুষ্ট EMTAP এর open component এর আওতায় গৃহীত "Strengthening BPSC's Organizational Structure with Emphasis on its Recruitment Functions" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন মূল কার্যক্রম

১১/০৩/২০০৪ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ৩১/১২/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। ফলে তদপ্রেক্ষক্ষতেপিএসসি'র বাস্তবায়নাধীন Component গুলোও ঐ তারিখে সমাপ্ত গোষণা করা হয়। ব্যক্তি পরামর্শক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্ভর কারিগরি সাহায্যপুষ্ট এই প্রকল্পটি গ্রহণের পর থেকে পিপিআর অনুসরণ করে Lead Consultant, Procurement Consultant and Finance & Accounts Specialist নিয়োগ করা হয়। অতঃপর প্রকল্পের অন্যান্য Component সংশ্লিষ্ট কাজের Policy, Strategic Implementation Plan, ব্যক্তি পরামর্শক এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের TOR ইত্যাদি তৈরি করার পর বিশ্বব্যাংকের সম্মতিক্রমে মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর পিপিআর অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরামর্শক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকা অবস্থায় সেপ্টেম্বর, ২০০৯ মাসে মূল EMTAP সমাপ্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাওয়া যায়। ফলে প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। তবে বিশ্বব্যাংক পিএসসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমেন্তাষজনক আখ্যায়িত করে বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ বাস্তাবায়নের অঙ্গীকার করে (পিসিআরের সাথে কপি সংযুক্ত)।

১১.০। **পরিদর্শিত এলাকাঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষক্ষ্য আইএমইডি কর্তৃক গত ৩/৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন।

১১.১। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ

১১.২। কনসালটেন্ট (লীড): প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে কনসালটেন্ট (লীড) পরামর্শক খাত বাবদ ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান ছিল। উহার বিপরীতে ২৯.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। একজন আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। ৭ জনমাস পরমর্শক সেবার বিপরীতে ৪.২ পরামর্শক সেবা ব্যবহৃত হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

১১.৩। কনসালটেন্ট আইসিটি ফার্মঃ প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে কনসালটেন্ট আইসিটি ফার্ম বাবদ ৭০.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ছিল। উক্ত অঙ্গের কোন টাকাই ব্যয় হয়নি।

১১.৪। কনসালটেন্ট এক্সজামিনেশন মেনেজমেন্ট ফার্মঃ প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে কনসালটেন্ট এক্সজামিনেশন মেনেজমেন্ট ফার্ম বাবদ ৭০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এখাতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

১১.৫। কনসালটেন্ট-কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টঃ প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে (৬ জনমাস) কনসালটেন্ট কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট খাত বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উহার বিপরীতে কোন টাকাই ব্যয় হয়নি।

১১.৬। কনসালটেন্ট-অর্গানাইজেশনাল রিস্ট্রাকচারিং: টিপিপিতে (৩ জনমাস) কনসালটেন্ট- অর্গানাইজেশনাল রিস্ট্রাকচারিং খাত বাবদ ৭.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উহার বিপরীতে কোন টাকাই ব্যয় হয়নি।

১১.৭। কনসালটেন্ট (প্রকিউরমেন্ট): প্রকল্পের আওতায় কনসালটেন্ট (প্রকিউরমেন্ট) খাত বাবদ বরাদ্দ ছিল ২৪.০০ লক্ষ টাকা। এখাতে ব্যয় হয়েছে ৩.৮৫ লক্ষ টাকা। একজন দেশীয় পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়। টিপিপিতে ২৪ জনমাস পরমর্শক সেবার বিপরীতে ৭ জনমাস পরামর্শক সেবা ব্যবহৃত হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ১৬.০৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৬.৬৬%।

১১.৮ স্পেশালিস্ট ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টসঃ টিপিপিতে এখাতে ৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উহার বিপরীতে ২.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। একজন দেশীয় পরমার্শক নিয়োগ দেয়া হয়। ২৪ জনমাস পরমর্শক সেবার বিপরীতে ৭ জনমাস পরমর্শক সেবা ব্যবহৃত হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২২.৯০%।

১১.৯। সার্ভেঃ প্রকল্পের আওতায় ৩টি সার্ভে বাবদ বরাদ্দ ছিল ২০.০০ লক্ষ টাকা। এখাতে কোন টাকাই খরচ হয়নি।

১১.১০। বৈদেশিক/স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ টিপিপিতে বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ (৭/৭০ জনের) জন্য ৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উহার বিপরীতে ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীসহ মোট ১৩৫ জনকে বিয়াম ফাউন্ডেশনে বেসিক কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এখাতে ব্যয় হয়েছে ১১.০৭ লক্ষ টাকা।

১১.১১। স্টাডি ট্যুরঃ টিপিপিতে ২০ জনের স্টাডি ট্যুর বাবদ ৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ১০ জনকে স্টাডি ট্যুরের জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এখাতে খরচ হয়েছে ২৫.২৫ লক্ষ টাকা।

১১.১২। ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মিটিং: টিপিপিতে এখাতে বরাদ্দ ছিল ১৫.০০লক্ষ টাকা। এখাতে খরচ হয়েছে ১.১৫ লক্ষ টাকা।

১১.১৩। কনজুমেবল ও অন্যান্যঃ টিপিপিতে এখাতে বরাদ্দ ছিল ২১.৫০ লক্ষ টাকা। এখাতে খরচ হয়েছে ১১.৩৬ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৩০% যা পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

১১.১৪। যন্ত্রপাতিঃ টিপিপিতে ৬০টি কম্পিউটার, সার্ভার, ইউপিএস, প্রিন্টার, ডিজিটাল ফটোকপিয়ার ক্রয় বাবদ ২৪৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখাতে খরচ হয়েছে ৭.২৫ লক্ষ টাকা। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা প্রজেক্ট প্রিপারেটরী পর্যায়ের কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ২.৯৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫% যা পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১.১৫। আসবাবপত্রঃ টিপিপিতে আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখাতে ব্যয় হয়েছে ৩.২৫ লক্ষ টাকা। প্রজেক্ট প্রিপারেটরি পর্যায়ের কিছু আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। আসবাবপত্রের গুণগতমান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সমন্তোষজনক মনে হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪০%।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) রির্পোটিং এবং একাউন্টিবিলিটি নর্মস প্রতিষ্ঠাসহ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে যুক্তিযুক্ত করা;	১) TOR অনুযায়ী কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ২) বিপিএসসি ওয়েব সাইট ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। ৩) পিইসি কর্তৃক EOI গ্রহণ ও মুল্যায়ন পক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য শর্টলিষ্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। ৪) শর্টলিষ্ট অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ এবং বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করায় প্রকল্পের আওতায় এ উদ্দেশ্যে পরার্শক নিয়োগ করা যায়নি। ফলে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।
খ) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	১) প্রশিক্ষণ নীতি এবং বাস্তবায়ন কৌশল পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। ২) ৫০ জন ১ম শ্রেণী ও ২৫ জন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাকে কম্পিউটারের উপর বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩) পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৩০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪) ৬০ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীকে বেসিক কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
গ) জন প্রশাসনে মেধাবী কর্মকর্তা নিয়োগে লক্ষক্ষ্য পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত করা।	১) TOR অনুযায়ী কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ২) বিপিএসসি ওয়েব সাইট ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। ৩) পিইসি কর্তৃক EOI গ্রহণ ও মুল্যায়ন পক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য শর্টলিষ্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। ৪) শর্টলিষ্ট অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার জন্য সমুদয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
ঘ) পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সময়মত পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	১) TOR অনুযায়ী EMS ফার্ম এবং আইসিটি কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ২) বিপিএসসি ওয়েব সাইট ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। ৩) পিইসি কর্তৃক EOI গ্রহণ ও মুল্যায়ন পক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য শর্টলিষ্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। ৪) শর্টলিষ্ট অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ এবং বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করায় প্রকল্পের আওতায় এ উদ্দেশ্যে পরার্শক নিয়োগ করা যায়নি। ফলে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

১৩। **উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** অলোচ্য প্রকল্পের মূল বাস্তবায়ন কার্যক্রম ১১/০৩/২০০৪ তারিখে EMTAP কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ৩১/১২/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। ফলে তদপ্রেক্ষক্ষতে পিএসসি'র বাস্তবায়নাধীন Component গুলো ঐ তারিখে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। ব্যক্তি পরামর্শক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্ভর কারিগরি সাহায্যপুস্ট এই প্রকল্পটি গ্রহণের পর থেকে পিপিআর অনুসরণ করে Lead Consultant, Procurement Consultant and Finance & Accounts Specialist নিয়োগ করা হয়। অতঃপর প্রকল্পের অন্যান্য Component সংশ্লিষ্ট কাজের Policy, Strategic Implementation Plan, ব্যক্তি

পরামর্শক এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের TOR ইত্যাদি তৈরি করার পর বিশ্বব্যাংকের সম্মতিক্রমে মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর পিপিআর অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরামর্শক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকা অবস্থায় সেপ্টেম্বর, ২০০৯ মাসে মূল EMTAP সমাপ্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাওয়া যায়। ফলে প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। যার ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

১৪.০ সমস্যাঃ

১৪.১ **লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতি কমঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ৭০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯ মেয়াদে নির্ধারিত ছিল। মেয়াদ শেষে প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৯৫.৮২ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতি একেবারেই কম হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যবস্থপনার কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে বলে মনে হয়।

১৪.২ **প্রকল্পের স্বল্পকালীন বাস্তবায়ন মেয়াদঃ** অলোচ্য প্রকল্পটি একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং ইহার অধিকাংশ অঙ্গাই ছিল ব্যক্তি পরামর্শক ও ফার্ম ভিত্তিক। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ পর্যাপ্ত ছিলনা বলে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকল্পর অন্তর্গত সমুদয় কাজ সম্পাদন করা যায়নি। সময় স্বল্পতার কারনে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ সঠিক সময়ে নিয়োগ করা যায়নি। পিপিআর অনুযায়ী ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হলেও ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। অধিকমন্তু প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে শুরু হলেও প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে মার্চ, ২০০৮ তারিখে। তাছাড়া প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস বিশ্ব ব্যাংক থেকে অনুমোদন পেতেও দেরী হয়েছে বলে জানা গেছে।

১৪.৩ **পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকাঃ** অলোচ্য প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব খন্ডকালীন দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজ-কর্মে তিনি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন বিধায় প্রকল্পের কাজ-কর্মে সময় ব্যয় করা সম্ভব হয়ে উঠেনি যারদরুণ প্রকল্পটির কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হয়েছে।

১৪.৪ **ঘন ঘন স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি বদলীঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ১ বছরের মধ্যে ৫ জন স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি বদলী হয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। যার জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে বিভিন্ন ক্ষক্ষত্রে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়েছে।

১৫.০ সুপারিশঃ

১৫.১. প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে।

১৫.২ ভবিষ্যতে এ ধরণের ব্যক্তি পরামর্শক ও ফার্ম নির্ভর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প হাতে নিলে Realistic time frame নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে।

১৫.৩ ভবিষ্যতে নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হলে যথাসম্ভব পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৫.৪ ঘন ঘন স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি বদলীর বিষয়ে ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা সমীচীন হবে।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা :** ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিতে বিদ্যুৎ বিভাগের বিপরীতে অন্তর্ভূক্ত ১৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :** সমাপ্ত ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে ১১টি মূল অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয় এবং ৩টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে, প্রকল্প ৩টির ব্যয় বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২০.১৭%, ৩০% ও ৯৯%। এছাড়া ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের মধ্যে সমাপ্ত হয় এবং ১১টির ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি ঘটে, প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নকালের বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭৫%, ২০%, ৮০%, ৫০%, ২৫%, ১২৫%, ১০০%, ২৩০%, ১০০%, ৭৫% ও ২৭৫%।

৩। **ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধির কারণ :** বাস্তবায়ন পর্যায়ে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির মূল্য বৃদ্ধি, নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধি, জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব ও জমির মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। একই কারণে প্রকল্প সংশোধণ, পূনঃদরপত্র আহবান করা হয় যার ফলে প্রকল্পে বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে।

৪। **প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশ :**

সমস্যা	সুপারিশ
১। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের অত্যাধিক বিলম্ব	১। প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রযোজন।
২। কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	২.ক। কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। ২.খ। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৩। আর্থিক শৃংঙ্খলার ব্যত্যয়	৩। বিভিন্ন অর্থবছরে বরাদ্দের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলার আলোকে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
৪। প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত।	৪। বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহণ পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৫। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত।	৫.ক। প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। ৫.খ। পল্ললী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষ্যতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ি পূর্ণকাল্লীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচাল্লক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৬। পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব।	৬। প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

সান্ট কমপেনসেশন এ্যাট গ্রীড সাব-স্টেশনস (১৩২ কেভি) বাই ক্যাপাসিটর ব্যাংকস (সং)
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

০১। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)।

০৩। প্রকল্পের এলাকাঃ আমিন বাজার ও রামপুরা (ঢাকা), হাটহাজারী (চট্টগ্রাম), মাদারীপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, ঈশ্বরদী (পাবনা)।

০৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ**

প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	প্রাক্কলিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) মোট টাকা (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৩১৪.৫০ ৪০২৩.৫০ ৭২৯১.০০	৫৩৭৮.৭০ ২০১৪.৭০ ৩৩৬৪.০০	৪৯৫৪.৯০ ১৮৫৬.৭০ ৩০৯৮.২০	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৬ (১ বছর)	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১০ (৫ বছর)	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১০ (৫ বছর)	প্রযোজ্য নয়	৪ বছর (৪০০%)

০৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ**

(আর্থিক পরিমাণঃ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর^	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	জনবল (বেতন/ভাতা)	১৬ জন	৯৬.৩১	১৬ জন (১০০%)	৯৬.৩১ (১০০%)
২।	ভূমি উন্নয়ন (খুলনা, যশোর ও ঈশ্বরদীতে)	২১৪৫ বর্গমিটার	১২.১০	২১৪৫ বর্গমিটার (১০০%)	১২.১০ (১০০%)
৩।	পূর্ত নির্মাণ (৮টি বৈদ্যুতিক গ্রিড উপকেন্দ্রে ট্র্যাঞ্চ ও ড্রেনেজ সিস্টেম সম্প্রসারণ, বিদ্যমান কিছু কাঠামো/ভিত্তি অপসারণ ও পুনঃনির্মাণ, ক্যাপাসিটর ব্যাংকের চারিদিকে স্টিল ফেন্সিং ইত্যাদি)	থোক	৩৫৯.০৬	থোক	৩৪৭.৬৭ (৯৬.৮%)
৪।	**যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহঃ**				
৪.১	১৩২ কেভি ক্যাপাসিটর ব্যাংক (প্রতিটি ২২.৫ এমভিএআর ক্ষমতার)	২০ সেট	৭১৫.৫০		২৮৯০.৭৫ (৯২.৫%)
৪.২	১৩২ কেভি বে	১০ সেট	২৪১০.৬৫		
৪.৩	টুলস, প্লান্ট, টেস্ট ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রাংশ	থোক	২৪১.২১	থোক	২২১.১৫ (৯১.৭%)
৪.৪	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১.০০	থোক	০.০৫ (৫%)

ক্রমিক নম্বর^	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
৫।	পরিবহণ	থোক	৬২.৫৭	থোক	৫৯.৫৭ (৯৫.২%)
৬।	**স্থাপনঃ**				
৬.১	১৩২ কেভি ক্যাপাসিটর ব্যাংক	২০ সেট	৪৯১.৬১	২০ সেট (১০%)	৪৮৪.৮৯ (৯৮.৬%)
৬.২	১৩২ কেভি বে	১০ সেট		১০ সেট (১০০%)	
৭।	সিডি/ভ্যাট	থোক	৮৭৮.১৫	থোক	৭২৫.০৩ (৮২.৬%)
৮।	নির্মাণকালীন সুদ	থোক	৫৭.২০	থোক	৬১.৮২ (১০৮.১ %)
	মোটঃ	থোক	**৫৩৭৮.৭০**	**১০০%**	**৪৯৫৪.৯৫** (৯২.১%)

০৬। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে এর কারণঃ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।**

০৭। **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ** বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সঞ্চালিত বিদ্যুতের দুইটি অংশ থাকে। একটি হচ্ছে প্রকৃত বিদ্যুৎ (মেগাওয়াট) এবং অপরটি হচ্ছে রিএকটিভ বিদ্যুৎ (মেগাভার- এমভিএআর)। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও ব্যবহার এর ক্ষেত্রে কেবল প্রকৃত বিদ্যুতের হিসেব বিবেচনায় আনা হলেও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রকৃত বিদ্যুতের পাশাপাশি রিএকটিভ বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন হয়। অন্যথায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ভোল্টেজ ঘাটতি ও সিস্টেম লস (সঞ্চালন লস) বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি পর্যায়ে ইতঃপূর্বে স্থাপিত ক্যাপাসিটর ব্যাংকের মাধ্যমে সরবরাহকৃত রিএকটিভ বিদ্যুতের পরিমাণ (মোট ৩৫০ এমভিএআর-মেগাভার) প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে পিজিসিবির আওতাভুক্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিডের বিভিন্ন ২৩০/১৩২ কেভি ও ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের ১৩২ কেভি পর্যায়ে ক্যাপাসিটর ব্যাংকের মাধ্যমে অধিকতর রিএকটিভ বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিডের ৫টি ২৩০/১৩২ কেভি ও ৩টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে প্রতিটি ২২.৫ এমভিএআর ক্ষমতার ২০ সেট ১৩২ কেভি ক্যাপাসিটর ব্যাংক, ১০ সেট ১৩২ কেভি বে ও আনুষংগিক সুবিধাদি স্থাপনের মাধ্যমে মোট ৪৫০ এমভিএআর রিএকটিভ বিদ্যুৎ সরবরাহকরণ এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থায় ভোল্টেজ ঘাটতি ও সিস্টেম লস (সঞ্চালন লস) হ্রাসকরণ।

০৮। **প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধনঃ** মূল প্রকল্পটি গত ২৩/১০/২০০৫ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক ৭২৯১.০০ লক্ষ টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ১১৩১৪.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। কিন্তু বাস্তবায়নের পর্যায়ে কাজের পরিধি কিছু পরিবর্তনসহ প্রকল্পের আওতায় আহবানকৃত দরপত্রে প্রাপ্ত মূল্যের ভিত্তিতে হ্রাসকৃত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি ০৮/০৬/২০১০ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক ৩৩৬৪.০০ লক্ষ টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ৫৩৭৮.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়।

০৯। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পের সংশোধিত প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৫৩৭৮.৭০ লক্ষ টাকার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ২০১৪.৭০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৩৬৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সাহায্যের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সংগে ২৩/০৬/২০০২ তারিখে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী বিবেচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৪.৪৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যবহার করা হয়েছে এবং ৭.২৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অব্যবহৃত থাকে।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ** প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ জুলাই, ২০০৫ এ শুরু হয়। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৪৯৫৪.৯০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ১৮৫৬.৭০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩০৯৮.২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৯২.১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ**

১১.১ **যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও স্থাপনঃ** প্রকল্পের মূল কাজ হচ্ছে ৮টি বৈদ্যুতিক গ্রিড উপকেন্দ্রের (আমিনবাজার, রামপুরা,খুলনা, হাটহাজারী, বরিশাল, যশোর, মাদারীপুর ও ঈশ্বরদী) জন্য মোট ৪৫০ এমভিএ ক্ষমতার ২০ সেট (প্রতিটি ২২.৫ এমভিএআর ক্ষমতার) ১৩২ কেভি ক্যাপাসিটর ব্যাংক ও ১০ সেট ১৩২ কেভি বে-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও স্থাপন। প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ২২.৫ এমভিএআর ক্ষমতার ২০ সেট ১৩২ কেভি ক্যাপাসিটর ব্যাংক ও ১০ সেট ১৩২ কেভি বে সংগ্রহের জন্য ৩১২৬.১৫ লক্ষ টাকার এবং স্থাপনের জন্য ৪৯১.৬১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় টুলস, প্লান্ট, টেস্ট ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহের জন্য ২৪১.২১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ সংস্থানের বিপরীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গাইড লাইন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত টার্ন-কী চুক্তির আওতায় উল্লিখিত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও স্থাপনের কাজ সম্পাদন করা হয়। টার্ন-কী চুক্তির মাধ্যমে ১৩২ কেভি ক্যাপাসিটর ব্যাংক ও ১৩২ কেভি বে সংগ্রহ এবং উল্লিখিত ৮টি উপকেন্দ্রে মোট ৪৫০ এমভিএ ক্ষমতার ২০ সেট (প্রতিটি ২২.৫ এমভিএআর ক্ষমতার) ১৩২ কেভি ক্যাপাসিটর ব্যাংক ও ১০ সেট ১৩২ কেভি বে স্থাপন করা হয়। উল্লিখিত ক্যাপাসিটর ব্যাংক ও বে স্থাপনের জন্য যথাক্রমে ২৮৯০.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ৪৮৪.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া একই চুক্তির আওতায় প্রয়োজনীয় টুলস, প্লান্ট, টেস্ট ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহের জন্য ২২১.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় আমিন বাজার উপকেন্দ্র ও রামপুরা উপকেন্দ্র-এর প্রত্যেকটিতে ৪ সেট ক্যাপাসিটর ব্যাংক ও ২ সেট বে এবং হাটহাজারী উপকেন্দ্র, ঈশ্বরদী উপকেন্দ্র,খুলনা উপকেন্দ্র, বরিশাল উপকেন্দ্র, যশোর উপকেন্দ্র ও মাদারীপুর উপকেন্দ্র-এর প্রত্যেকটিতে ২ সেট ক্যাপাসিটর ব্যাংক ও ১ সেট বে স্থাপন করা হয়।

১১.২ **পূর্ত কাজঃ** প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত ৮টি বৈদ্যুতিক গ্রিড উপকেন্দ্রে ট্র্যাঞ্চ ও ড্রেনেজ সিস্টেম সম্প্রসারণ, বিদ্যমান কিছু কাঠামো/ভিত্তি অপসারণ ও পুনঃনির্মাণ, ক্যাপাসিটর ব্যাংকের চারিদিকে স্টিল ফেন্সিং ইত্যাদি পূর্ত কাজের জন্য ৩৫৯.০৬ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ সংস্থানের বিপরীতে উল্লিখিত টার্ন-কী চুক্তির আওতায় এসব কাজ সম্পাদন করা হয় এবং এ জন্য ৩৪৭.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১২। **প্রকল্প পরিচালকঃ** পিজিসিবি এর নিম্নবর্ণিত ২ (দুই) জন কর্মকর্তা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেনঃ

কর্মকর্তার নাম ও পদবী		মেয়াদকাল
০১।	মোঃ বিল্লাল হোসেন, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	১ জুলাই, ২০০৫ হতে ১১ সেপ্টম্বর, ২০০৮
০২।	নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	১১ সেপ্টম্বর, ২০০৮ হতে ৩০ জুন, ২০১০

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিডের ৫টি ২৩০/১৩২ কেভি ও ৩টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে প্রতিটি ২২.৫ এমভিএআর ক্ষমতার ২০ সেট ১৩২ কেভি ক্যাপাসিটর ব্যাংক, ১০ সেট ১৩২ কেভি বে ও আনুষংগিক সুবিধাদি স্থাপনের মাধ্যমে মোট ৪৫০ মেগাভার(এমভিএআর) রিএকটিভ বিদ্যুৎ সরবরাহকরণ এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থায় ভোল্টেজ ঘাটতি ও সিস্টেম লস (সঞ্চালন লস) হ্রাসকরণ।	প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিডের ৫টি ২৩০/১৩২ কেভি ও ৩টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে প্রতিটি ২২.৫ এমভিএআর ক্ষমতার ২০ সেট ১৩২ কেভি ক্যাপাসিটর ব্যাংক, ১০ সেট ১৩২ কেভি বে ও আনুষংগিক সুবিধাদি স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোট প্রায় ৪৫০ মেগাভার(এমভিএআর) মেগাভার রিএকটিভ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থায় ভোল্টেজ ঘাটতি ও সিস্টেম লস (সঞ্চালন লস) হ্রাস(পূর্বের প্রায় ৩.৩৩% হতে বর্তমান প্রায় ৩.০০ এ% এ) পেয়েছে বলে জানা যায়।

১৪। **সমস্যাঃ**

১৪.১ মূল প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত (১ বছর) সময়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। জানা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দরপত্র দলিল প্রণয়ন, দরপত্র আহবান ও মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করে ঠিকাদারের সংগে

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৩/১২/২০০৭ তারিখে। এ চুক্তি অনুযায়ী ০৯/১০/২০০৯ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত ছিল। তবে তা সম্পন্ন করতে ১৩/০৩/২০১০ পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। এর ফলে সার্বিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর জুন, ২০১০(৫ বছর) এ প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যধিক বিলম্ব হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত মূল বাস্তবায়নকাল (১ বছর) বাস্তবসম্মত ছিলনা। অতএব, ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে এর মেয়াদকাল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের পর্যায়ে তা অনুসরণ করা সমীচীন হবে।

১৪.২ প্রকল্পের সমাপ্ত কাজ জানুয়ারি, ২০১১ এ সরেজমিন পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় রামপুরা উপকেন্দ্রে স্থাপিত ৪ সেট ক্যাপাসিটর ব্যাংকের মধ্যে ৪৫এমভিএআর (২২.৫ এমভিএআর ×২) ক্ষমতার ২ সেট যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেপ্টেম্বর,২০১০ হতে অর্থাৎ প্রায় ৪(চার) মাস ধরে অকেজো অবস্থায় আছে। আরো জানা যায় যে, এ কাজে ঠিকাদারের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত। সমাপ্ত প্রকল্পটি পরিদর্শন কাল পর্যন্ত উল্লেখিত যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতের বিষয়ে অথবা ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে আরো সচেষ্ট থাকা বাঞ্চনীয় ছিল।

১৫। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৫.১ ভষ্যিতে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় প্রাক্কলন এবং নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অনুঃ ১৪.১)।

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় রামপুরা উপকেন্দ্রে স্থাপিত ৪ সেট ক্যাপাসিটর ব্যাংকের মধ্যে ৪৫এমভিএআর (২২.৫ এমভিএআর ×২) ক্ষমতার ২ সেট যান্ত্রিক ত্রুটি দ্রুত মেরামতের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দীর্ঘ চার মাসেও কেন যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো (অনুঃ ১৪.২)।

ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সারা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা

২। বাস্তবায়ন সংস্থা : পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৪৪১৮.০০ (৩২০৬৫.০০)	-	৩৯৩৭৬.৫৪ (২৬১৩৯.৪৬)	জুলাই,২০০৩ হতে জুন,২০০৮	জুলাই,২০০৩ হতে জুন,২০১০	জুলাই,২০০৩ হতে এপ্রিল,২০১০	প্রযোজ্য নয়	২২ মাস (৩৬%)

৫। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u> বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	**একক**	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	অগ্রিম ব্যয় (ফিজিবিলিটি এবং ইআইএ স্টাডি)	থোক	-	২০০.০০	-	-
২।	রেডিও রুট/সাইট সার্ভে, সয়েল টেস্ট	থোক	-	৬৭৪.০০	-	-
৩।	ক্ষতি পূরণ বাবদ ব্যয়	থোক	-	-	-	-
৪।	ভূমি					
	(ক) ভূমি অধিগ্রহণ	০.৭০ একর	-	১০০.০০	০.৭০ একর (১০০%)	-
	(খ) ভূমি উন্নয়ন	১৫০০০ সি ইউ এম	-	৩৭.০৫	১৫০০০ সি ইউ এম (১০০%)	১.৬০ (৪.৩২%)
৫।	অনাবাসিক পূর্ত কাজ	থোক	-	২১০৯.০০	-	১১৭৫.৪২ (৫৫.৭৩%)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	**একক**	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬।	আবাসিক পূর্ত কাজ	৬০২২.৩৭ বঃমিঃ	-	৬৫১.৪৪	৬০২২.৩৭ বঃমিঃ (১০০%)	১৯০.০৮ (২৯.১৮%)
৭।	যানবাহন	সংখ্যা	১৭টি	১৩৩.০০	১৭টি (১০০%)	১১০.৪৭ (৮৩.০৬%)
৮।	টুলস, প্ল্যান্টস এবং অন্যান্য	থোক	-	১৩.৩২	-	-
৯।	মেশিনারি এ্যান্ড ইকুপমেন্ট কস্ট					
	(ক) স্কাডা সিস্টেম	থোক	-	৯৯৫৭.৭০	-	৯৩৭৫.৯৫ (৯৪.১৬%)
	(খ) এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	থোক	-	২৬৫০.২৮	-	২৩০৯.০৮ (৮৭.১৩%)
	(গ) কমিউনিকেশন সিস্টেম	থোক	-	৯৭৬৮.৪২	-	৮৮৬৯.৪২ (৯০.৮০%)
	(ঘ) নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি	থোক	-	৪২৮.৬০	-	২৮৮১.৫০ (৬৭২.৩১%)
	(ঙ) অন্যান্য যন্ত্রপাতি	থোক	-	১১৩৯.০০	-	১১২০.২৯ (৯৮.৩৬%)
১০।	ইনস্টলেশন এক্সপেনসেস					
	(ক) স্কাডা সিস্টেম	থোক	-	৩৯০৩.৯৪	-	১৩১৩.৯৫ (৩৩.৬৬%)
	(খ) এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	থোক	-	২৪.৯৭	-	-
	(গ) কমিউনিকেশন সিস্টেম	থোক	-	৩৮৬৬.৫৩	-	১৬১৫.৫৯ (৪১.৭৮%)
	(ঘ) নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি	থোক	-	১৩৪.৬২	-	৫৪.২৩ (৪০.২৮%)
	(ঙ) অন্যান্য যন্ত্রপাতি	থোক	-	৮০৬.৯৪	-	২৫৪.৩২ (৩১.৫২%)
১১।	অন্যান্য					
	(ক) ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ফর সিভিল ওয়ার্কস	থোক	-	৭০.০০	-	-
	(খ) ইঞ্জিনিয়ারিং/কনসালটেন্সি	থোক	-	১৪৯০.১৯	-	১৫৭৫.৭৮ (১০৫.৭৪%)
১২।	প্রশিক্ষণ	থোক	-	৬৪৮.০০	-	-
১৩।	ডিউটিস, ট্যাক্সসেস, ভ্যাট এবং অন্যান্য চার্জ	থোক	-	৮৩৬৮.৩০	-	৫২৭৯.৬৭ (৬৩.০৯%)
১৪।	ইন্টারন্যাল ফ্রেইট, হ্যান্ডালিং, স্টোরেজ, ইনসুরেন্স	থোক	-	৭১৭.২৮	-	-
১৫।	ফিল্ড ইস্টাবলিসমেন্ট					
	(ক) বেতন ভাতাদি	থোক	-	৯৬২.৫৫	-	৩৩৯.৮১ (৩৫.৩০%)
	(খ) অফিস ফার্নিচার ও যন্ত্রপাতি	থোক	-	৫০.০০	-	১৩.৫৫ (২৭.১০%)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(গ) অন্যান্য (টিএ, ডিএ, ওটি, অফিস ভাড়া, পেট্রোল, যন্ত্রপাতি মেরামত, স্টেশনারি, টেলিফোন ইত্যাদি)	থোক	-	১৫০.০০	-	১৮২.৪৩ (১২১.৬২%)
১৬।	ওভারহেড কস্ট	থোক	-	১০০.০০	-	-
১৭।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	-	৭৩৭.৩৩	-	-
১৮।	প্রাইস এসকেলেশন	থোক	-	৯৮৩.১০	-	-
১৯।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ের সুদ	থোক	-	৩৫৪২.৪৪	-	২৭১৫.০০ (৭৬.৬৪%)
	মোটঃ	-	-	৫৪৪১৮.০০	-	৩৯৩৭৬.৫৪ (৭২.৩৬%)

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত নাই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

৭.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। প্রতিটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হিসেবে পরিচালনা করা। পরিচালন ব্যয় হ্রাস করা এবং আধুনিক স্ক্যাডা টেকনিকস ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক স্থাপনাগুলোর সাথে যোগাযোগের উন্নতি সাধন করা।

৭.২। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

''ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার'' প্রকল্পটি ইতোপূর্বে ''কুমিল্লা-মেঘনাঘাট-রামপুর ও মেঘনাঘাট-হরিপুর ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন'' এবং ''ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার'' শীর্ষক প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত ছিল যা গত ১৮-০৯-১৯৯৬ইং তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ''কুমিল্লা-মেঘনাঘাট-রামপুরা ও মেঘনাঘাট-হরিপুর ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন'' অংমের কাজ বাস্তবায়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক হতে বৈদেশিক অর্থায়ন পাওয়া যায় এবং এর বাস্তবায়ন ২০০২-০৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। ''ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার'' অংশ বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক অর্থায়ন না পাওয়ায় এ অংঙ্গের বাস্তবায়ন এতদিন সম্ভব হয়নি। গত ১৮-১১-০৩ তারিখে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে স্বাক্ষরিত Power Sector Development Project-এর আওতায় ''ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার'' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে। গত ১৭-০৩-২০০৪ তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পটি ৩২০৬৫.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৫৪৪১৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটির পিসিপি জুন, ২০০৩ এ প্রি-একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর গত ১৭-০৩-২০০৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং জুলাই, ২০০৪ তারিখে প্রকল্পটির পুর্নগঠিত পিপি অনুমোদিত হয়।

৭.৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

মোট প্রকল্প ব্যয় ৫৪৪১৮.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় ৩২০৬৫.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৮। **প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের বাস্তবায়নঃ**

৮.১। এ প্রকল্পের সম্পূর্ণ কাজ বিদ্যমান স্থাপনার উপর সম্পন্ন করায় Feasibility Study & EIA Study'র জন্য ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকলেও তা করার প্রয়োজন হয়নি বলে এ অঙ্গে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

৮.২। টার্ণকী ঠিকাদার রেডিও রুট/সাইট সার্ভে, সয়েল টেস্ট ইত্যাদি খাতে কোন দর প্রস্তাব করেনি বিধায় ডিপিপিতে এ অঙ্গের জন্য বরাদ্দ থাকলেও ব্যয় করা হয়নি। তবে এ ব্যয় সরবরাহকৃত ইক্যুপমেন্ট বা ইনস্টলেশন ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।

৮.৩। "Comilla-Meghnaghat-Rampura & Meghnaghat-Haripur 230KV Transmission Line" প্রকল্পের আওতায় পূর্বেই ভূমি অধিগ্রহণ করা ছিল অর্থাৎ এ প্রকল্পের আওতায় ভুমি অধিগ্রহণ এবং সিংহভাগ ভূমি উন্নয়নের কাজ করা ছিল বিধায় ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি উন্নয়ন খাতে ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকার পরও ব্যয় করা প্রয়োজন হয়নি।

৮.৪। অনাবাসিক পূর্ত কাজে প্রকৃত বাস্তব অর্জন ৩০০০ বর্গমিটার মর্মে প্রকল্প দপ্তর হতে জানানো হলেও কোন কোন জায়গায় কত ইউনিটের অনাবাসিক ভবন নির্মিত হয়েছে তা জানানো হয়নি। একইভাবে আবাসিক পূর্ত কাজের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বাস্তব অংশ মোট ৬০২২.৩৭ ব:মি: মর্মে প্রকল্প দপ্তর হতে জানানো হলেও কোন কোন জায়গায় কত ইউনিটের আবাসিক ভবন নির্মিত হয়েছে তা জানানো হয়নি।

৮.৫। এ প্রকল্পের মালামাল/যন্ত্রাংশ সমূহ সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তির এবং এর Testing & Commissioning এর জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি স্থাপিত যন্ত্রাদির মধ্যে S/W & HW হিসাবে Built-in আছে সে কারণে টুলস্, প্ল্যান্টস এবং অন্যান্য খাতে ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকলেও আলাদা আইটেম আকারে ক্রয় বা স্থাপনের প্রয়োজন হয়নি।

৮.৬। দুইটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র যথা- Master Station & Stand-by Master station এর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পাওয়ার সাপ্লাই (UPS), Stand-by Generator, Lift & Central Cooling System ইত্যাদি ইকুইপমেন্টের মূল্য অধিক হওয়ায় এখাতে ডিপিপি বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

৮.৭। এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম একটি S/W, যা SCADA System এর S/W, যেমন- Computer Server ইত্যাদির মধ্যে Embeded বা built-in থাকে এবং Program Configuration ও SCADA acquisited data এর মাধ্যমে কাজ করে। এজন্য EMS System টি পৃথকভাবে Installation এর ব্যয় দরপ্রস্তাবে উল্লেখ ছিল না বিধায় ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকা সত্বেও এ অঙ্গের বিপরীতে কোন ব্যয় হয়নি।

৮.৮। ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ফর সিভিল ওয়ার্কস, ইঞ্জিনিয়ারিং/কনসালটেন্সির জন্য ব্যয় পূর্ত নির্মাণের জন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় ব্যয়ে শুধুমাত্র কিছু আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়। যেগুলো নকশা প্রণয়নের কাজ পিজিসিবি নিজেই সম্পন্ন করে ফলে উক্ত খাতে ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও ব্যয় করা হয়নি। প্রকল্পটি নির্ধারিত ৩০ মাস সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন না হওয়ায় বর্ধিত (অতিরিক্ত ২২ মাস) সময়ের জন্য উপদেষ্টা সেবা গ্রহণ করা হয়। ফলে উপদেষ্টা খাতে ডিপিপি বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

৮.৯। প্রকল্পের সময়সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফিল্ড ইস্টাবলিসমেন্ট খাতে ডিপিপি বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

৮.১০। ওভারহেড কস্ট খাতে ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকলেও কোন ব্যয় হয়নি।

৯.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। প্রতিটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হিসেবে পরিচালনা করা। পরিচালন ব্যয় হ্রাস করা এবং আধুনিক স্ক্যাডা টেকনিকস ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক স্থাপনাগুলোর সাথে যোগাযোগের উন্নতি সাধন করা।	এনএলডিসি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের সমস্ত গ্রীড উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ Fiber Optic Communication এর মাধ্যমে SCADA System এর সাহায্যে কেন্দ্রীয়ভাবে Monitoring & Control করা সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক SCADA System এর ফলে সমস্ত গ্রীড উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ

	কেন্দ্র সমূহ হতে Real Time data পাওয়া যাচ্ছে। ফলে নিয়ন্ত্রণ কক্ষেও অপারেটরগণ তাৎক্ষনিকভাবে Load Dispatch বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ ছাড়াও প্রতি মুহর্তেও Event সমূহ Server এ সংরক্ষিত হচ্ছে, যা পরবর্তী সময়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে সঞ্চালন লাইনের বিদ্যুৎ প্রবাহ, এলাকা ভিত্তিক বিদ্যুৎ বন্টন, ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। এই প্রকল্পের আওতায় সমস্ত গ্রীড উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে, ফলে আন্ত:যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হয়েছে। সর্বোপরি Real Time data Monitoring এর ফলে একটি নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১০.০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব সুখেন্দ্র কুমার দাস গুপ্তা	ডিজিএম	পূর্ণকালীন	১০-০৬-২০০৪ হতে

১১.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রকল্প দপ্তর থেকে অবহিত করা হয়েছে।

১২.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডিতে প্রেরণের বিধান থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। এমনকি প্রকল্পের পিসিআর অদ্যাবধি মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি।

১২.২। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বিভিন্ন অঙ্গের বিপরীতে বরাদ্দ থাকলেও ব্যয় হয়নি। তাছাড়া, কোন কোন অঙ্গে বরাদ্দের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে বিষয়গুলো আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে বিষয়টির ব্যত্যয় ঘটেছে।

১২.৩। আবাসিক এবং অনাবাসিক ভবনের বিস্তারিত পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়নি। কোথায়, কত বর্গফুটের কোন ধরনের ভবন নির্মাণ করা হয়েছে তা পিসিআর-এ সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

১৩.০। সুপারিশঃ

১৩.১। প্রকল্পের সমাপ্তির পর তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে পৌছানোর বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।

১৩.২। প্রকল্পের কোন কোন অঙ্গের বিপরীতে ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকলেও ব্যয় হয়নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডিপিপি বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় বেশি হয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের/আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করা প্রয়োজন ছিল। ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও ব্যয় না হওয়ার বিষয়টি, ডিপিপি বরাদ্দের তুলনায় প্রকল্প ব্যয় বেশী হওয়ার বিষয়টি এবং সময়মত আন্ত:খাত সমন্বয় না হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবিলম্বে অবহিত করবে।

১২.৩। নির্মিত আবাসিক/অনাবাসিক ভবনগুলো কোন এলাকায় কত বর্গফুটের ভবন নির্মিত হয়েছে এবং এ ভবন গুলোতে বর্তমানে কারা অবস্থান করছে ও কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর টেন্ডারিং প্রসেস ফর ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসর প্ল্যান্টস (সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।
২। বাস্তবায়ন সংস্থা : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)।
৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৪৬.৮০ (৪১২.৮০)	- (-)	১৫২.২৭ (১৪৪.০০)	জুলাই,২০০৭ হতে জুন,২০০৮	জুলাই,২০০৭ হতে জুন,২০১০	জুলাই,২০০৭ হতে জুন,২০১০	প্রযোজ্য নয়	২ বছর (২০০%)

৫। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u> বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	GKK	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	পরামর্শক	সংখ্যা (জনমাস)	২৫	৪১২.৮০	১০ (৪০%)	১৪৪.৪০ (৩৪.৯৮%)
২।	প্রকল্পের জনবল	সংখ্যা	৫	১.৫৬	৩ (৬০%)	-
৩।	ভাতা	থোক	থোক	৪.২৯	থোক	৪.০৯ (৯৫.৩৪%
৪।	অফিস ভাড়া এবং যানবাহন	থোক	থোক	১৭.৪০	-	-
৫।	যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গিক এবং অন্যান্য	সংখ্যা	কম্পিউটার-৩, পিন্ট্রার-২, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-১, ফটোকপিয়ার-২, ফ্যাক্স-১	৮.৮০	কম্পিউটার-৩, ফ্যাক্স-১ (৩৩.৩৩%)	২.৪২ (২৭.৫০%)
৬।	কন্টিনজেন্সী এবং অন্যান্য	থোক	থোক	১.৯৫	থোক	১.৭৬ (৯০.২৬%)
	মোটঃ			**৪৪৬.৮০**		১৫২.২৭ (৩৪.০৮%)

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ

প্রকল্পটি এডিবির আর্থিক সহাতায় ৪৪৬.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি ১৫২.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এডিবি কর্তৃক প্রদানকৃত ৪৪৬.৮০ লক্ষ টাকা গ্র্যান্ট হিসেবে এ প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রকল্পে প্রদানকৃত গ্র্যান্টের ৯২.৩৯% টাকাই পরামর্শক নিয়োগ বাবদ টিপিপিতে বরাদ্দ আছে। পরামর্শক বাবদ ব্যয়কৃত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৪.৫৬% অর্থাৎ বাকি ২৬৮.৮০ লক্ষ টাকাই অব্যয়িত আছে। প্রাথমিক অবস্থায় প্রকল্পটির জন্য এডিবি প্রদানকৃত পুরো গ্র্যান্ট ব্যবহার না করা গেলে বাকি টাকাটা নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য পরামর্শক নিয়োগ বাবদ ব্যয় করতে এডিবি'র নিকট প্রস্তাব করা হয়েছিল। এডিবি নীতিগতভাবে একমত হয়ে প্রধান কার্য্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণের পর এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে জানানো হলেও পরবর্তীতে এডিবি থেকে অফিসিয়ালি কিছু জানানো হয়নি। ফলে এ বিষয়ে আর অগ্রগতি হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ সেক্টরে অধিকতর বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে উদ্যাক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে ৪৫০ মে:ও: সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং ৪৫০ মে:ও: মেঘনাঘাট ফেইজ-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বেসরকারী বিনিয়োগকারী নির্বাচনের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরামর্শক সহায়তা গ্রহণ করা এ প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য।

৭.২। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বেসরকারী বিনিয়োগকারী নির্বাচনের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনে এবং আইপিপির মাধ্যমে বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত পরামর্শক সেবা প্রদান বাবদ এডিবি আলোচ্য প্রকল্পে ০.৪৫ মার্কিন ডলার অনুদান হিসাবে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়ার প্রেক্ষিতে এ প্রকল্পটি গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

''টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর টেন্ডারিং প্রসেস ফর ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসর প্ল্যান্টস'' প্রকল্পটি গত ২১/০৬/২০০৭ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের ডিএসপিইসি সভায় ৪৪৬.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (৪১২.৮০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ৩৪.০০ লক্ষ টাকা জিওবি) ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ১২ই আগস্ট, ২০০৯ তারিখে প্রকল্পটি ১ম বারের মতন সংশোধন করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা (গ্র্যান্ট) ৪১২.৮০ লক্ষ টাকা এবং জিওবি ৩৪.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ৪৪৬.৮০ লক্ষ টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে।

৮। **প্রকল্পেরর সার্বিক বাস্তবায়ন :**

প্রকল্পে ৪৫০ মে:ও: সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও ৪৫০ মে:ও: মেঘনাঘাট ফেইজ-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বেসরকারী বিনিয়োগকারী নির্বাচনের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও ৪৫০ মে:ও: সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্বাচনের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ অন্য খাতে ব্যয়ের বিষয়ে প্রকল্প সাহায্যকারী সংস্থা এডিপির সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

৯। **প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের বাস্তবায়নঃ**

৯.১। এ প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগ বাবদ ২৫ জনমাসের জন্য ৪১২.৮০ লক্ষ টাকা টিপিপিতে বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ৪৫০ মে:ও: সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও ৪৫০ মে:ও: মেঘনাঘাট ফেইজ-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বেসরকারী বিনিয়োগ নির্বাচনের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরামর্শক সেবা গ্রহণ করার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ৪৫০ মে:ও: সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয় এবং এ বাবদ ১৪৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। পরবর্তীতে নবায়ণযোগ্য জ্বালানী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে টিএপিপিতে বরাদ্দকৃত পরামর্শক

নিয়োগ বাবদ পুরো অর্থ ব্যয় করার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে আলোচনা করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক নীতিগত রাজি হয় এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্য্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণের পর পরামর্শক নিয়োগ করা হবে মর্মে জানানো হলেও পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে কোন অফিসিয়াল অনুমোদন পাওয়া যায়নি মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

৯.২। জনবল বাবদ ৫ জনের জন্য ১.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও পাওয়ার সেলের ১ জন কম্পিউটার অপারেটর এবং ১ জন পিয়ন প্রকল্পের কাজ করেছেন। তাদের বেতন ভাতা বাবদ ৪.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এজি অফিসের জটিলতা এড়ানোর জন্য এবং যেহেতু এডিবি থেকে সরাসরি অর্থ পাওয়া গেছে সে কারণে ভাতার টাকা বেতন ভাতা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

৯.৩। পরামর্শক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াত ও অন্যান্য ভাতা বাবদ ৪.২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং এ বাবদ ৪.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তারা কাজ করলেও তারা কোন ভাতা পাননি।

৯.৪। অফিস ভাড়া এবং যানবাহনের জন্য ১৭.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও পাওয়ার সেলের নিজস্ব অফিসে প্রকল্পের দপ্তর স্থাপন করায় এ বাবদ এবং যানবাহন বাবদ কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

৯.৫। টিপিপিতে এ প্রকল্পের আওতায় ৩টি কম্পিউটার, ২টি প্রিন্ট্রার, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ২টি ফটোকপিয়ার, ১টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করার কথা থাকলেও ৩টি কম্পিউটার ও ১টি ফ্যাক্স মেশিন ২.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে। কম্পিউটার ৩টি পাওয়ার সেলের বিভিন্ন দপ্তরে এবং ফ্যাক্স মেশিনটি ডিজির দপ্তরে চালু অবস্থায় আছে।

৯.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ সেক্টরে অধিকতর বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে উদ্যাক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে ৪৫০ মে:ও: সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং ৪৫০ মে:ও: মেঘনাঘাট ফেইজ-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বেসরকারী বিনিয়োগকারী নির্বাচনের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরামর্শক সহায়তা গ্রহণ করা এ প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। ৪৫০ মে:ও: সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছাড়াও ৪৫০ মে:ও: মেঘনাঘাট ফেইজ-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বেসরকারী বিনিয়োগকারী নির্বাচনের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরামর্শক সহায়তা গ্রহণ করার কথা ছিল। কিন্তু মেঘনাঘাট ফেইজ-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

১০.০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব একেএম তোফাজ্জল হোসেন	পরিচালক (টেকনিক্যাল) পাওয়ারসেল	পূর্ণকালীন	জুলাই, ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০০৯
২।	জনাব সৈয়দ আহমেদ	পরিচালক (টেকনিক্যাল) পাওয়ারসেল	পূর্ণকালীন	মে, ২০১০ থেকে জুন, ২০১০

১১.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ**

এ প্রকল্পের আওতায় ৪৫০ মে:ও: সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও ৪৫০ মে:ও: মেঘনাঘাট ফেইজ-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বেসরকারী বিনিয়োগ নির্বাচনের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরামর্শক সেবা গ্রহণ করার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ৪৫০ মে:ও: সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয় এবং এ বাবদ ১৪৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। পরবর্তীতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে টিএপিপিতে বরাদ্দকৃত পরামর্শক নিয়োগ বাবদ পুরো অর্থ ব্যয় করার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে আলোচনা করা হয়।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক নীতিগত রাজি হয় এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্য্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণের পর পরামর্শক নিয়োগ করা হবে মর্মে জানানো হলেও পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে কোন অফিসিয়াল অনুমোদন পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

১২.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১। প্রকল্পটি বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে তা পাওয়ার সেলের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে পাওয়ার সেলের নিকট প্রকল্পটি হস্তান্তরের বিষয়ে কোন অফিসিয়াল ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি।

১২.২। জানুয়ারি, ২০১০ থেকে এপ্রিল, ২০১০ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এ সময়ে প্রকল্পটির পরিচালক কে ছিলেন তা জানা যায়নি।

১২.৩। ভাতার জন্য বরাদ্দকৃত ৪.২৯ লক্ষ টাকা ভাতা হিসেবে ব্যবহার না করে প্রকল্পে কর্মরত ৩ জন জনবলের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও ৫ জন জনবলের বিপরীতে প্রকল্পের টিপিপিতে ১.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।

১২.৪। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত অনুদানের টাকা সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে না পারাটা একটি বড় ধরনের ব্যর্থতা। অনুদানের অব্যবহৃত টাকা ব্যবহার করার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে আলোচনা করার সুযোগ এখনও রয়েছে।

১৩.০। সুপারিশঃ

১৩.১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে পাওয়ার সেলকে প্রকল্পটির দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত অফিসিয়াল ডকুমেন্ট প্রদানের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৩.২। জানুয়ারি, ২০১০ থেকে এপ্রিল, ২০১০ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্য আইএমইডিকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

১৩.৩। এ প্রকল্পের অনুকূলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক প্রদানকৃত অনুদানের অব্যবহৃত অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্য্যালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যহত রাখা বাঞ্ছনীয় ।

শিকলবাহা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান : শিকলবাহা, পুটিয়া, চট্টগ্রাম
২.০। বাস্তবায়ন সংস্থা : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)।
৩.০। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।
৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৭৭৯৮.৩৫ (-)	- (-)	৬৩২২৬.৭৮ (-)	জানুয়ারি, ২০০৮-জুন,২০১০	-	জানুয়ারি, ২০০৮-জুন,২০১০	-	-

৫.০। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	১৫০ মেঃওঃ গ্যাস টারবো জেনারেটর সেটসহ ২/১০০% ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস বুস্টার কম্পোসর	প্যাকেজ থোক	৩৮১৭০.০০	থোক	৪৬৫৭৬.৮৮ (৯৯.৫৬%)
২।	স্টেপআপ ট্রান্সফরমার এবং ১৩২ কেভি সুইচ গিয়ারসহ সহযোগী যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী	থোক	৩৩৩১.২০	থোক	
৩।	কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি	থোক	২২৯০.২০	থোক	
৪।	প্রকিউরমেন্ট অব টুলস, ইক্যুপমেন্ট ফর ইরেকশন এবং মেইনট্যানেন্স	থোক	১২৪৯.২০	থোক	
৫।	প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি	থোক	১৭৩৫.০০	থোক	
৬।	পূর্ত এবং বিল্ডিং নির্মাণ কাজ	থোক	৭১৭০.৮০	থোক	৬৯৫০.২৭ (৯৬.৯২%)
৭।	পাওয়ার ইভেকিউশন ফ্যাসিলেটিজ	থোক	৩৪৭.০০	থোক	৩৪৭.০০ (১০০%)
৮।	ফাউন্ডেশন, ইনস্টলেশন/ইরেকশন, টেস্টিং এবং কমিশনিং	থোক	৩৪০৬.০০	থোক	৩৩৯৭.৮১ (৯৯.৭৬%)
৯।	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস	থোক	৩৫১.৩৩	থোক	২২৩.০০ (৬৩.৪৮%)
১০।	প্রশিক্ষণ	১৫ জনমাস	৭৫.৮৩	১০০%	২০২.২৩ (২৬৬.৬৮%)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১১।	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৪১.৬৭	থোক	১.৯৬ (৪.৭০%)
১২।	পূর্ত কাজের জন্য ব্যয় (অনাবাসিক)	থোক	৪০৮.০০	থোক	২৭৩.১৩ (৬৬.৯৪%)
১৩।	প্রেসার রিডিউসিং এবং মিটার স্টেশন	থোক	৮১০.০০	থোক	৫২৬.০২ (৬৯.৯৪%)
১৪।	পরামর্শক সেবা	৬ জনমাস	৪৬৩.৬১	১০০%	৩২২.৪৮ (৬৯.৫৫)
১৫।	প্রশিক্ষণ (স্থানীয়)	৭ জনমাস		থোক	-
১৬।	কস্ট অব ফুয়েল ফর ইনিশিয়াল অপারেটিং	থোক	৪৪৬.৬৪	থোক	-
১৭।	নির্মাণকালীন সময়ে বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	-
১৮।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ের সুদ	থোক	৮২৪.০০	থোক	৩৩৯.৯২ (৪১.২৫%)
১৯।	কস্ট এসকেলেশন	থোক	৬০৩.০৭	থোক	৫৬৭.০০ (৯৪.০২%)
২০।	সিডি ভ্যাট	থোক	১৫৮৪৪.০২	থোক	৩৮০০.০০ (২৩.৯৮%)
২১।	ফিল্ড স্টাবলিশমেন্ট	থোক	২১৯.৩৮	থোক	৩৯.০০ (১৭.৭৭%)
	মোটঃ		৭৭৭৯৮.৩৫	-	৬৩২২৬.৭৮ (৮১.২৭%)

৬.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণ :

প্রকল্পের আওতায় ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু পাওয়ার প্ল্যান্টটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ না থাকার কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সিএফএল এবং কাফকো (কর্ণফুলী পার্টিলাইজার কোম্পানী) গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে বিধায় এ প্রকল্পের আওতায় পাওয়ার প্ল্যান্টটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

৭.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি চট্টগ্রামের শিকলবাহায় অত্যান্ত চমৎকার লোকেশনে সিমেন্স-এর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে স্থাপিত হয়েছে। স্থাপনাটি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উপাদান হলো-গ্যাস। গ্যাসের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় (সিএফএল এবং কাফকোতে জরুরী প্রয়োজনে গ্যাস সরবরাহ করতে হচ্ছে) এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদান করা সম্ভব হচ্ছে না। চট্টগ্রামস্থ ফটিকছড়ির সিমুতাং গ্যাস ফিল্ডের সঞ্চালন লাইন চালু হলে আরো ৩০ মিঃ ঘনফুট গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে ১২০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদান সম্ভব। গ্যাস ছাড়াও ডুয়েল-ফুয়েল সিষ্টেমে এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ প্ল্যান্টটি চালু করা সম্ভব। তবে ডুয়েল-ফুয়েল সিষ্টেমে ডিজেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে প্রতি ইউনিট ৮ টাকা, ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করলে ৫.৫০ টাকা খরচ পড়বে। অথচ গ্যাস ব্যবহার করলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ-এর জন্য খরচ পড়বে মাত্র ১ টাকা।

৭.১। প্রকল্পের পটভূমি :

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে সঞ্চালন লস হ্রাস এবং জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীডের স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের আওতায় ১৫০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন ইউনিট স্থাপন ও ২×১০০% ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস বুস্টার, কম্পোপেসার স্থাপন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংশ্লিষ্ট পূর্ত কাজ, সেট-আট ট্রান্সফরমার, সুইচগ্রিয়ার, সেন্ট্রাল কন্ট্রোল ইক্যুইপমেন্টসহ যাবতীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা যাবে।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রামের শিকলবাহা এলাকায় ১৫০ মেঃওঃ পিকিং প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পিকিং কালীন বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা স্থানীয়ভাবে মিটানো।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ০৮/১০/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৭৭৭৯৮.৩৫ লক্ষ টাকায় প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

মোট প্রকল্প ব্যয় ৭৭৭৯৮.৩৫ লক্ষ টাকার মধ্যে (১০০১.৬৮ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব অর্থ) ৪০% লোন/ক্রেডিট হিসেবে এবং ৬০% ইক্যুইটি হিসাবে অর্থায়ন করা হয়েছে।

৭.৫। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ**

প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামের শিকলবাহা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের স্থাপনা নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হলেও বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি।

৮। **প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের বাস্তবায়নঃ**

৮.১। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫০ মেঃওঃ গ্যাস টারবো জেনারেটর সেটসহ ২/১০০% ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস বুস্টার কম্পোসর (৩৮১৭০.০০ লক্ষ টাকা), স্টেপআপ ট্রান্সফরমার এবং ১৩২ কেভি সুইচ গিয়ারসহ সহযোগী যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী (৩৩৩১.২০ লক্ষ টাকা), কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি (২২৯০.২০ লক্ষ টাকা), প্রকিউরমেন্ট অব টুলস, ইক্যুপমেন্ট ফর ইরেকশন এবং মেইনট্যানেন্স (১২৪৯.২০ লক্ষ টাকা), প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি (১৭৩৫.০০ লক্ষ টাকা) অঙ্গাগুলো নিয়ে একটি প্যাকেজ লট এর আওতায় ৪৬৭৭৫.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও এ প্যাকেজ লটের সবগুলো আইটেমের বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন বরাদ্দও রয়েছে। কিন্তু এ ৫টি অঙ্গের বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়নি। তবে প্যাকেজ লটের বিপরীতে ৪৬৫৭৬.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এ অঙ্গের বিপরীতে (৪৬৭৭৫.৬০- ৪৬৫৭৬.৮৮) = ১৯৮.৭২ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। প্যাকেজ লটের আওতায় সবগুলো আইটেমের বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন বরাদ্দ এবং ব্যয় পিসিআর-এ প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক ছিল।

৮.২। তাছাড়া, পূর্ত এবং বিল্ডিং নির্মাণ কাজে (৭১৭০.৮০-৬৯৫০.২৭) = ২২০.৮০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে যথাযথ স্থাপনা পাওয়া গেছে। তবে পূর্ত ও বিল্ডিং নির্মাণ কাজে এত কম ব্যয় হওয়ার কারণ জানা যায়নি। প্রকল্প গ্রহণের সময় এখাতে অতিরিক্ত ব্যয় ধরা হয়েছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৮.৩। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অংশে ১৫ জনমাসের জন্য ৭৫.৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও ২০২.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ এ অঙ্গে ১২৬.৪০ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় করা হয়েছে। অথচ স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও এ অঙ্গে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি। কতজন প্রশিক্ষণার্থীকে কোথায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট কিছু উল্লেখ করা হয়নি। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন এবং কোথায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা থাকা প্রয়োজন।

৮.৪। ভূমি উন্নয়ন অংশে ৪১.৬৪ লক্ষ টাকার মধ্যে সয়েল টেস্ট ও সার্ভের জন্য ২.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০২৪০ কিউ মি: ভূমি উন্নয়নের জন্য ৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ অংশে ব্যয় দেখানো হয়েছে মাত্র ১.৯৬ লক্ষ টাকা। সয়েল টেস্ট ও সার্ভে এবং ভূমি উন্নয়ন আদৌ হয়েছে কিনা তা পরিস্কার নয়।

৮.৫। পিসিআর-এ প্রকৃত মোট ব্যয় ৬৩২২৬.৭৮ লক্ষ টাকা দেখানো হলেও প্রকৃত পক্ষে প্রতিটি অঙ্গের ব্যয় যোগ করে মোট ৬৩৫৬৬.৭০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। পিসিআর প্রণয়নের সময় অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বরাদ্দের যোগ সঠিক হওয়া আবশ্যক।

৯.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রামের শিকলবাহা এলাকায় ১৫০ মেঃওঃ পিকিং প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পিকিং কালীন বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা স্থানীয়ভাবে মিটানো।	যেহেতু প্রকল্পটির স্থাপনা নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা চালু করা যায়নি সে কারণে এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়নি। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিকভাবে চালু হলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে এবং এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রকৃতভাবে অর্জন করা সম্ভব হবে।

১০.০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সময়ে (জানুয়ারী, ২০০৮-জুন, ২০১০) ২.৫ বছরে মোট দুই (০২) জন কর্মকর্তা পূর্ণকালীনপ্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ মিঞা	সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারি	পূর্ণকালীন	-
২।	জনাব তৌহিদুল ইসলাম	সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারি	পূর্ণকালীন	৩০/১২/০৮-৩০/০৬/২০১০

১১.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ

স্থাপনাটি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উপাদান হলো-গ্যাস। গ্যাসের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় (সিএফএল এবং কাফকোতে জরুরী প্রয়োজনে গ্যাস সরবরাহ করতে হচ্ছে) এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদান করা সম্ভব হচ্ছে না। চট্টগ্রামস্থ সেমুতাং গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস সঞ্চালন শুরু না হওয়ায়ও এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না।

১২.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১। গ্যাস সরবরাহের বিপুল ঘাটতি এবং নতুন গ্যাস ফিল্ড সেমুতাং-এর গ্যাস সঞ্চালন লাইন শুরু না হওয়ায় এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা দারুনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

১২.২। ডুয়েল-ফুয়েল সিষ্টেম না থাকায় এবং ডুয়েল-ফুয়েল সিষ্টেমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যয় বহুল হওয়ায় স্থাপনাটি বিদ্যুৎ উৎপাদন উপযোগী করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, ডুয়েল-ফুয়েল সিষ্টেম চালু করার জন্য আরো ১০০ কোটি টাকার প্রয়োজন পড়বে।

১২.৩। স্থাপনাটি পুরোপুরি চালু হলে এর চিমনি দিয়ে ৫০০ ইউনিট এগজস্ট ফ্লু গ্যাস বের হবে। এ ফ্লু গ্যাস-কে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অর্থাৎ কম্বাইন্ড সাইকেলের মাধ্যমে ৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। চিমনির উপরিভাগ খোলা থাকায় ৫০০ ইউনিট গ্যাস প্রতিদিন খোলা আকাশে প্রবাহিত হয়ে ঐ এলাকার পরিবেশ দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে ঐ এলাকার গাছ-পালা, পশু-পাখি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরিবেশগত বিপর্য দেখা দিবে।

১২.৪। প্রকল্পটি গত জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিতে প্রেরণ করার বিধান থাকলেও ফেব্রুয়ারি, ২০১১ মাসেও পিসিআর আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে, এমনকি মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনায় সভায় পিসিআর না পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পিসিআর যথাসময়ে পাওয়া যায়নি। ফলে পিসিআর ছাড়াই পরিদর্শন সমাপ্ত করা হয়েছে এবং সংস্থা থেকে (পিডিবি) খসড়া পিসিআর সংগ্রহপূর্বক সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২.৫। প্রশিক্ষণ অংশে ৭৫.৮৩ লক্ষ টাকা ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকলেও এ অঙ্গে ২০২.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় কোন খাত থেকে কিভাবে ব্যয় করা হলো এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।

১২.৬। ফিল্ড ইস্টাবলিশমেন্ট বাবদ ডিপিপিতে ২১৯.৩৮ লক্ষ টাকা ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকলেও এ অঙ্গে মাত্র ৩৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় বিভিন্ন অঙ্গের বিপরীতে ডিপিপিতে ব্যয় প্রাক্কলন যথাযথ হয়নি।

১৩.০। সুপারিশঃ

১৩.১। প্রকল্প হাতে নেয়ার সময় অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বরাদ্দ প্রাক্কলন যথাযথভাবে করতে হবে যাতে প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রাক্কলিত ব্যয় এবং প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে ।

১৩.২। বিদ্যুৎ উৎপাদন স্থাপনা নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এর জ্বালানী সম্পর্কিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের (তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদির সহজলভ্যতার বিষয়ে) বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এর কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

১৩.৩। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সিএফএল, কাফকো ছাড়াও অন্যান্য শিল্প কলকারখানায় কি পরিমাণ গ্যাসের প্রয়োজন হবে তা নির্ণয়পূর্বক এ প্রকল্পের বিদ্যুৎ স্থাপনা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস পাওয়া না গেলে ডুয়েল-ফুয়েল সিষ্টেমে এ প্রকল্পটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৩.৪। চিমনি দিয়ে নির্গমন উপযোগী ফ্লু গ্যাস-কে কম্বাইন্ড সাইকেল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরো ৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদান ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিবেশগত বিপর্যয় থেকে ঐ এলাকাকে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৩.৫। প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-৩)এর পুনর্বাসন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান : কাপ্তাই, রাঙামাটি।
২.০। বাস্তবায়ন সংস্থা : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)।
৩.০। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ বিভাগ।
৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (পিএ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (পিএ)	সর্বশেষ সংশোধিত (পিএ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬২১৪.১৬ (৪৪৯৫.৮৭)	১৭৫১৫.৪৪ (১২৩২৪.৮৭)	১৭২৭২.৩৩ (১২০৮৩.২০)	জানুয়ারি, ১৯৯৮- জুন,২০০১ (৩.৫ বছর)	জানুয়ারি, ১৯৯৮- জুন,২০১০ (১২.৫ বছর)	জানুয়ারি, ২০০৮- জুন,২০১০ (১২.৫ বছর)	১১০৫৮.১৭ (১৭৮%)	৯ বছর (২৫৭%)

৫.০। **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
১।	বিবিধ রাজস্ব ব্যয়	থোক	৯৩.৪৫	থোক	৯২.০০ (৯৮.৪৫%)
২।	যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও স্থাপন /পুনর্বাসন কাজঃ				
২.১	মেকানিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ	থোক	৪০৪৩.০৩	থোক	*৪০৪৩.০৩ (১০০%)
২.২	ইলেকট্রিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ	থোক	৪৯৩০.৪৮	থোক	*৪৯৩০.৪৮ (১০০%)
২.৩	আই এ্যান্ড সি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ	থোক	১০০০.৫১	থোক	*১০০০.৫১ (১০০%)
২.৪	যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি স্থাপন/পুনর্বাসন কাজ	থোক	৩৩২৩.২৫	থোক	*৩৩২৩.২৫ (১০০%)
	উপ-মোট(২):		১৩২৯৭.২৭		*১৩২৯৭.২৭ (১০০%)
৩।	পরামর্শক	থোক	১০১৫.২১	থোক	*১০১৫.২১ (১০০%)
৪।	সিডি ভ্যাট	থোক	২০০০.০০	থোক	*২০০০.০০ (১০০%)
৫।	পরিবহন	থোক	৯৪.১০	থোক	*৯৪.১০ (১০০%)
৬।	প্রশিক্ষণ	থোক	১৯৩.১৫	থোক	*১৯৩.১৫ (১০০%)
৭।	*কন্টিনজেন্সি*	*থোক*	*১৪৫.১৩*	*থোক*	*২৪.৩০ (১৬.৮%)*
৮।	নির্মাণকালীন সুদ	থোক	৫৩২.০০	থোক	*৫৩২.০০ (১০০%)
৯।	*মূল্য/ব্যয় বৃদ্ধি*	*থোক*	*১৪৫.১৩*	*থোক*	*২৪.৩০ (১৬.৮%)*
	মোটঃ		১৭৫১৫.৪৪	১০০%	১৭২৭২.৩ (৯৮.৬১%)

(টার্ণ-কী চুক্তিমূল্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটি সংশোধিত হওয়ার কারণে এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান হয়েছে)*

৬.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে এর কারণ :
ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য :
৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩নং ইউনিট স্থাপনের জন্য ১৯৬৯ সালে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এ কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল ইউএসএইড হতে সরবরাহ করা হয়। কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ হতে আমদানি কালে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আমদানিকৃত মালামাল রেঙ্গুন এবং করাচি সমুদ্র বন্দরে খালাস করা হয় এবং দীর্ঘদিন সেখানে পড়ে থাকার কারণে প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এসকল যন্ত্রপাতি জাপান থেকে প্রয়োজনীয় মেরামত করা হয় এবং মেরামতকৃত যন্ত্রপাতি দিয়েই ১৯৮২ সালে কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের পর হতে ৪০ মেঃওঃ এর বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়নি। উল্লেখ্য যে, পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ ও ২ নং ইউনিটের পুনর্বাসন কাজ ইতঃপূর্বে সম্পন্ন করার ফলে ইউনিট দুটো হতে স্থাপিত ক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। অতএব ৩নং ইউনিটটি অনুরূপভাবে পুনর্বাসন করা হলে ইউনিটটি হতে পুর্ণ ক্ষমতায় বিদ্যুৎ উৎপাদান করা সম্ভবপর হতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩নং ইউনিট-এর পুনর্বাসনের জন্য বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-৩ এর পুনর্বাসন/সংস্কারের মাধ্যমে এর হ্রাসকৃত উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি ও অপারেটিং দক্ষতা উন্নয়ন ।

৮.০। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ
মূল প্রকল্পটি ২০/১০/১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৬২১৪.১৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে কার্য পরিধি, বাস্তবায়নকাল ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।১৭/০৫/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১৭৫১৫.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

৯.০। প্রকল্পের অর্থায়নঃ
বাংলাদেশ সরকারের অর্থে এবং ইটালিয় সরকারের প্রকল্প সাহায্যের (ঋণের) অর্থে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

১০। প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের বাস্তবায়নঃ

১০.১। যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও স্থাপনঃ
প্রকল্পের আওতায় কর্ণফুলী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট -৩ এর পুনর্বাসন কাজের প্রয়োজনীয় মেকনিক্যাল , ইলেকট্রিক্যাল ও আই এন্ড সি ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ এবং স্থাপন/পুনর্বাসন কাজের জন্য মোট ১৩২৯৭.২৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ সংস্থানের বিপরীতে ইটালীর সরকারের Tied Loan এর আওতায় নিয়োজিত টার্ণ-কী ঠিকাদারের(M/S VATECH-SQADELMI Consortium, Italy) মাধ্যমে উল্লিখিত যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদিসংগ্রহ ও স্থাপন/পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এর জন্য ১৩২৯৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় (উল্লেখ্য যে, টার্ণ-কী চুক্তিমূল্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটি সংশোধিত হওয়ার কারণে এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান হয়েছে)। প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-৩ এর পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বর্তমানে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু(test run এ) রেখেছে । টার্ণ-কী চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-৩ এর test run সফল হওয়ার পর ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তা বিউবোর নিকট হস্তান্ত করবে বলে জানা যায়।

১০.২। পরামর্শকঃ
প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-৩ এর পুনর্বাসন কাজের Engineering, Design & Supervision পরামর্শক নিয়োগের জন্য ১০২৫.২১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ সংস্থানের বিপরীতে ইটালীর সরকারের Tied Loan এর আওতায় নিয়োজিত যৌথ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান-Electro Consult SPA, Italy & Design Development Consultant, Bangladesh এর নিকট হতে প্রয়োজনীয় পরামর্শক সেবা গ্রহণ করা হয়। এর জন্য ১০২৫.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়(উল্লেখ্য যে, টার্ণ-কী চুক্তিমূল্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটি সংশোধিত হওয়ার কারণে এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমান হয়েছে)।

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১। হ্রাসকৃত উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার	১। হ্রাসকৃত ৪০ মেগাওয়াট হতে ৫০ মেগাওয়াট এ উৎপাদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২। স্থাপনার স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি	২। স্থাপনার স্থায়িত্বকাল আরো ১৫ বছর বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়।
৩। অপারেটিং দক্ষতা উন্নয়ন	৩। এনালগ হতে ডিজিটাল সিস্টেমের রূপান্তরের মাধ্যমে অপারেটিং দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায় ।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কালে(জানুয়ারী, ২০০৮-জুন, ২০১০) নিম্নবর্ণিত দুই (০২) জন কর্মকর্তা পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ এটিএম মোয়াজ্জেম হোসেন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৫/০৭/০৪-০৪/০১/২০০৯
২।	কাজী আব্দুল ওয়াহেদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৫/০১/০৯-১৩/০১/২০০৯
৩।	জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১৪/০১/০৯-৩০/০৬/২০১০

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** বিলম্বে হলেও প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে জানা যায়।

১৪। **প্রকল্পের পরিদর্শিত এলাকাঃ** কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র,কাপ্তাই, রাংগামাটি।

১৫। **প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা :**

বাস্তবায়নে অত্যধিক বিলম্ব ও ব্যয় বৃদ্ধিঃ

প্রকল্পটি জানুয়ারি, ১৯৯৮ হতে জুন, ২০০১ পর্যন্ত(৩.৫ বছর) সময়ে ও মোট ৬২১৪.১৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। জানা যায় যে, প্রকল্পের অনুকূলে বৈদেশিক অর্থায়ন পেতে বিলম্বের কারণে এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু করতে বিলমব হয়। প্রকল্পের অনুকূলে ইটালীর সরকারের প্রকল্প সাহয্যের(Tied Loan) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১২/০৩/২০০৭ তারিখে। এছাড়া কার্য পরিধি, প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে (১৭৫১৫.৪৪ লক্ষ টাকা) প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। এরপর ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান-M/S VATECH-SQADELMI Consortium, Italy এর সাথে একাট টার্ন-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুসারে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুনর্বাসন কাজ ১৮ মাসে অর্থাৎ জুন, ২০০৯ এর মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবায়নের পর্যায়ে Consortium ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এর এক Partner SQADELMI SPA দেওলিয়া হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এর EPC কাজ BUSI POWER কে ০১/০৫/২০০৯ তারিখে হস্তান্তর করায় প্রকল্পের Electrical Portion এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে Director General for Development Co-operation (DGCS). Italy এর অনুমোদন পাওয়ার পর গত ২৭/০১/২০১০ তারিখে চুক্তিটি সংশোধিত হয় এবং সে আলোকে প্রকল্পের মেয়াদ আরও ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত করা হয়। এতে প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল মূল বাস্তবায়ন কাল ৩.৫ বছর হতে ২৫৭% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২.৫ বছরে এবং প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২১৪.১৬ লক্ষ টাকা ১৭৮% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭২৭২.৩৩ লক্ষ টাকায়। অতএব ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্বায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্যের প্রয়োজন হলে প্রকল্প সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্প প্রকল্প গ্রহণ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা করা সমীচীন হবে।

১৬.০। **অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ**

প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালকের সংগে আলোচনায় জানা যায় যে, কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-১ ও ২-এরও পুনর্বাসন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ বর্তমানে ইউনিট ২টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে

এবং ইউনিট-১ ও ২ এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ মেঃওঃ এর স্থলে ৩০ মেঃওঃ এ হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, পুনবার্সন কাজ করা না হলে বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে বলে জানা যায়। অতএব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-১ ও ২-এর পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৬। **সুপারিশঃ**

১৬.১। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্বায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্যের প্রয়োজন হলে প্রকল্প সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে প্রকল্প গ্রহণ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অনুঃ ১৫.১)।

১৬.২। কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউনিট-১ ও ২-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিট-১ ও ২-এর পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুঃ ১৫.২) ।

সোসিও ইকনমিক মনিটরিং এন্ড ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন অব রুরাল ইলেট্রিফিকেশন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১।	প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা।
২।	বাস্তবায়ন সংস্থা	:	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)।
৩।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯৫.৬১ (৩৬৪.৫৩)	- (-)	৩৫৩.৬৪ (৩০৫.৬১)	জুলাই,২০০৩ হতে জুন,২০০৮	জুলাই,২০০৩ হতে জুন,২০১০	জুলাই,২০০৩ হতে জুন,২০১০	প্রযোজ্য নয়	২ বছর (৪০%)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গাভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গা	GKK	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	আর্ন্তজাতিক পরামর্শক	সংখ্যা	১জন (১২ জনমাস)	৭২.০০	পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি	২৯৫.৩১ (৬৯.৫৮%)
২।	স্থানীয় পরামর্শক	সংখ্যা	৫জন (১৫০ জনমাস)	২২৯.৮০	পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি	
৩।	স্থানীয় পরামর্শকের ষ্টাফ	সংখ্যা	৫৫৫ জনমাস	৯৩.০০	পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি	
৪।	জনবল	সংখ্যা	৩ জন কর্মকর্তা (১৮০ জনমাস, ৪জন কর্মচারী (৪২০ জনমাস	২৯.৬৪	পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি	

৫।	ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা থোক	ডেস্কটপ কম্পিউটার-৪টি, পিসি-ল্যাপটপ-১টি, ফ্যাক্স মেশিন-১টি, ফটোকপিয়ার-১টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-১টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-১টি, প্রিন্টার-১টি, সফটওয়্যার ও অফিস সরঞ্জামাদি	১০.১৭	পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি	১১.২১ (১১০.২৩%)
৬।	যানবাহন	সংখ্যা	জীপ-১টি	২৫.০০	পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি	
৭।	অফিস ষ্টেশনারী, প্রিন্টিং ও মাল্টিমিডিয়া প্রডাকশন	থোক	-	৮.০০	পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি	৮.৮৫ (১৪.৫১%)
৮।	ওয়ার্কশপ/সেমিনার ও রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ	থোক	-	১০.০০	পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি	
৯।	টিএ/ডিএ	থোক	-	৫.০০	পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি	
১০।	জ্বালানী খরচ ও গাড়ি মেরামত	থোক	-	৮.০০	পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি	
১১।	কন্টিনজেন্সী	থোক	-	৫.০০		
	মোটঃ			**৪৯৫.৬১**		৩১৫.৩৭ (৬৩.৬৩%)

৬। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ</u>

প্রকল্পটি আইডিএ-এর আর্থিক সহাতায় ৪৯৫.৬১ লক্ষ টাকা (তন্মধ্যে ৩৬৪.৫৩ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ১৩১.০৮ লক্ষ টাকা জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি ৩১৫.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও পিসিআর অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয় ৩০৫.১২ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। আইডিবি কর্তৃক প্রদানকৃত ৩৬৪.৫৩ লক্ষ টাকা এ প্রকল্পে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল। এ প্রকল্পের প্রদানকৃত গ্র্যান্টের ৩০১.৮০ লক্ষ টাকা (৮২.৭৯%) টাকাই পরামর্শক নিয়োগ বাবদ টিপিপিতে বরাদ্দ আছে। মোট প্রকল্প ব্যয় হয়েছে ৩১৫.৩৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৩.৬৩% অর্থাৎ বাকি ১৮০.২৪ লক্ষ টাকাই অব্যয়িত আছে। আলোচ্য প্রকল্পের জন্য ২টি সার্ভে স্টাডির হওয়ার কথা ছিল। স্টাডির আওতায় (১) বেইজ লাইন সার্ভে এবং (২) প্যানেল সার্ভে যথাযথভাবে সম্পন্ন হলেও এ অঙ্গে অর্থ কম ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া, যানবাহন, অফিস স্টেশনারী, ওয়ার্কশপ/সেমিনার, টিএ/ডিএ, জ্বালানী খরচ ও কন্টিনজেন্সী ইত্যাদি বাবদ ৬১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে যানবাহন ক্রয় না করায়, ওয়ার্কশপ/সেমিনার কম হওয়ায় এবং অন্যান্য বাবদ ব্যয় কম হওয়ায় এ অঙ্গগুলোতে মোট ব্যয় হয়েছে ৮.৮৫ লক্ষ টাকা।

৭। **<u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>**

৭.১। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য :</u>**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আর্থ-সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন গবেষণা ডিজাইন, সার্ভে ডাটা বিশ্লেষণ, রিপোটিং পদ্ধতি প্রদর্শন করা।

৭.২। **<u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>**

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহযোগিতায় পল্লী সমবায় সমিতির (পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি) উপর ভিত্তি করে গত ২৫-২৬ বছর যাবত বাংলাদেশের পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম চলছে। কার্যক্রমের শুরু থেকে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য যাতে করে পল্লী এলাকার জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো যায়। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে ৭০টিরও বেশি পল্লী বিদ্যুৎ সমবায় সমিতি যা পল্লী

বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস) নামে পরিচিত রয়েছে। এ সমস্ত সমিতির মাধ্যমে ৮.১ মিলিয়ন এর বেশি বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ৭ মিলিয়ন এর বেশি গৃহস্থলীর কাজে ব্যবহারের জন্য বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এ সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য ২২৩ হাজার কিঃ মিঃ এর বেশি বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন করতে হয়েছে।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

''সোসিও ইকনমিক মনিটরিং এন্ড ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন অব রুরাল ইলেট্রিফিকেশন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ'' প্রকল্পটি গত ০৬/১১/২০০৩ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের ডিএসপিইসি সভায় ৪৯৫.৬১ লক্ষ টাকা (তন্মধ্যে ৩৬৪.৫৩ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ১৩১.০৮ লক্ষ টাকা জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৩ থেকে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

প্রকল্পটি আইডিএ-এর আর্থিক সহাতায় ৪৯৫.৬১ লক্ষ টাকা (তন্মধ্যে ৩৬৪.৫৩ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ১৩১.০৮ লক্ষ টাকা জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

৮। **প্রকল্পেরর সার্বিক বাস্তবায়ন :**

প্রকল্পটি অনুমোদিত টিপিপিতে Base Line Survey শেষ হওয়ার পর Panel Survey শুরু করার নির্দেশনা রয়েছে। যথারীতি Base Line Survey শেষ হওয়ার পরই Panel Survey শুরু করা হয়। ২টি সার্ভেই যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অবহিত করেছেন। এ Study প্রকল্পের লব্দ ফলাফল অত্যন্ত বাস্তবধর্মী, বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ প্রকল্পের সার্ভে সুপারিশ কাজে লাগিয়ে পল্লী বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থার আরও উন্নতি ঘটানো যেতে পারে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অবহিত করেছেন।

৯। **প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের বাস্তবায়নঃ**

৯.১। এ প্রকল্পের আওতায় টিপিপি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পরামর্শক ০১ জন, ১২ জনমাস (৭২.০০ লক্ষ টাকা), স্থানীয় পরামর্শক ০৫ জন, ১৫০ জনমাস (২২৯.৮০ লক্ষ টাকা), স্থানীয় পরমর্শকদের স্টাফ বাবদ ৫৫৫ জনমাস (৯৩.০০ লক্ষ টাকা) সহ মোট ৩৯৪.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও পিসিআর অনুযায়ী Project Input Personal Consultant বাবদ বরাদ্দকৃত ৩৯৪.৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৬৮.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। যা টিপিপি'র সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ মনে হয়নি। তাছাড়া, Socio Economist (Project Director), Socio Economist (Project Manager) এ দু'ধরনের পরামর্শকের জন্য ১২ জনমাস এবং ৪৮ জনমাস টিএপিপিতে বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে যথাক্রমে ১২ জনমাস এবং ১৫ জনমাস কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে জনমাস কম লেগেছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

৯.২। প্রকল্পের আওতায় যানবাহন বাবদ ১টি জীপের জন্য ২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন না পাওয়ায় তা ক্রয় করা হয়নি।

৯.৩। প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির (ডেক্সটপ কম্পিউটার-৪টি, পিসি-ল্যাপটপ-১টি, ফ্যাক্স মেশিন-১টি, ফটোকপিয়ার-১টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-১টি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-১টি, প্রিন্টার-১টি, সফটওয়্যার ও অফিস সরঞ্জামাদি) জন্য ১০.১৭ লক্ষ টাকা টিপিপিতে বরাদ্দ থাকলেও এ বাবদ ১১.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কম্পিউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি আরইবিতে অবস্থিত Impact Evaluation Directorate –এ স্থানান্তর করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

৯.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আর্থ-সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন গবেষণা ডিজাইন, সার্ভে ডাটা বিশ্লেষণ, রিপোটিং পদ্ধতি প্রদর্শন করা।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০.০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব আহসান হাবীব	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	জুলাই, ২০০৩ থেকে জুলাই, ২০০৪
২।	জনাব সৈয়দ সরওয়ার হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ থেকে জানুয়ারি, ২০০৯
৩।	মতিজা বেগম	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০০৯
৪।	জনাব সৈয়দ মোসাদ্দেক হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	ফেব্রয়ারি, ২০০৯ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১০
৫।	জনাব বেলায়েত হোসেন চৌধুরী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	ফেব্রুয়ারি, ২০১০ থেকে জুন, ২০১০

১১.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১২.০। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১২.১। প্রকল্পের আওতায় ২জন পরামর্শকের মধ্যে ১ জন Socio Economist (Project Director) এবং অন্য জন Socio Economist (Project Manager) রয়েছেন। টিপিপিতে পরামর্শকদের পদবী এভাবে উল্লেখ না থাকলেও পিসিআর-এ তা উল্লেখ করা হয়েছে।

১২.২। প্রকল্পের আওতায় ২টি মাত্র ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অথচ ওয়ার্কশপ, সেমিনার, রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ বাবদ মোট ১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। আরোও ওয়ার্কশপ/সেমিনার অনুষ্ঠিত হলে রিপোর্টগুলোতে আরো বাস্তবধর্মী সুপারিশ থাকা সম্ভব হতো।

১২.৩। প্রকল্পের জনবলের তথ্য পিসিআর-এ প্রতিফলিত হয়নি।

১২.৪। মোট প্রকল্প ব্যয়ের তুলনায় ১৮০.২৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। প্রকল্পের জন্য জিওবি বরাদ্দকৃত ১৩১.০৮ লক্ষ টাকার মধ্যে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তা পিসিআর থেকে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা সম্ভব হয়নি। তবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম দর উদ্বৃত করায় এবং ২জন Project Personnel নিয়োগ না করায় ও গাড়ী ক্রয় না করায় প্রকল্পের মোট ব্যয় কম হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

১৩.০। **সুপারিশঃ**

১৩.১। প্রকল্পের আওতায় দুইটি স্টাডি (১) Base Line Survey (২) Panel Survey রিপোর্টের লব্দ ফলাফল অত্যন্ত বাস্তবধর্মী, বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ প্রকল্পের সার্ভে সুপারিশ কাজে লাগিয়ে পল্লী বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থার আরও উন্নতি ঘটানো সম্ভব। সে কারণে Survey রিপোর্টের কপি আইএমইডিসহ প্রয়োজনীয় সংস্থায় প্রেরণ করে লব্দ জ্ঞান অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে।

১৩.২। অন্যান্য প্রকল্পের পিসিআর সময়মত এবং সঠিকভাবে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

১৩.৩। প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

৯টি পবিস বিতরণ ব্যবস্থা নিবিড়করণ ও সম্প্রসারণ
(সমাপ্তঃ জুন ২০১০)

১। প্রকল্প এলাকা : ফরিদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ও ময়মনসিংহ-২।

২। বাস্তবায়ন সংস্থা : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।

৪। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : বাংলাদেশ সরকার (অনুদান) ৭২.৫ মি. ইউএস ডলার, ডিএফআইডি ৪৮.০৬ মি. ইউএস ডলার।

ক্রমিক	প্রকল্পের অর্থায়ন	ঋণের পরিমান মি. ইউএস ডলার	প্রকল্প ছক অনুযায়ী বিনিময় হার/ডলার	ঋণ অনুদানের পরিমান (কোটি টাকা)	ঋণ চুক্তির তারিখ	ঋণ সমাপ্তির তারিখ
১।	জিওবি (স্থাঃ মূঃ)	৭২.৫	৫৮	৪২০.৫		
২।	ডিএফআইডি (দাতা সংস্থা)	৪৮.০৬	৫৮	২৭৮.৭৪৮	১১/১২/২০০৫	৩১/১২/২০১০

৫। **<u>বাস্তবায়নকাল</u>** : জুলাই ২০০২ হতে ৩০ জুন ২০১০ (২য় সংশোধিত প্রকল্প অনুসারে)

৬। **<u>প্রকল্প অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থাঃ</u>** প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক ১৬-০৯-২০০৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১০-১১-২০০৩ তারিখে ডিপিইসি'র সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়।

গত ১৬-০৯-২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৭৪৬১৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ১০-১১-২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী ৭১৩৮৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিপি সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে জিওবি ৪২০৫২.০০ লক্ষ টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ২৯৩৩২.০০ লক্ষ টাকা। পিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ছিল জুলাই,২০০২ থেকে জুন,২০০৭ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের কার্য পরিধি বৃদ্ধি, নগদ বৈদেশিক মুদ্রা অন্তর্ভুক্ত এবং বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটির সময়কাল বৃদ্ধিসহ সংশোধন করা হয়। গত ২৮-১১-২০০৭ তারিখে (পরিকল্পনা কমিশনের পত্র নং পক/বি/পিই(ডি)-৫৭/২০০২(অংশ-৩)/৩৪০, তারিখ ২৮-১১-২০০৭) মোট ৭৫৪০৭.৩৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত আকারে প্রকল্পটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় (জিওবি ৪১৭৬২.১৮ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৩৬৫৪.১৮ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়ন কাল জুন, ২০১০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৭। **<u>প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ</u>**

পল্লী এলাকায় সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে ৯টি পবিস এলাকাভুক্ত ৪র্থ পর্যায়-গ এর ৮টি (ফরিদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঝিনাইদাহ, মাগুড়া, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ও ময়মনসিংহ-২) এবং ৪র্থ পর্যায়-ঘ এর ১টি (নীলফামারী পবিস) সহ ১০টি জেলার মোট ৫১টি উপজেলায় বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থাকে আরও ঘনায়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২,৪০,০০০ টি গ্রাহক সংযোগ প্রদান এবং ৮০০০ কি: মি: নতুন লাইন নির্মাণ, ২০০০ কি:মি: বিতরণ লাইন নবায়নসহ ১৫টি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ৮টি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ।

৮। **<u>প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন</u>** : জুন, ২০১০ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিম্নরূপ (পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক আইএমইডি-তে দাখিলকৃত পিসিআর অনুসারে) ।

Sl. No.	Item of work (as per PP)	Unit	Target(as per PP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (%)	Financial (%)	Physical (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	a) Pay of Officers		138.95	Total-26.Nos.	51.00 (70.86%)	total-05 Nos.
	b) Pay of Employees of Establishment			(Officer-07 Nos & Staff-19 Nos.		(Officer-04 Nos & Staff-01 Nos.
	c) Labour/Staff on daily basis					
	d) Allowances					
2.	Supplies & Services	--	48.85	--	48.74 (23.80%)	--
3.	Maintenance & Rehabilitation					
	a) Vehicle		9.00		34.99 (12.94%)	
	b) Fuel for Vehicle		28.00			
4.	Insurance & Bank Charge	--	667.68	--	561.75 (100%)	--
5.	Transportation & Landing Charge	--	1669.19	--	1669.01 (100%)	--
6.	Training	--	140.75	12 Nos	12.94 (18.21%)	119 Nos (Local)
7.	Consultant for Engineering Design & Supervision	--	921.00	Total Line 10000km (New-8792 km Ren-1208 km) Total S/S-13 nos(New-9 Nos & Aug.-4 Nos)	733.72 (0.0%)	Total Line 9969km (New-8736 km Ren-1233 km) Total S/S-13 nos(New -9 Nos & Aug.-4 Nos)
8.	Inspection & testing	--	100.00	--	--	--
	Capital :					
9.	Asset Procurement					
	a) Transport Vehicle	--	141.74	Total -18 Nos (Jeep-4	122.06 (86.11%)	Total -18 Nos (Jeep-4

Sl. No.	Item of work (as per PP)	Unit	Target(as per PP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (%)	Financial (%)	Physical (%)
				Nos, Pick-up -1 Nos & M.Cycle-13 Nos)		Nos, Pick-up -1 Nos & M.Cycle -13 Nos)
	b) Equipment & Materials	--	55543.61	--	10.95 (0.01%)	--
	c) Furniture, Computer & Accessories	--	25	Lot	10.95 (43.80%)	--
10.	Land Acquisition/Purchase	--	--	--	--	--
	a) Land Acquisition	--	61.00	7.98 Acres	58.14 (95.31%)	7.98 Acres
11.	Constraction & works	--				
	a) Land Development	--	90.00	7.5 Acres	78.7 (87.44%)	7.5 Acres
	b) Office Building Construction	--	515.00	3495 Sq.m	468.43 (90.95%)	3495 Sq.m
	c) Residendial Building Const.	--	398.00	2640 Sq.m	505.69 (127.05%)	2640 Sq.m
	d) Others Construction Works	--	110.00	L.S.	109.77 (99.79%)	L.S.
12.	Electrical Line & Substation	--	4016.00	Total Line 10000km (New-8792 km Ren-1208 km) Total S/S-13 nos(New-9 Nos & Aug.-4 Nos)	3773.62 (93.96%)	Total Line 9969km (New-8736 km Ren-1233 km) Total S/S-13 nos(New-9 Nos & Aug.-4 Nos)
13.	**CD- VAT**	--	10014.00	--	9840.00 (98.26%)	--
14.	**Mise. Capital Expenditure**					
	a) Contingency	--	471.47	--	--	--
	b) IDC	--	298.11	--	--	--

Sl. No.	Item of work (as per PP)	Unit	Target(as per PP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (%)	Financial (%)	Physical (%)
	c) Cost Escalation	-	--	--	--	--
	Total :	--	75407.36	--	72583.65 (96.26%)	--

৯। **পরিদর্শিত এলাকা (জেলা ও উপজেলা) :** রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা।

১০। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদান
১	২	৩	৪
১। জনাব নিধু চন্দ্র দাস পরিচালক, SE&D	--	খন্ডকালীন	১১/১০/২০০৪
২। জনাব জি,কে, চৌধুরী পরিচালক, SE&D	--	খন্ডকালীন	১৬/১২/২০০৭
৩। জনাব এ,কে, এম মঞ্জুর মোরশেদ পরিচালক, SE&D	--	খন্ডকালীন	১২/১২/২০০৭

* (১) প্রকল্পটিতে পূর্ণকালীন কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি।

১১। **যানবাহনঃ** প্রকল্পের আওতায় ৪টি জীপ , ১টি পিক-আপ ও ১৩টি মোটর-সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। পিসিআর মতে ৪টি জীপ উর্ধতন কর্মকর্তা ও ১টি জীপ অপারেশন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৩টি মোটর-সাইকেল কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা পিসিআর-এ উল্লেখ নেই। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলি বিধি অনুসারে প্রকল্প সমাপ্ত শেষে পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা হয়নি।

১২।

পিপি অনুসারে মূল উদ্দেশ্য	অর্জন
১) ১০টি জেলার মোট ৫১টি উপ-জেলায় বিদ্যমান বিদ্যুৎ বিতরন ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২,৪০,০০০টি গ্রাহক সংযোগ প্রদান।	-পি সি আর-এ এ বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ নেই ।
২) ১০,০০০ কি:মিঃ নূতন লাইন নির্মাণ ও মেরামত । (৮৭৯২ কিঃমিঃ নূতন ও ১২০ কিঃমিঃ মেরামত)।	-৯,৯৬৯ কিঃমিঃ (৮৬৭৬ কিঃমিঃ নূতন লাইন ও ১২৩৩ কিঃমিঃ মেরামত)।
৩) ১৩টি নূতন উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ৪টি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি।	-১৩টি নূতন উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে ও ৪টির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৩। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৩.১। আবাসিক ভবন নির্মাণ খাতে ৩৯৮.০০ লক্ষ টাকা এর স্থলে ৫০৫.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০৭.৬৯ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে।

১৩.২। Over Head Cost : বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য ওভারহেড কস্ট খাতে কোন বরাদ্দ ছিল না, কিন্তু এ খাতে ৩০.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ বরাদ্দ বিহীন অতিরিক্ত ব্যয়ের যথাযথ অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না প্রকল্প পরিচালক তা জানাতে পারেনি।

১৩.৩। আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটি চলমান অবস্থায় পরিদর্শন করা হয়। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক আইএমইডি-এর

মতামত/সুপারিশের প্রেক্ষিতে কোন গৃহীত ব্যবস্থা/ মন্তব্য/ব্যাখ্যা আইএমইডিকে প্রদান করেনি।

১৩.৪। প্রকল্পের আওতায় মালামাল প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ক্রয় না করে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যে সকল মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তার অধিকাংশই (বিশেষ করে প্রচুর বৈদ্যুতিক খুঁটি) অব্যবহৃত অবস্থায় দেখা যায়। এ বিষয়ে জানা যায় যে, প্রকল্পের ক্রয়কৃত অতিরিক্ত/অব্যবহৃত মালামাল পবিসের স্টকে হস্তান্তর করা হবে।

১৩.৫। **প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প দপ্তর না থাকাঃ**

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় বিবেচ্য প্রকল্পের জন্য কোন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ছিল না। বোর্ডের একজন পরিচালক তাঁর নিয়মিত দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্পের নামমাত্র বা আনুষ্ঠানিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। জানা যায় যে, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে প্রকল্পের বিশেষ কোন কাজ সম্পাদিত হয়নি। এমনকি তাঁর আওতায় কোন প্রকল্প দপ্তরও ছিলনা। উল্লেখ্য ঐ সময়ে ১০ কোটি কিংবা এর বেশী বিনিয়োগ ব্যয় সম্পন্ন বৃহৎ প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য সরকারী নির্দেশনা ছিল। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প দপ্তর না থাকায় এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদিত হওয়ার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা অনুসরণের ক্ষেত্রে অনেক ব্যত্যয় ঘটেছে, যেমনঃ (১) এক প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামাল অন্য প্রকল্পে ব্যবহার, (২) প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহ না করা, (৩) সংগৃহীত মালামালের গুণগত মান নিশ্চিত করতে না পারা, (৪) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণে ত্রুটি ও এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সরবরাহে ত্রুটি, বিলম্বজনীত কারণ ছিল। উল্লেখ্য যে, কোন দপ্তর না থাকায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর, যেমনঃ অর্থ/ হিসাব/সংগ্রহ/প্রকৌশল পরিদপ্তর হতে বিচ্ছিন্নভাবে এনে একত্র করে সরবরাহ করা হয়েছে। এ কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যের মধ্যে বিভিন্ন অসম্পৃক্ততা ও অসংগতি পরিলক্ষিত হয় এবং এসব তথ্য যাচাই প্রক্রিয়াকরণে অনেক সমস্যা দেখা দেয় ও কার্য সম্পাদনে প্রচুর বিলম্ব হয়।

১৩.৬। **বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের জন্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির ঘাটতিঃ**

সমাপ্ত প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, বিতরণ লাইন সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল, যেমনঃ বিতরণ ট্রান্সফরমার, সার্ভিস ড্রপ (গ্রাহক সংযোগ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ক্যাবল) মিটার ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়নি। আরো জানা যায় যে, বিতরণ ট্রান্সফরমার, সার্ভিস ড্রপ, মিটার ইত্যাদির মজুদ/সরবরাহ না থাকার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস)গুলোতে ইতোমধ্যে স্থাপিত লাইনের মাধ্যমে সৃষ্ট সংযোগ সুবিধার আওতায় সেচ ও আবাসিকসহ অন্যান্য শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক গ্রাহক আবেদন করেও বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছে না। জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহসহ অন্যান্য সকল কাজ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদন করে এবং এতে পিবিএসগুলোর তেমন কোন সম্পৃক্ততা থাকে না।
এর ফলে প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মালামালের আইটেমওয়ারী অনুপাত বজায় থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোন কোন আইটেমের সংগ্রহে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী বা কম হয় এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মালামাল পিবিএসগুলো পায় না। উল্লিখিত মালামালের ব্যাপক ঘাটতি থাকায় সমিতিসমূহ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে পারছে না।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে সমিতিগুলোতে বিতরণ ট্রান্সফরমার, সার্ভিস ড্রপ, মিটার ইত্যাদির ঘাটতি থাকায় গ্রাহকগণ নানা ধরনের তদ্বির অথবা অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে আগ্রহী হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থার ইতোমধ্যে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পিবিএস-এর অতীতে অর্জিত সুনাম বর্তমানে দারুণভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে।

১৪। **সুপারিশঃ**

১৪.১। প্রকল্পটির ওভারহেড কস্ট বাবদ কোন বরাদ্দ না থাকা সত্বেও ৩০.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ আইএমইডি-র নিকট প্রেরণ করার জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার পুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

১৪.২। সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় সরকারী অনুদানের অর্থে সংগৃহীত যানবাহনগুলো সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে ০৮-০১-

২০০৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী সরকারী পরিবহণ পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৩। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষ্যত প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ (বিদ্যুৎ বিভাগ) হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৪.৪। আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শিত প্রতিবেদনের সুপারিশের উপর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মতামত/ব্যাখ্যা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার পুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

১৪.৫। আবাসিক ভবন নির্মাণ খাতে ৩৯৮.০০ লক্ষ টাকা এর স্থলে ৫০৫.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০৭.৬৯ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প পরিচালকের নিকট এর সুস্পষ্ট কারণ/ব্যাখ্যা নিবে।

পবিবোর্ড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর'২০০৯)

১। প্রকল্পের অবস্থান : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবোর্ড) সদর দপ্তর ও ৩৯টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

২। বাস্তবায়ন সংস্থা : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবোর্ড)।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)**	**অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)**
মূল (প্রঃ সাঃ)	**সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)**		**মূল**	**সর্বশেষ সংশোধিত**			
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**
১৩৮৩.৬১ (৪৮৮.৪৭)	১৪১৮.৩৬ (৯৪৯.৩১)	১২২৪.৩১ (১০৪৯.৯৫)	জুলাই, ২০০৪ হতে **জুন, ২০০৬** (২ বছর)	জুলাই, ২০০৪ হতে **জুন, ২০০৯** (৫ বছর)	জুলাই, ২০০৪ হতে **ডিসেম্বর'২০০৯** (৫ বছর ৬ মাস)	- ১৫৯.৩০ (- ১১.৫০%)	৩ বছর ৬ মাস (১৭৫%)

৫। **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>** বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (চঈজ) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	**সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ**	**একক**	**পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
			বাস্তব	**আর্থিক**	**বাস্তব (%)**	**আর্থিক (%)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**
১।	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	৯	৭৬.৯৩	৯ (১০০%)	৬৩.৩৪ (৮২.৩%)
২।	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	৪	১৮.২০	২ (৫০%)	১৫.৮ (৮৭%)
৩।	ইনসুরেন্স ও ব্যাংক চার্জ ও ট্রান্সপোর্টেশন	থোক	থোক	১৭.০০	-	৮.৩ (৪৮.৭%)
৪।	**<u>প্রশিক্ষণঃ</u>**					
	(ক) স্থানীয়	সংখ্যা	৪৫১	৫২.৫৭	৪০৮ (৯০%)	১২.৪০ (২৩.৫%)
	(খ) বৈদেশিক	সংখ্যা	৩৫	২৫৫.৭৫	৩৫ (১০০%)	২৫৫.৭৫ (১০০%)
৫।	পরামর্শক সেবা	থোক	-	৬৯.৮৪	-	৫৫.৭১ (৮০%)
৬।	অন্যান্য	থোক	-	১৮.০০	-	১৫.৯৩ (৮৮.৫%)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭।	যানবাহন	সংখ্যা	২ (পিক-আপ)	৩৬.০০	০	০.০০ (০%)
৮।	ইকুইপমেন্ট ও মেটেরিয়াল	থোক	-	৮৪৪.৫৬	-	৭৯৪.২০
৯।	অফিস সরঞ্জাম	থোক	-	৫.০০	-	২.৮০ (৫৬%)
১০।	নির্মাণ ব্যায়	থোক	-	১৫.০০	-	০.০০ (০%)
মোটঃ				**১৪১৮.৩৬**	**৯৪.৮%**	**১২২৪.৩১ (৮৬.৩%)**

6| KvR Amgvß _vK‡j Dnvi KviY t cK‡íi wWwcwci j¶¨gvÎv Abhvqx cK‡íi AvIZvq AviBwe I 39wU cjx we`¨r mwgwZ‡Z Local Area Network (LAN) ¯'vcb I 18wU cjx we`¨r mwgwZ‡Z GIS maping system ¯'vcb Ges cwk¶Y c`v‡bi ms¯'vb _vK‡jI GIS maping system ¯'vc‡bi KvR Amgvß i‡q‡Q| GIS maping system ¯'vc‡bi Rb¨ wWwcwc‡Z gvÎ 15.00 (c‡bi) j¶ UvKvi ms¯'vb wQj hv chvß bq e‡j GIS maping system ¯'vcb Kiv m¤¢e nqwb e‡j Rvbv‡bv n‡q‡Q|

7| mvaviY ch©‡e¶Yt

we`¨r wefv‡Mi Aax‡b evsjv‡`k cjx we`¨Zvqb †evW© KZK ev¯ZewqZ Òcwe‡evW© I cjx we`¨Zvqb Kvhµ‡gi cwiZôwbK DbqbÓ kxIK cKíwU wW‡m¤^i2009 G mgvß †NvlYZ nq| cKíwUi mgvß gj¨vq‡bi Rb¨ cwe‡evW© I h‡kvi cwem 1 I 2 m‡iRwg‡b cwi`kb Kiv nq| cwi`kbKvjxb mg‡q GjvKv wfwË‡Z D³ GjvKvi `wq‡Z wb‡qvRZ wbevnx c‡KŠkjx, cjx we`¨r mwgwZi †Rbv‡ij g¨v‡bRvimn Ab¨vb¨ mKj KgKZv/KgPvixMY Dcw¯'Z wQ‡jb| cKíwU mgvß gj¨vq‡bi Rb¨ m‡iRwgb cwi`kbKv‡j cK‡íi D‡Ïk¨, A\_vqb I eivÏ, A½wfwËK Aw\_K I ev¯Íe AMMwZi weeiY, D‡Ïk¨ I ARb Ges ev¯Íevqb mgm¨v ch©‡e¶Y Kiv nq| cK‡íi wcwmAvi Ges cwi`k‡bi wfwË‡Z cvß Z_¨ Øviv mgvß gj¨vqb cwZ‡e`bwU cYqb Kiv nq| bx‡Pi Ab‡"Q`mg‡n cK‡íi Gme w`K I A½wfwËK we‡kIY c`vb Kiv n‡jv|

8| cK‡íi D‡Ïk¨ t G cK‡íi cavb D‡Ïk¨ n‡"Q cwe‡evW© I 39wU cjx we`¨r mwgwZ‡Z LAN ¯'vcb I 18wU cjx we`¨r mwgwZ‡Z GIS maping system ¯'vcb I cwk¶Y|

9| cKí Ab‡gv`b I ms‡kvabt cKíwU 30/03/2004 Zwi‡L 1383.61 j¶ UvKv (wRIwe 190.05, cKí mvnvh¨ 488.47 I AviwcG 705.09 j¶ UvKv) e¨‡q GK‡bK KZK Ab‡gw`Z nq| cieZx‡Z 01/11/2008 Zwi‡L 1418.36 j¶ UvKv (wRIwe 200.30, cKí mvnvh¨ 949.31 I AviwcG 268.75 j¶ UvKv) cv°wjZ e¨‡q (3.95% ew×) ms‡kvab Kiv nq|

10| cK‡íi A_vqb t ms‡kwaZ wcwc Abhvqx cK‡íi †gvU e¨q 1418.36 j¶ UvKvi g‡a¨ 949.31 j¶ UvKv n‡jv weke¨vsK (AvBwWG) Gi cKí mvnvh¨ I AviwcG Gi AvIZvq i‡q‡Q 268.75 j¶ UvKv Ges Aewkó 200.30 j¶ UvKv wRIweÔi|

11| cK‡íi mwweK ev¯evqb t cKíwU RjvB 2004 G ïi" nq Ges wW‡m¤^i 2009 G †kl nq| cKíwUi AvIZvq m¤úvw`Z cKZ e¨‡qi cwigvb 1224.31 j¶ UvKv Gi g‡a¨ wRIwe A_ 108.34 j¶ UvKv, cKí mvnvh¨ (AvBwWG) A_ 1049.95 j¶ UvKv I AviwcG 66.02 j¶ UvKv| cKíwUi mwweK Aw_K AMMwZ 86.3% Ges ev¯Íe AMMwZ 94.8 %|

১২। **<u>প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের বাস্তবায়নঃ</u>**

১২.১। **<u>কর্মকর্তাদের বেতনঃ</u>** প্রকল্পটির আওতায় কর্মকর্তদের বেতন বাবদ মোট ৯৫.১৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ সংস্থানের বিপরীতে ৭৯.১৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। যা মোট সংস্থানের ৮৩%।

১২.২। **<u>প্রশিক্ষণঃ</u>** এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় প্রশিক্ষণ খাতে ৫২.৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও মাত্র ১২.৪০ (২৩.৫%) লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অন্যদিকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দের পুরা টাকাই (২৫৫.৭৫ লক্ষ টাকা) খরচ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় GIS maping এর উপর ট্রেনিং যথোপযুক্ত হয়নি। কারণ পরিদর্শনকালে দেখা গেছে এওঝ এর জন্য সরবরাহের Arcview Software ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রশিক্ষণের অভাবে অব্যবহৃত রয়ে গেছে।

১২.৩। <u>পরামর্শক সেবাঃ</u> পরামর্শক খাতে ৬৯.৮৪ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল এবং তার ৮০% অর্থ খরচ করা হয়েছে। অথচ প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ GIS maping system স্থাপনই সম্ভব হয়নি।

১২.৪। <u>ইকুইপমেন্ট ও মেটেরিয়ালঃ</u> এ খাতে ৮৪৪.৫৬ লক্ষ টাকা (৯৪%) ইকুইমেন্টসমূহ ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু অনেকক্ষেত্রে সেগুলো কাজে না লাগিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে।

১৩। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আরইবি ও ৩৯টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে Local Area Network স্থাপন ও ১৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে GIS maping system স্থাপন ও প্রশিক্ষণ।	cK‡í i AvIZvq AviBwe I 39wU cjx we`¨r mwgwZ‡Z Local Area Network ¯vcb Kiv n‡q‡Q| 18wU cjx we`¨r mwgwZ‡Z GIS software I Avbl½K hšcwZ c`vb Kiv n‡q‡Q| wKš software Kw¤úDUv‡i Install Kiv nqwb Ges maping system ¯vc‡bi KvR Amgvß i‡q‡Q| cK‡í i AvIZvq †gvU 35 Rb‡K ˆe‡`wkK cwk¶Y I 408 Rb‡K ¯vbxq cwk¶Y ‡`qv n‡q‡Q|

১৪। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (২০০৩ থেকে ২০০৮) পর্যন্ত ৬ বছরে মোট ২ জন কর্মকর্তা পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম	**পদবি**	**পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন**	**সময়কাল**
১।	**মোঃ আব্দুল হালিম মোল্লা**	সদস্য (প্রকৌশল)	খন্ডকালীন	১১/১০/২০০৫ হতে ৩১/১২/২০০৬
২।	মোঃ মোজাম্মেল হক	সদস্য (প্রকৌশল)	খন্ডকালীন	০৬/০৩/২০০৬ হতে ২৮/০৯/২০০৮
৩।	মোঃ আব্দুল মোমেন	প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)	খন্ডকালীন	১৯/১০২০০৮ হতে ৩১/১২/২০০৯

15| <u>cK‡í i ev¯evqb mgm¨v t</u>

15.1| <u>GIS maping system ¯vcb bv Kiv t</u> cK‡í i AvIZvq GIS maping system ¯vc‡bi ms¯vb _vK‡j I maping Gi KvR Amgvß i‡q‡Q| G Kv‡Ri Rb¨ wWcwc‡Z gvÎ 15.00 (c‡bi) j¶ UvKvi ms¯vb wQj hv chvß bq e‡j GIS maping system ¯vcb Kiv m¤e nqwb e‡j Rvbv‡bv n‡q‡Q|

15.2| <u>GIS Software I Ab¨vb¨ hšcwZ e¨envi Kiv t</u> h‡kvi cwem-2 cwi`kbKv‡j †`Lv †M‡Q †h, †mLv‡b GIS Gi Rb¨ †h Arcview Software mieivn Kiv n‡q‡Q Zv Kw¤úDUv‡i Bb÷jB Kiv nqwb| d‡j GIS chw³ I Gi Rb¨ mieivnKZ Ab¨vb¨ hšcwZ Aee¨üZ i‡q †M‡Q| G e¨vcv‡i ck Kiv n‡j Rvbv‡bv n‡q‡Q †h, GIS Gi Dci †h `BRb cwk¶Y wb‡q‡Qb Zviv Ab¨Î e`jx n‡q hvIqvq GIS chw³ e¨envi Kiv m¤e nqwb|

15.3| <u>cwk¶‡Yi Rb¨ Dch³ e¨w³‡K g‡bvbqb bv †`Iqv t</u> cK‡í i AvIZvq 35 (cqwÎk) Rb‡K ‰e‡`wkK cwk¶Y c`vb Kiv n‡q‡Q| †mLv‡b †`Lv †M‡Q †ewkifvM †¶‡Î cwk¶‡Yi welq cK‡í i mv‡_ msMwZcY wQj bv Ges hv‡`i‡K cwk¶Y w`‡q‡Qb Zviv c‡ivcwi cK‡í i mv‡_ mswkó bq| †m Kvi‡Y GIS chw³ e¨envi Kiv m¤e nqwb e‡j cZxqgvb nq|

16| mcvwikt

16.1| cK‡íi AvIZvq GIS maping system ¯’vc‡bi Rb¨ wWwcwc‡Z chvß ms¯’vb wQj bv e‡j GIS maping system ¯’vcb Kiv m¤¢e nqwb g‡g cKí mgvß nIqvi ci Rvbv‡bv n‡q‡Q| wKš‘ cKí PjvKvjxb mg‡q G mgm¨v wPwýZ Kiv nqwb| Gi d‡j cKí mgvwß †k‡l GLb cZxqgvb n‡”Q GIS maping system ¯’vc‡bi gZ cK‡íi Ab¨Zg ¸i“ZcY G AsMwU ev¯—ewqZ bv nIqvq cK‡íi gj D‡Ïk¨B AwRZ nqwb I miKvix A‡_i AcPq N‡U‡Q| †hUv †gv‡UB Kvg¨ bq| fwel¨‡Z wWwcwc cYq‡bi mgq e¨q cv°jb h_vh_fv‡e Kiv evÃbxq (15.1)|

16.2| GIS maping system ¯’vc‡bi Rb¨ e¨qeûj Software I Ab¨vb¨ hšcwZ µq Kiv n‡jI Zv e¨envi bv Kiv A_nxb Ges miKvix A_ AcP‡qi mwgj hv †gv‡UI Kvg¨ bq| cwe‡evW I we`¨r wefvM‡K fwel¨‡Z G e¨vcv‡i hZevb nIqv DwPZ (15.2)|

16.3| cK‡íi AvIZvq cwk¶Y c`vb Kivi †¶‡Î cwk¶‡Yi welq wbevPb cK‡íi mv‡_ msMwZcY n‡Z n‡e Ges cwk¶Yv_x g‡bvbqb h‡_vch³ nIqv evÂbxq (15.3)|

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ট্রেনিং একাডেমী ভবন নির্মাণ
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা।
২.০। বাস্তবায়ন সংস্থা : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)।
৩.০। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।
৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৫৫৮.৮৯ (১৮০০.৫১)	২৭৩৬.১১ (১৮৮৪.৪৯)	২২১৮.৪৮ (১৪৬৪.০৩)	জুলাই, ২০০৫-জুন,২০০৮	জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০১০	জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০১০	-	২ বছর (৬৭%)

৫.০। **প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গাভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	**সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ**	**পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
		বাস্তব পরিমান	**আর্থিক**	**বাস্তব পরিমান (%)**	**আর্থিক (%)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
রাজস্ব ব্যয়					
১	কর্মকর্তাদের বেতন কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৪জন (২ কর্মকর্তা+২কর্মচারী)	২১.৯১	৪জন (২ কর্মকর্তা + ২কর্মচারী)	২১.৮৮ (৯৯.৯৬%)
২	সরবরাহ সেবা মেইনটেন্যান্স ও রিহ্যাবিলিটেশন যানবাহন যানবাহনের জ্বালানী	(জীপ-১টি, মোটর সাইকেল-১টি)	৯৫.০০	-	৭৬.৮৩ (৮০.৮৭%)
৩	পরামর্শক সেবা	-	১০০.০০	-	৯১.৯১ (৯১.৯১%)
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		২১৬.৯১		১৯০.৬২ (৮৮%)
মূলধন ব্যয়					

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমান	আর্থিক	বাস্তব পরিমান (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
৪	অফিস ভবন নির্মাণ	৯৮১০০ বর্গ ফুট, জেনারেটর ১টি- ৫০০ কেভিএ সাবস্টেশন ১টি-৭৫০ কেভিএ, লিফ্ট-২টি এসি-১ সেট (১৫৮ টন)	২৪৮২.০০	৯৮১০০ বর্গ ফুট, জেনারেটর ১টি- সাবস্টেশন ১টি, লিফ্ট-২টি, এসি-১ সেট	২০২৭.৮৫ (৮১.৭০%)
৫	নির্মাণকালীন সুদ (IDC)	-	২৪.৭৯	-	০০.০০
৬	মূল্যবৃদ্ধিজনিত ব্যয়	-	১২.৪০	-	০০.০০
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)			২৫১৯.২০	-	২০২৭.৮৫ (৮০.৫০%)
মোট (রাজস্ব+ মূলধন):			২৭৩৬.১১	৮৬%	২২১৮.৪৭ (৮১.০৮%)

৬.০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণ

প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া স্বত্বেও প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮১.০৮% এবং ৮৬%। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষতিগ্রস্থ হয় মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায়। ফলশ্রুতিতে পবিবো কর্তৃক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 0Bangladesh Consultans Ltd (BCL)0 কে ১০% হিসেবে মোট ২কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা তারল্য ক্ষতিপূরণ (Liquidity Damagr) আরোপ করা হয় মর্মে প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায়।

৭.০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ''পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ট্রেনিং একাডেমী ভবন নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত ঘোষিত হয়। প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান প্রকৌশলী, পরিচালক (প্রোগ্রাম প্ল্যানিং) এবং প্রকল্প পরিচালক সহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, পটভূমি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন ও বরাদ্ধ, অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ, বাস্তব অবস্থা ও অর্জন এবং সমস্যা ও দূর্বলতাসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রকল্পের পিসিআর এবং পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়। নীচের অনুচ্ছেদসমূহে প্রকল্পের এসব দিক ও অঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষন প্রদান করা হলো।

৭.১। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

বিদ্যমান প্রশিক্ষণ বিভাগে পবিবোর্ড ও পবিস সমূহের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সেখানে দৈনিক গড়ে ১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ একাডেমীতে দৈনিক ৪০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে এবং বিদ্যমান কোর্সসমূহ ছাড়াও আরো আধুনিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর বিদ্যুৎ বিভাগের অন্যান্য সংস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নির্দ্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্বন্ধে জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা/কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৭.২। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটির পিসিপি বিগত ১৬/০৮/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১৮০০.৫১ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ (এডিবি) মোট ২৫৫৮.৮৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০০৮ (৩ বছর) মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রকল্পটির পিপি ০১/১২/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় চূড়ান্ত করা হয়। এডিবি হতে প্রকল্প সাহায্যের নিশ্চয়তা পেতে বিলম্ব, ভবনের আয়তন বৃদ্ধি ও ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটির ডিপিপি (আরডিপিপি) ১৮৮৪.৪৯ লক্ষ টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ২৭৩৬.১১ লক্ষ টাকায় জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০০৯ (৪ বছর) মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ডিপিইসি সভায় চূড়ান্ত করা হয়। বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় এডিবি কর্তৃক বরাদ্ধকৃত ঋণের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধির শর্ত সাপেক্ষে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৩। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটির বিপরীতে ৮৫১.৬৩ লক্ষ টাকা, সরকারী অনুদান হিসেবে এবং ১৮৮৪.৪৯ লক্ষ টাকা সমমূল্যের ২.৭১ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এডিবি হতে ঋণ হিসেবে পাওয়া গিয়েছে।

৭.৪। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ**

জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ব্যয় ২২১৮.৪৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮১.০৮% এবং ৮৬%।

৮। **প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের বাস্তবায়নঃ**

৮.১। **কর্মচারীদের বেতন ভাতাঃ**

প্রকল্পটির আওতায় ২জন কর্মকর্তা এবং ২জন কর্মচারীর বেতন ভাতাদি বাবদ মোট ২১.৯১ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ সংস্থানের বিপরীতে ২১.৮৮ লক্ষ টাকা (৯৯.৮৬%) ব্যয়িত হয়েছে।

৮.২। **মেইনটেন্যান্স ও রিহ্যাবিলিটেশন (যানবাহন ও যানবাহনের জ্বালানী)**

প্রকল্পটির আওতায় সরবরাহ ও সেবা খাতে সর্বমোট ৯৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ সংস্থানের বিপরীতে ৭৬.৮৪ লক্ষ টাকা (৮০.৮৭%) ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায় যে, এ ব্যয়কৃত অর্থের মধ্যে ৬০.৯৯ লক্ষ টাকা অফিস ফার্নিচার/সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস বাবদ এবং ১৫.৮৫ লক্ষ টাকা প্রজেক্ট অফিস বাবদ খরচ হয়েছে।

এ ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ এবং ১টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থান রাখা ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন সময়ে সরকার কর্তৃক '' সরকারী অর্থে কোন প্রকল্পে কোন যানবাহন ক্রয় করা যাবে না'' মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এবং আলোচ্য প্রকল্পে সরকারী অর্থে যানবাহন ক্রয়ের সংস্থান থাকায় প্রকল্পের আওতায় কোন যানবাহন ক্রয় করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায়।

৮.৩। **পরামর্শক সেবা**

আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে পরামর্শক সেবা খাতে সংস্থানকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮৩,৯৯,২২৭ (তিরাশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুইশত সাতাশ টাকা) মূল্যের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত কার্যাদেশে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, পূর্ত কাজের আরম্ভ হতে সুপারভিশন পিরিয়ড ৩৬ মাস থাকবে এবং এ জন্য উল্লেখিত টাকাই প্রদেয় হবে (অর্থাৎ সুপারভিশন পিরিয়ড ৩৬ মাস হলে অতিরিক্ত কোন টাকা প্রদেয় হবে না)। আরো উল্লেখ করা হয় যে,

অতিরিক্ত সময়ের জন্য সুপারভিশন প্রয়োজন হলে ঐ একই আনুপাতিক হারে পারিশ্রমিক ফি প্রদেয় হবে (অর্থাৎ ৩৬ মাসের অতিরিক্ত সময়ের জন্য উদ্বৃত মোট সুপারভিশন ফি-এর সর্বোচ্চ ১/৩৬ অংশ প্রতি মাসে প্রদেয় হবে)।
আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে পরামর্শক সেবা খাতে ৮৩,৯৯,২২৭ (তিরাশি লক্ষ নিরানববই হাজার দুইশত সাতাশ টাকা) টাকা কার্যাদেশ মূল্যের আওতায় ডিজাইন ফি বাবদ ৩,৮৫,৮২৬.০০ টাকা, সুপারভিশন ফি বাবদ ৪,৩৪৬,৪০১ টাকা এবং টপ সুপারভিশন বাবদ ২,০০০,০০.০০ টাকা ধার্য করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় ডিজাইন ফি বাবদ ৩,৮৫,৮২৬.০০ টাকার পরিবর্তে ৩,৮০২৮২৫.৬০ টাকা পরামশর্ক কোম্পানীকে প্রদেয় হবে মর্মে পবিবো কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ বাবদ এ পযমর্ত ৩৭৩৭২৪১.২২ টাকা এবং কার্যাদেশের শর্ত হিসেবে ৩৬ মাসের অতিরিক্ত সময়ের জন্য উদ্বৃত মোট সুপারভিশন ফি-এর সর্বোচ্চ ১/৩৬ অংশ হিসেবে ৮ মাসের জন্য (নভেম্বর ০৯-জুন ১০) মোট ৯৬৫৮৬৬.৮৯ টাকা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রায় ৬ মাস অতিক্রান্ত হওয়া স্বত্তেও প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮৬%। সরেজমিনে পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের কাজ এখনও চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ১০০% সমাপ্ত করণে বেশ কিছু দিন প্রয়োজন মর্মে সরেজমিন পরিদর্শন কালে প্রতীয়মান হয়। পবিবো'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে পরামর্শক কোম্পানীকে তার পাওনা ১,৭২৩৬৪৬.৬৭ টাকা বুঝিয়ে দেয়া হবে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায়।

৮.৪। **অফিস ভবন নির্মাণঃ**

প্রকল্পের আওতায় ৯৮১০০ বর্গ ফুট অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, একটি সাবস্টেশন, ১টি জেনারেটর এবং ২টি লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে, একটি এসি ক্রয় করা হয়েছে তবে এসি সংযোগের কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি।

৮.৫। **নির্মাণকালীন সুদ (IDC):**

ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এখাতে থোক হিসেবে বরাদ্দ ছিল ২৪.৭৯ লক্ষ টাকা। তবে, এখাতে কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হয়নি।

৮.৬। **মূল্যবৃদ্ধিজনিত ব্যয়ঃ**

ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ দফায় থোক হিসেবে বরাদ্ধ ছিল ১২.৪০ লক্ষ টাকা। এ দফার অনুকূলে কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হয়নি।

৯.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্বন্ধে জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা/কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পের আওতায় ৯৮১০০ বর্গ ফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি ৯ তলা প্রশিক্ষণ ভবন তৈরী করা হয়েছে। ভবনটিতে একটি জেনারেটর, ১টি সাবস্টেশন এবং ২টি লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে। একটি এসি ক্রয় করা হয়েছে তবে এসি সংযোগের কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮৬%।

১০.০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়ে (জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০১০) ৬ বছরে মোট চার (০৪) জন কর্মকর্তা পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১	মোঃ মোজাম্মেল হক	প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীণ	১১/১০/০৫-০৫/০৩/০৬

২	মোঃ শহীদ উদ্দীন আহমদ	প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীণ	০৬/০৩/০৬-০৮/০৯/০৮
৩	মোঃ আদূর রহিম	পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৯/০৯/০৮-১৪/০৩/১০
৪	শহীদুল আলম	পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৫/০৩/১০-৩০/০৬/১০

১১.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্বন্ধে জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা/কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ভবন নির্মানের সংস্থান রাখা হয়েছে: প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সুবিধা সরবরাহের সংস্থান রাখা হয়নি। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সুবিধা সরবরাহের সংস্থান রাখা বাঞ্চনীয় ছিল। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ভবন নির্মানের কাজ ৮৬% সমাপ্ত হয়ে গেছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়নি মর্মে প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায়।

১২.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতিঃ

সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ আনুমানিক ৮৬% সমাপ্ত হয়েছে; স্যানিটারী, বৈদুতিক ফিটিং ফিক্সিং সহ আনুসাঙ্গিক বেশ কিছু কাজ এখনও বাকী রয়েছে এবং প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষিত হওয়া স্বত্বেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায় যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১২.২। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে ত্রুটিঃ

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা/কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে: প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সুবিধা সৃষ্টি করা হয়নি। এ জন্য পৃথক ডিপিপি প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করতঃ প্রশিক্ষণ কাজ শুরু করা সময় সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী, যমত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ না হলে তৈরীকৃত ভবনটি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থেকে যাবে।

১২.৩। স্থায়ী প্রকল্প পরিচালক না থাকাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৫ - জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের এই ৬ বছরে মোট দুই জন কর্মকর্তা খন্ডকালীন এবং ২ জন কর্মকর্তা পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পবিবো কর্তৃক জানা যায় যে, পবিবো'র বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সকল প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ১ জন কর্মকর্তা পরিচালনা করেন, সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকেন একজন প্রধান প্রকৌশলী এবং পবিবো'র কোন কর্মকর্তা তাঁর মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন না। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয় বলে জানা যায়।

১৩.০। সুপারিশঃ

১৩.১। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির জন্য প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হয়নি (অনুঃ ১২.১) এবং ফলশ্রুতিতে পবিবো কর্তৃক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ''Bangladesh Consultans Ltd (BCL)'' কে ১০% হিসেবে মোট ২কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা তারল্য ক্ষতিপূরণ (Liquidity Damagr) আরোপ করা হয় (অনুঃ ৬) মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায়। ভবিষ্যতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির জন্য পবিবো'র আওতায় বাস্তবায়ীতব্য কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে আরো যত্নবান ও সর্তক হতে হবে।

১৩.২। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে, প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ সংগতি রেখে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নে (অনুঃ ১২.২) আরো যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

১৩.৩। প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নে অধিক যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্রের বিধানের আলোকে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন স্থায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা আবশ্যক (অনুঃ ১২.৩) । এ বিষয়ে পবিবো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

অধিগ্রহণকৃত লাইনের সিস্টেম লস হ্রাসকরণ
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০০৯)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ৩৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি(পিবিএস)-এর আওতাভুক্ত ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার, নোয়াখালী,লক্ষীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, রাজশাহী, পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁও, নীলফামারী, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ও সাতক্ষীরা এই ৩৯টি জেলার ২৫৪টি উপজেলা।

২। বাস্তবায়ন সংস্থা : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৯৩৭৬.০০ (৪১৮১৫.০০)	১০২৩৫১.৮৯ (৭৩৯৭২.৪৪)	৮৯৮৩৭.০১ (৬৬৯৫৯.২৬)	জুলাই,২০০২ -জুন, ০৬ (৪ বছর)	জুলাই,২০ ০২- ডিসেম্বর, ০৯ (৭.৫ বছর)	জুলাই, ২০০২ - ডিসেম্বর, ০৯ (৭.৫ বছর)	২০৪৬১.০১ (২৯.৪৯%)	৩.৫ বছর (৮৮%)

৫। **প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গাভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমান	আর্থিক	বাস্তব পরিমান (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	কর্মকর্তাদের বেতন	২২ জন	১২৭.০৪	২০ জন (৯০.৯১%)	১২১.২৫ (৯৫.৪৪%)
২।	ম্যাজিস্টেট কোর্ট স্থাপন	২	৫০.১৩	২টি ১০০%	২১.৭০ (৪৩.২৯^^%)
৩।	ইনসুরেন্স ও ব্যাংক চার্জ	থোক	২০৩৯.৫০	-	১২৮৭.৭৩ (৬৩.১৪^%)
৪।	ট্রান্সপোর্টেশন ও ল্যান্ডিং চার্জ	থোক	২৭১৯.৪০	-	২৪৭৭.৪৯ (৯১.১১%)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমান	আর্থিক	বাস্তব পরিমান (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
৫।	ডিজাইন ও সুপারভিশনের জন্য পরামর্শক	১২০০০ কিঃমিঃ	১৪০০.০৪	১১২৯৫ কিঃমিঃ (৯৪.১৩%)	১২২৪.৮৭ (৮৭.৪৯)%
৬।	দক্ষ লোকবল নিয়োগ	থোক	৮০.০০	-	-
৭।	যানবাহন ভাড়া	থোক	৫০.০০	-	-
৮।	যানবাহনের জ্বালানী	থোক	৪০.০০	-	-
৯।	যানবাহন (জীপ-১টি, পিকআপ-২টি, মটর সাইকেল-৮টি,	১১টি	৬৯.০২	-	-
১০।	ইকুইপমেন্ট ও মেটেরিয়াল	থোক	৬৭৯৮৫.৬০	-	৬১৯৫৩.২৬ (৯১.১৩%)
১১।	অফিস সরঞ্জাম	থোক	২৫.০০	-	৯.৪২ (৩৭.৬৮%)
১২।	ভূমি অধিগ্রহণ	২.৩১ একর	২৬.২০	২.৩১ একর ১০০%	১৯.৬৯ (৭৫.১৫%)
১৩।	বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ।	১২০০০ কিঃমিঃ, ৩০টি	৫১০০.০৯	১১২৯৫ কিঃমিঃ (৯৪.১৩%) ৩০টি (১০০%)	৪৫২১.২৮ (৮৮.৬৫%)
১৪।	সিডিভ্যাট	থোক	২০৩৯০.০০	-	১৭৮২৫.০০ (৮৭.৪২%)
১৫।	কন্টিনজেন্সী	থোক	৬৯৯.৯৯	-	৩৭৫.৩২ (৫৩.৬২%)
১৬।	নির্মাণকালীন সুদ	থোক	১২৭৫.১৪	-	-
১৭।	মূল্যবৃদ্ধিজনিত ব্যয়	থোক	২৭৪.৭৪	-	-
মোটঃ		-	১০২৩৫১.৮৯		৮৯৮৩৭.০১ (৮৭.৭৭%)

৬। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমিঃ</u>

৬.১। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হতে অধিগ্রহণকৃত লাইনসমূহ নবায়নের মাধ্যমে তা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর লাইনগুলোর মান সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সিষ্টেম লস গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সীমিত রাখা।

৬.২। <u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা বিশেষ করে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)-এর মধ্যে বিনিয়োগের দ্বৈততা পরিহার ও বিতরণ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিউবো-এর আওতাভুক্ত প্রায় ৯৪০০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন চিহ্নিত করে তা পার্শববর্তী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের নিকট হস্তান্তরের জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বিউবো হতে পবিবো/পবিস এর নিকট হস্তান্তরিত লাইনসমূহ সচরাচর পুরনো এবং প্রায় অপরিকল্পিত হওয়ার কারণে এসব লাইনের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সিস্টেম লস অনেক বেশী। এ পরিপ্রেক্ষিতে অধিগ্রহণকৃত লাইনসমূহে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭। **<u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>**

মূল প্রকল্পটি বিগত ১৮-০২-২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৪১৮১৫.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৬৯৩৭৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০২- জুন,২০০৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়।

পরবর্তীতে পিডিবি হতে আরইবিতে লাইন হস্তান্তরে বিলম্ব, পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইন নবায়ন কার্যক্রম করা সম্ভব না হওয়া, কার্যপরিধি বৃদ্ধি, বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি এবং মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি গত ০৮-১০-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় জুলাই, ২০০২ হতে জুন ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ১০২৩৫১.৮৯ লক্ষ টাকায় (জিওবি অংশ ২৮৩৭৯.৪৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৩৯৭২.৪৪ লক্ষ টাকা) অনুমোদিত হয় ।
বিশ্বব্যাংকের ঋণের শর্তানুযায়ী পিডিবির নির্ধারিত লাইন পবিবোর নিকট হস্তান্তরে বিলম্বের কারণে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অর্থছাড় স্থগিতকরণ ও সিডরের কারণে এ প্রকল্পের মালামাল দুর্গত এলাকার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদকাল পরবর্তীতে আরো এক বৎসর অর্থাৎ জুন ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে, প্রকল্পটির বিপরীতে প্রদত্ত কার্যাদেশ (নির্মাণ ঠিকাদার/সরবরাহকারী/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান) সমুহের বিপরীতে অপরিশোধিত বিপুল অর্থের বিলসহ অসম্পূর্ণ কাজ জুন, ২০০৯ইং মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ আরো ছয় মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০০৯ পযমর্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮। **<u>প্রকল্পের অর্থায়নঃ</u>**

প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১০২৩৫১.৮৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৮৩৭৯.৪৫ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন এবং ৭৩৯৭২.৪৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য হিসেবে আইডিএ (বিশ্ব ব্যাংক) অর্থায়ন করেছে।

৯। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ**

৩৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাভুক্ত ৩৯টি জেলার ২৫৪টি উপজেলায় এই প্রকল্পের আওতায় কাজ পরিচালনা করার পরিকল্পনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৩২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাভুক্ত ২২১ উপজেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালানো হয়। তবে প্রকল্পের আওতায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাভুক্ত ২২১টি উপজেলায় সাব-স্টেশন নির্মাণের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা সম্ভব না হলেও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন সন্তোষজনক মর্মে অবহিত করেছেন।

১০। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ**

১০.১। ভূমি অধিগ্রহণঃ প্রকল্পের আওতায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের জন্য মোট ২.৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ২৬.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ৫টি পিবিএস এ ২.৩১ একর (নোয়াখালী পিবিএস এ ০.৬৬ একর, লক্ষ্মীপুর পিবিএস এ ০.৩৩ একর, ফেনী পিবিএসএ ০.৩৩ একর, মৌলভী বাজার পিবিএস এ ০.৩৩ একর এবং জয়পুরহাট পিবিএসএ ০.৩৩ একর) ভূমি অধিগ্রহণ করা হলেও এ জন্য ব্যয় হয়েছে ১৯.৬১ লক্ষ টাকা। সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো নিজস্ব উদ্যোগে সাব-ষ্টেশন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করায় ডিপিপির তুলনায় (২৬.২০ লক্ষ টাকার স্থলে) ব্যয়ও কম হয়েছে (১৯.৬১ লক্ষ টাকা) মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

১০.২। বৈদ্যুতিক লাইন নবায়ণ ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/নবায়ণ/সম্প্রসারণঃ

১২০০০ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নবায়ণও ৩০টি উপকেন্দ্র নির্মাণ/নবায়ন/সম্প্রসারণ-এর জন্য ৫১০০.০৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও ৩২টি পিবিএস এ ১১২৯৫ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ ও ২০টি পিবিএস এ ৩০টি উপকেন্দ্র নির্মাণ/নবায়ন /সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং এজন্য ব্যয় হয়েছে ৪৫২১.২৮ লক্ষ টাকা। সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো নিজস্ব উদ্যোগে সাব-ষ্টেশন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করায় ডিপিপির তুলনায় (১২০০০ কিঃ মিঃ স্থলে) কম লাইন নবায়ণ (১১২৯৫ কিঃ মিঃ) করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্রের পিবিএস ওয়ারি বিবরণ সংযুক্তি-কতে দেয়া হলো।

১০.৩। দক্ষ লোকবল নিয়োগঃ দক্ষ লোকবল নিয়োগ বাবদ ডিপিপিতে অর্থ বরাদ্দ থাকলেও এ অঙ্গের বিপরীতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো তাদের নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হওয়ায় দক্ষ লোকবল নিয়োগ করার প্রয়োজন পড়নি বিধায় এক্ষেত্রে ব্যয়ও হয়নি মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

১০.৪। যানবাহন ভাড়াঃ যানবাহন ভাড়া বাবদ ডিপিপিতে অর্থ বরাদ্দ থাকলেও এ অঙ্গের বিপরীতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো তাদের নিজস্ব যানবাহন ব্যবহার করে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হওয়ায় কোন যানবাহন ভাড়া নিতে হয়নি এবং এ ক্ষেত্রে ব্যয়ও হয়নি মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

১০.৫। যানবাহনের জ্বালানীঃ যানবাহনের জ্বালানী বাবদ ডিপিপিতে অর্থ বরাদ্দ থাকলেও এ অঙ্গের বিপরীতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো তাদের নিজস্ব যানবাহন ব্যবহার করে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হওয়ায় কোন যানবাহনের জ্বালানী ব্যবহার করা হয়নি এবং সে জন্য এ ক্ষেত্রে ব্যয়ও হয়নি মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

১০.৬। যানবাহনঃ যানবাহন (জীপ-১টি, পিকআপ-২টি, মটর সাইকেল-৮টি) সংগ্রহের লক্ষ্যে ডিপিপিতে অর্থ বরাদ্দ থাকলেও এ অঙ্গের বিপরীতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো তাদের নিজস্ব যানবাহন ব্যবহার করে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হওয়ায় কোন যানবাহন ক্রয়ের প্রয়োজন পড়েনি বিধায় এখাতে ব্যয় হয়নি মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

তাছাড়া, নির্মাণকালীন সুদ, মূল্যবৃদ্ধিজনিত ব্যয় ইত্যাদি বাবদ ডিপিপিতে অর্থ বরাদ্দ থাকলেও এ সমস্ত অঙ্গের বিপরীতেও কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হতে অধিগ্রহণকৃত লাইনসমূহ নবায়নের মাধ্যমে তা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর লাইনগুলোর মান সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সীমিত রাখা।	৩৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাভুক্ত ৩৯টি জেলার ২৫৪টি উপজেলায় এই প্রকল্পের আওতায় কাজ পরিচালনা করার পরিকল্পনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৩২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি(পিবিএস)-এর আওতাভুক্ত ২২১ উপজেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালানো হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট পিবিএসগুলোর বিদ্যুতের সিস্টেম লস পিবিএস ভেদে সর্বোচ্চ ৭২.৮% ও সর্বনিম্ন ১৯.২৫% হতে হ্রাস পেয়ে সর্বোচ্চ ২৮.৮% ও সর্বনিম্ন ৭.৫% তে দাঁড়িয়েছে বলে জানা যায়।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

বিবেচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সামগ্রিক দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন সময়ে মোট ২ জন কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প পরিচালকগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	নিয়োগের ধরণ	কার্যকাল		মন্তব্য
			যোগদান	বদলী	
১	২	৩	৫	৬	৭
১।	জনাব শওকত আলী খান	খন্ড কালীন	১১-১০-২০০৫	৩১-১২-২০০৮	
২।	জনাব মোঃ জহিরুল হক	খন্ড কালীন	১৭-০২-২০০৯	৩১-১২-২০০৯	

১৩। **প্রকল্পের সমস্যা/পর্যবেক্ষণঃ**

১৩.১। **প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক বিলম্বঃ**

প্রকল্পটি জুলাই ২০০২ হতে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত (৪বছর) সময়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত (৭.৫ বছর) সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, প্রকল্পের অনুকূলে বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের হতে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ এর নিকট হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত বিলম্ব ও অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে প্রকল্প সাহায্যের একাংশের ছাড়করণ স্থগিত রাখে। এর কারণে প্রকল্পের আওতায় মালামাল সংগ্রহসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক কার্যক্রম বিলম্বিত কিছু দিন স্থগিত থাকে। পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাংক পুনরায় প্রকল্প সাহায্য ছাড় করার পর প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং সার্বিকভাবে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে অতিরিক্ত ৩.৫ বছর সময় ব্যয় হয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে প্রকল্প সাহায্যের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে উন্নয়ন সহযোগীর শর্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিক সর্তক হওয়া এবং চুক্তি স্বাক্ষরের পর এরূপ শর্তের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সমীচীন হবে।

১৩.২। <u>শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে অধিক বৈষম্যঃ</u>

প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের এলাকায় পিক আওয়ারে বিদ্যুৎ সরবরাহের গড় হার চাহিদার প্রায় ২৫% (লোড শেডিং ৭৫%) এবং অফপিক আওয়ারে আওয়ারে তা প্রায় ৫০% (লোড শেডিং ৫০%) অর্থাৎ সমিতিসমূহ তাদের লোডের অনুপাতে কখনোই বিদ্যুৎ পায় না। আরো জানা যায় যে, সমিতিসমূহের এলাকা মূলত গ্রামাঞ্চল হওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে (জানু-মে) কৃষি জমিতে সেচের কারণে বিদ্যুতের চাহিদা ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ কম থাকার কারণে সেচ কাজে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। পর্যালোচনায় জানা যায় যে, জমিতে সুষ্ঠুভাবে সেচের কাজ পরিচালনার জন্য সেচ পাম্পগুলোতে দিনে কমপক্ষে ১০ হতে ১২ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত:, কয়েক বছর ধরে জানুয়ারী-মে সময়ে সরকার বিশেষ ব্যবস্থায় শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস করে সমিতি সমূহের এলাকায় ০৮-১০ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে এবং এর ফলে বোরো ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অতএব, শুষ্ক/সেচ মৌসুমে (জানু-মে) পিবিএসগুলোর এলাকা অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে ন্যূনতম ১০-১২ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের চলমান ধারা অব্যহত রাখা একান্ত আবশ্যক। এছাড়া বছরের অন্যান্য সময় ডেসা, ডেসকো, পিডিবি, পিবিএস ও অন্যান্য সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক চাহিদার অনুপাতে বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া সমীচীন হবে।

১৩.৩। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন বেশী/কম সংক্রান্তঃ</u>

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যানবাহন অংশে ১টি জীপ, ২টি পিকআপ, ৮টি মটরসাইকেল এর বিপরীতে ৬৯.০২ লক্ষ টাকা ডিপিপিতে বরাদ্দ থাকলেও এ অঙ্গে কোন যানবাহন ক্রয় করা হয়নি এবং অর্থ ব্যয় হয়নি। তাছাড়া, ১২০০ কিঃমিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের সংস্থান থাকলেও ১১২৯৫ কিঃমিঃ (৯৪.১৩%) বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে এ অঙ্গের বিপরীতে ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনায় ব্যয় হয়েছে কম। তাছাড়াও সার্বিকভাবে মোট প্রকল্প ব্যয়ের তুলনায় ৮৭.৭৭% (১০০% এর স্থলে) ব্যয় হয়েছে। অঙ্গভিত্তিক ব্যয় পর্যালোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রকল্পটি হাতে নেয়ার সময় কয়েকটি অঙ্গে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১৪। **<u>সুপারিশ</u>** :

১৪.১। ভবিষ্যতে প্রকল্প সাহায্যের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে উন্নয়ন সহযোগীর শর্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিক সর্তক হওয়া এবং চুক্তি স্বাক্ষরের পর এরূপ শর্তের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন (অনুঃ ১৩.১)।

১৪.২। শুষ্ক/সেচ মৌসুমে (জানু-মে) পিবিএসগুলোর এলাকা অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে ন্যূনতম ১০-১২ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যহত রাখা আবশ্যক (অনুঃ ১৩.২)।

১৪.৩। বছরের অন্যান্য সময় ডেসা, ডেসকো, পিডিবি, পিবিএস ও অন্যান্য সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক চাহিদার অনুপাতের আলোকে বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে (অনুঃ ১৩.২)। ।

১৪.৪। প্রকল্প হাতে নেয়ার সময় অঙ্গভিত্তিক প্রকল্প ব্যয় প্রাক্কলনে প্রয়োজনীয় অঙ্গে যাতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা না হয় এবং প্রকল্পের অঙ্গের সাথে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়নে আরো যত্নবান হওয়ার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে পদপেক্ষ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরামর্শ দিতে পারে (অনুঃ ১৩.৩)।

১৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিতরণ ব্যবস্থা নিবিড়করণ ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ১৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এলাকা। বাগেরহাট, বরিশাল-২, চট্রগ্রাম-২, দিনাজপুর-১, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, মেহেরপুর, ময়মনসিংহ- ১, নরসিংদী-১, নোয়াখালী, পাবনা-২, পিরোজপুর, রংপুর-১, এবং সাতক্ষীরা পবিস এই প্রকল্প এলাকার অমর্তভুক্ত।

২। বাস্তবায়ন সংস্থা : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮০৪৭২	৭৪১২৭.৬৮	৭২৬২৭.৭১	জুলাই, ১৯৯৯-জুন,২০০৪	জুলাই, ১৯৯৯-জুন, ২০১০	জুলাই, ১৯৯৯ -জুন, ২০১০	-	৭২ মাস ১২০%

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :** প্রকল্প পরিচালক হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমান	আর্থিক	বাস্তব পরিমান (%)	আর্থিক (%)
১	২	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১।	কর্মকর্তাদের বেতন কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৯৭ জন (৪২ কর্মকর্তা+৫৫ কর্মচারী)	৬৩১.১৩	৪৩ জন (১৯ কর্মকর্তা+২৪ কর্মচারী)	--
২।	সরবরাহ সেবা	-	৪৪৯.২৮		৪৪৮.১৯ (৯৯.৭৬%)
৩।	ক) ইন্সুরেন্স ও ব্যাংক চার্জ খ) ট্রান্সর্পোটেশন ও ল্যান্ডিং চার্জ	-	২১১২.৫১		১৯৮০.৮০ (৯৩.৭৭%)
৪।	প্রশিক্ষণ	১২ জন	৭৭.৩৭	১২ জন	৭৭.৩৭ (১০০%)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব পরিমান	আর্থিক	বাস্তব পরিমান (%)	আর্থিক (%)
১	২	৪	৫	৬	৭
৫।	ডিজাইন ও সুপারভিশনের জন্য পরামর্শক	মোট লাইন ১২৪০০ কিঃমিঃ (নতুন ৯৭৫৭ কিঃমিঃ নবায়ন ২৬৪৩ কিঃমিঃ) এবং ২৩টি উপকেন্দ্র (নতুন ১৫, নবায়ন ৮)	৮২৯.০৪	মোট লাইন ১২৩৯৬ কিঃমিঃ (নতুন ৯৭৯৭ কিঃমিঃ নবায়ন ২৫৯৯ কিঃমিঃ) এবং ২৩টি উপকেন্দ্র (নতুন ১৫, নবায়ন ৮)	৮২৯.০৪ (১০০%)
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			**৪০৯৯.৩৩**		
মূলধন ব্যয়ঃ					
৪।	গাড়ী ক্রয়	জীপ-৪টি পিকআপ-২টি মোটর সাইকেল-১৫টি	১৪৩.৪৪	জীপ-৪টি পিকআপ-২টি মোটর সাইকেল-১৫টি (১০০%)	১৪৩.৪৪ (১০০%)
৫।	**যন্ত্রপাতিঃ** কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ আসবাবপত্র		৫৬২২২.৫৪		৫৬২২২.৫৪ (১০০%)
৬।	ভূমি অধিগ্রহণ	৪.৯৫ একর	১০.২৭	৪.৯৫ একর(১০০%)	১০.২৭(১০০%)
৭।	অফিস ভবন নির্মাণ	৩৪০৮ বঃমিঃ	৩৪২.৪৩	৩৪০৮ বঃমিঃ (১০০%)	৩৪২.৪৩ (১০০%)
৮।	আবাসিক ভবন নির্মাণ	২৬৯৬ বঃমিঃ	৩৭১.২৫	২৬৯৬ বঃমিঃ (১০০%)	৩৭১.২৫ (১০০%)
৯।	অন্যান্য নির্মাণ।	৮৯৫ বঃমিঃ	৫১.০৫	৮৯৫ বঃমিঃ (১০০%)	৫১.০৫ (১০০%)
১০।	বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র স্থাপন	মোট লাইন ১২৪০০ কিঃমিঃ (নতুন ৯৭৫৭ কিঃমিঃ নবায়ন ২৬৪৩ কিঃমিঃ) এবং ২৩টি উপকেন্দ্র (নতুন ১৫, নবায়ন ৮)	৪৮৬৪.১৩	মোট লাইন ১২৩৯৬ কিঃমিঃ (নতুন ৯৭৯৭ কিঃমিঃ নবায়ন ২৫৯৯ কিঃমিঃ) এবং ২৩টি উপকেন্দ্র (নতুন ১৫, নবায়ন ৮)	৪৫৬৩.৩৬ (১০০%)
১১।	সিডি ভ্যাট	-	৭০০০.০০		৭০০০.০০ (১০০%)
১২।	নির্মাণকালীন সুদ		১০১৩.১৬		০.০০ (০.০০%)
১২।	প্রাইজ কন্টিনজেন্সী		-		
১৭।	মূল্যবৃদ্ধিজনিত ব্যয়	-	১০.০৮		০.০০ (০.০০%)
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)			**৭০০২৮.৩৫**		
মোটঃ			**৭৪১২৭.৬৮**	**(৯৮%)**	**৭২৬২৭.৭১ (৯৭.৯৮%)**

৫.১। ** বেশীরভাগ অংগের জন্য ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং প্রকল্পের সমাপ্তির পর ব্যয়কৃত অর্থ দশমিক স্থান পর্যন্ত হুবহু একই রকম দেখানো হয়েছে। এখানে বিশেষ করে অফিস ভবন নির্মাণ, বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র স্থাপন- এসব অংগের ব্যয় এবং ডিপিপিতে পরিকল্পিত বরাদ্দ কোনভাবেই হুবহু এক হতে পারে না। কম কিংবা বেশী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। বিষয়টি আর ই বি, বিদ্যুৎ বিভাগ, অডিট বিভাগের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

৬। **প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নঃ**

প্রকল্পের ৯৯.৯৭% সাবির্ক আর্থিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ** কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ''১৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিতরণ ব্যবস্থা নিবিড়করণ ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১০ এ সমাপ্ত ঘোষিত হয়। প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের কতিপয় এলাকা আইএমইডির শিল্প ও শক্তি সেক্টরের কর্মকর্তাগন কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে এলাকা ভিত্তিতে উক্ত এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাহী প্রকৌশলী, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজারসহ অন্যান্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, পটভূমি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন ও বরাদ্দ, অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ, বাস্তব অবস্থা ও অর্জন এবং সমস্যা ও দূর্বলতাসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রকল্পের পিসিআর এবং পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

সরকার আগামী ২০২০ সালের মধ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৫টি পর্যায়ে দেশের সমগ্র পল্লী এলাকায় বিদ্যুতায়নের এক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৬৭টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠন করা হয়েছে। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে এ বিদ্যমান সমিতি গুলোতে অমর্তভুক্ত গ্রাম সমূহের মাত্র ৪০% বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যুতায়নের জন্য এসব বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে ১৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পল্লী বিদ্যুৎ সম্ভব হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যুতায়নের জন্য এসব বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে ১৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় পল্লী এলাকায় বিদ্যুতায়ন করে জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে - নির্ধারিত ১৫টি পবিস এর ২২টি জেলাতে ৮৬টি থানার পল্লী এলাকায় গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ইউনিট ও সেচ যন্ত্রে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ সুবিধা সৃষ্টি করা।

১০। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি বিগত ২৭-০৬-২০০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ২৮৭.১১১কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ৮০৪.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৩-২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রকল্প সাহায্য পাওয়া যায়নি। বিধায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক বিদ্যুৎ বিতরন লাইনের পরিমান ১০৫০০ কিঃমিঃ এর পরিবর্তে ১২৪০০ কিঃমিঃ ও উপকেন্দ্র ২০টির পরিবর্তে ২৩টি নির্মাণের শর্ত প্রদান করায় প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প সংশোধনকালে প্রকল্প মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আরও ২ বছর অর্থাৎ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। গত ২৩-০৮-২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায় অনুমোদিত অংগসমূহের পরিমান ও মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়ন মেযাদকাল ৬ মাস অথাৎ ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এরপর গত ২৩/৮/২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায় অনুমোদিত অংগসমূহের পরিমাণ ও মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ ০৭/০২/২০১০ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ জুন,২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধিপূর্বক দ্বিতীয় সংশোধন করা হয়।

১১। **সময়মত প্রকল্প শুরু হয়েছে কি নাঃ**

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে শূন্য বরাদ্দে এডিপিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রকল্পের প্রকৃত কাজ জুলাই, ২০০০এ শুরু হয়েছে।

১২। **যানবাহনঃ**

প্রকল্পের আওতায় ৪টি জীপ , ২টি পিক-আপ ও ১৫টি মোটর-সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত যানবাহন কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা পিসিআর-এ উল্লেখ নেই। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলি বিধি অনুসারে প্রকল্প সমাপ্ত শেষে পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা হয়নি।

১৩। **প্রকল্পে উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ১২৪০০ কিঃমিঃ (নতুন ৯৭৫৭ কিঃমিঃ, নবায়ন ২৬৪৩ কিঃমিঃ) বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন এবং ২৩টি উপকেন্দ্র (নতুন ১৫টি, নবায়ন ৮টি) স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেনীর মোট ৪০৯২০০ গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা।	প্রকল্পের আওতায় ১২৩৯৬ কিঃমিঃ (নতুন ৯৭৯৭ কিঃমিঃ, নবায়ন ২৫৯৯ কিঃমিঃ) বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন এবং ২৩টি উপকেন্দ্র (নতুন ১৫টি, নবায়ন ৮টি) স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেনীর মোট ৪১৯৫০৮ গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন	সময়কাল
১।	জনাব শেখ নুরুল আফসার	--	খন্ডকালীন (মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত)	৩১ আগস্ট,২০০৫ হতে অদ্যাবধি

১৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৫.১। **প্রকল্পের টাইম ও কস্ট ওভার রানঃ** প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি না পেলেও বাস্তায়ন মেয়াদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল জুলাই,১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৪ ছিল (৫ বছর)। কিন্তু ইতোমধ্যে বিভিন্ন কারণে প্রকল্পটি সংশোধনসহ মেয়াদকাল জুন,২০১০ পর্যন্ত আরো ৬ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে টাইম ওভার রান হবে ৬ বছর (১২০%)। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে দু'বার সংশোধিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে এরূপ দীর্ঘসূত্রিতা অনভিপ্রেত।

১৫.২। **খোলা আকাশের নীচে মালামাল রাখাঃ** কুষ্টিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি চত্বরে দেখা যায় বিদ্যমান ছাউনির নিচে কিছু মালামাল রাখা হলেও পর্যাপ্ত ছাউনির অভাবে আরো অনেক মালামাল খোলা আকাশের নিচে রাখা হয়েছে। ফলে অতি মূল্যবান এ সব মালামালের ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে ।

১৫.৩। **বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের জন্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির ঘাটতিঃ** সমাপ্ত প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল, যেমনঃ বিতরণ ট্রান্সফরমার, সার্ভিস ড্রপ (গ্রাহক সংযোগ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ক্যাবল) মিটার ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়নি। আরো জানা যায় যে, বিতরণ ট্রান্সফরমার, সার্ভিস ড্রপ, মিটার ইত্যাদির মজুদ/সরবরাহ না থাকার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস)গুলোতে ইতোমধ্যে স্থাপিত লাইনের মাধ্যমে সৃষ্ট সংযোগ সুবিধার আওতায় সেচ ও আবাসিকসহ অন্যান্য শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক গ্রাহক আবেদন করেও বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছে না। জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহসহ অন্যান্য সকল কাজ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদন করে এবং এতে পিবিএসগুলোর তেমন কোন সম্পৃক্ততা থাকে না। এর ফলে প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মালামালের আইটেমওয়ারী অনুপাত বজায় থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোন কোন আইটেমের সংগ্রহে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী বা কম হয় এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মালামাল পিবিএসগুলো পায় না। উল্লিখিত মালামালের ব্যাপক ঘাটতি থাকায় সমিতিসমূহ গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে পারছে না। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে সমিতিগুলোতে বিতরণ ট্রান্সফরমার,

সার্ভিস ড্রপ, মিটার ইত্যাদির ঘাটতি থাকায় গ্রাহকগণ নানা ধরনের তদ্বির অথবা অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে আগ্রহী হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থার ইতোমধ্যে দূর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পিবিএস-এর অতীতে অর্জিত সুনাম বর্তমানে দারুণভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে।

১৫.৪। **প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প দপ্তর না থাকাঃ**

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় বিবেচ্য প্রকল্পের জন্য কোন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ছিল না। বোর্ডের একজন পরিচালক তাঁর নিয়মিত দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্পের নামমাত্র বা আনুষ্ঠানিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। জানা যায় যে, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে প্রকল্পের বিশেষ কোন কাজ সম্পাদিত হয়নি। এমনকি তাঁর আওতায় কোন প্রকল্প দপ্তরও ছিলনা। উল্লেখ্য যে, কোন দপ্তর না থাকায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর, যেমনঃ অর্থ/ হিসাব/সংগ্রহ/প্রকৌশল পরিদপ্তর হতে বিচ্ছিন্নভাবে এনে একত্র করে সরবরাহ করা হয়েছে। এ কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যের মধ্যে বিভিন্ন অসম্পৃক্ততা ও অসংগতি পরিলক্ষিত হয় এবং এসব তথ্য যাচাই প্রক্রিয়াকরণে অনেক সমস্যা দেখা দেয় ও কার্য সম্পাদনে প্রচুর বিলম্ব হয়।

১৬। **সুপারিশঃ**

১৬.১। সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় সরকারী অনুদানের অর্থে সংগৃহীত যানবাহনগুলো সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে ০৮-০১-২০০৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী সরকারী পরিবহণ পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (১২)।

১৬.২। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষ্যত প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ (বিদ্যুৎ বিভাগ) হতে নিশ্চিত করতে হবে (১৫.৪)।

১৬.৩। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (১৫.১)।

১৬.৪। পিসিআর-এ ডিপিপির অংগভিত্তিক বরাদ্দ এবং এর বিপরীতে যে ব্যয় ধরা হয়েছে তা অসংগতিপূর্ণ। বিষয়টি বিদ্যুৎ বিভাগ আরইবি এবং অডিট বিভাগের সমন্বয়ে কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করে অবিলম্বে আইএমইডিকে অবহিত করবে (৫.১)।

টেকনিক্যাল এ্যান্ড ইক্যুপমেন্ট সাপোর্ট ফর এনার্জি সেভিং ইন ডেসা এরিয়া (সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০০৯)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।
২। বাস্তবায়ন সংস্থা : ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি)
৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০৮.০০ (১০৩.০০)	-	৮৬.৮৪ (-)	নভেম্বর,২০০৭ হতে জুন,২০০৮	-	নভেম্বর, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০০৯	প্রযোজ্য নয়	১৮ মাস (১২৮.৫৭%)

৫। <u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u> বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (চঈজ) অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	স্টেশনারী, সিল এ্যান্ড স্ট্যাম্প	থোক	-	০.৫০	-	০.১২ (২৪%)
২।	অন্যান্য	থোক	-	২.৫০	-	১.০০ (৪০%)
৩।	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন	থোক	-	২.০০	-	৩.৮৭ (১৯৩.৫০%)
৪।	সিএফএল বাল্ব	সংখ্যা	৩০০০০	১০৩.০০	২৮২৭২ (৯৪.২৪%)	৮১.৯০ (৭৯.৫১%)
	মোটঃ	-	-	১০৮.০০	-	৮৬.৮৪ (৮০.৪৫%)

৬। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণ :</u> প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো- রাজারবাগ এলাকায় এনার্জি সেভিং প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে অন্তত পক্ষে ৬০ শতাংশ লাইটিং লোড হ্রাস করা।

৭.২। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সহনীয় মাত্রায় রাখতে ঢাকার বিভিন্ন এলাকাসহ সারাদেশে ঘন ঘন লোড শেডিং করতে হয়। কিছু কিছু এলাকায় পিক-আওয়ারে লোড শেডিং-এর মাত্রা কমানোর জন্য ঐ এলাকায় এনার্জি সেভিং ল্যাম্প বা সিএফএল বাল্ব সরবরাহের মাধ্যমে লোড শেডিং কমানোর প্রক্রিয়া হিসেবে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ

১৭-০২-২০০৮ তারিখে এসপিইসি কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়নি।

৭.৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	মুদ্রা	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১।	জিটিজেড জার্মানী	ইউরো	১০৩.০০
২।	জিওবি	টাকা	৫.০০

৮। **প্রকল্পেরর সার্বিক বাস্তবায়ন :**

প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন সন্তোষজনক মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অবহিত করেছেন।

৯। **প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের বাস্তবায়নঃ**

৯.১। **বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপনঃ**

প্রকল্পের এ অঙ্গের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, টিপিপিতে ২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩.৮৭ লক্ষ টাকা।

৯.২। **সিএফএল বাল্ব :**

প্রকল্পের আওতায় ৩০০০০ সিএফএল বাল্ব-এর জন্য ১০৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও মোট ২৮২৭২ টি বাল্ব সংস্থাপনের মাধ্যমে ৮১.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১০.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো- রাজারবাগ এলাকায় এনার্জি সেভিং প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে অন্তত পক্ষে ৬০ শতাংশ বৈদ্যুতিক লোড হ্রাস করা।	সংশ্লিষ্ট এলাকায় এনার্জি সেভিং প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে সহনীয় মাত্রায় লোড শেডিং কমানো সম্ভব হয়েছে।

১১.০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	ইঞ্জিনিয়ার সাজ্জাদ আহমেদ	ম্যানেজার	খন্ডকালীন	০১-০৪-২০০৭ হতে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত

১২.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ :**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সহনীয় মাত্রায় অর্জিত হয়েছে।

১৩.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৩.১। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডিতে প্রেরণের বিধান থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। এমনকি প্রকল্পের পিসিআর অদ্যাবধি মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি।

১৩.২। অনুদান প্রদানকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান সদ্ব্যব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

১৩.৩। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সংস্থাপন অংশে টিপিপি বরাদ্দের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়েছে।

১৩.৪। ৩০০০০ সিএফএল বাল্ব পুরোটা সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। অবশিষ্ট সিএফএল বাল্ব কোথায় কি অবস্থায় আছে তা জানা যায়নি।

১৪.০। সুপারিশঃ

১৪.১। প্রকল্পের সমাপ্তির পর তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে পৌছানোর কথা থাকলেও তা কেন করা হয়নি তার কারণ আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

১৪.২। অনুদান প্রাপ্ত পুরো অর্থ ব্যয় না করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে আইএমইডিকে তা অবহিত করবে।

১৪.৩। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সংস্থাপনের জন্য টিপিপি বরাদ্দের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার বিষয়টি এবং বিতরণ না হওয়া এফএল বাল্ব কোথায় কি অবস্থায় আছে তা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে আইএমইডিকে অবিলম্বে অবহিত করবে।

গ্রেটার ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট ফেইজ-৪ (সংশোধিত) ডেসা পার্ট (সমাপ্তঃ জুন, ২০১০)

১।	প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা।
২।	বাস্তবায়ন সংস্থা	:	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা)
৩।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ।
৪।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৫৩০৬.৬২ (৭৬৮৪২.০৬)	১৫৬৮৭৬.৩৭ (৮০৭৪৬.২৪)	১৩৮০৩৮.৫৪ (৬৯৬৭৫.০৪)	জুলাই, ১৯৯৬ হতে জুন, ২০০০	জুলাই, ১৯৯৬ হতে জুন, ২০০৬	জুলাই, ১৯৯৬ হতে জুন, ২০১০	প্রযোজ্য নয়	৪ বছর (৪০%)

৫।	<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u> বিদ্যুৎ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী অঙ্গাভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	প্রাথমিক জরিপ	থোক	থোক	১২০.০০	থোক (১০০%)	১২০.০০ (১০০%)
২।	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	১১	১৪৬১.০০	১০.২৭ (৯১.৩৭%)	১৫৬৯.৩৭ (১০৭.৪২%)
৩।	ভূমি উন্নয়ন	একর	১৫	১১০১.০০	১১.৩৭ (৭২.৮৮%)	১৫১৭.২৩ (১৩৮.৭১%)
৪।	পূর্ত কাজ (আবাসিক)	বঃ মিঃ	১১৬১৪	১১৪৯.৬৭	৯৫৮৭.০০ (৮২.৫৫%)	৯৪৭.০৩ (৮২.৩৭%)
৫।	পূর্ত কাজ (ফাংশনাল বিল্ডিং)	বঃ মিঃ	৬১৪৯	৫৬৪.৮২	১৫৬১২.০০ (২৫৩.৮৯%)	৯৯৯.০৯ (১৭৬.৮৯%)
৬।	পূর্ত কাজ (সুইচিং স্টেশন এবং কমপ্লিমেন্ট সেন্টার)	থোক	থোক	৪০০.০০	--	৪৪৫.৯৯ (১১১.৫০%)
৭।	১৩২ কেভি ওভারহেড লাইন (ইন্সলেশনসহ)	কিঃমিঃ	৪৩	৪২৬০.৬০	২৮.০৩ (৬৫.১৯%)	৫২১১.৭১ (১২২.৩২%)
৮।	১৩২ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন (ইন্সটলেশনসহ)	কিঃমিঃ	২১	৪১৫৪.৮৬	১১.৩৫ (৫৪.০৫%)	৪০৪৩.৩৭ (৯৭.৩২%)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯।	৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন স্থাপন এবং নবায়ণ	Ckt. km	৭০	১৮৬৯.২৩	৬৮.২০ (৯৭.৪৩%)	১৬২৬.৯৩ (৮৭.০৪%)
১০।	৩৩ কেভি আন্ডার লাইন স্থাপন	Ckt. km	১১১	৮৯৭৯.২৬	৮৪.২১ (৭৫.৫২%)	৫৫৪৪.০৬ (৬১.৭৪%)
১১।	(ক) ১৩২/৩৩ কেভি +৩৩/১১ কেভি সাব স্টেশন সম্প্রসারণ (ইন্সটলেশনসহ)	MVA	৮৩৫	২০০৮৯.৩২	৮৩৫.০০ (১০০%)	২৫০৩৫.৭৭ (১২৪.৬২%)
	(খ) ১৩২/৩৩ কেভি +৩৩/১১ কেভি সাব স্টেশন সম্প্রসারণ (ইন্সটলেশনসহ)	MVA	৮৫	৭৪৬.০৮	৮৫.০০ (১০০%)	৫০৯.৬৪ (৬৮.৩১%)
১২।	(ক) ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন নতুন (ইন্সটলেশনসহ)	MVA	৩২০	১০০০৭.১২	৩২০.০০ (১০০%)	১০৮৩২.৩৮ (১০৮.২৫%)
	(খ) ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন সম্প্রসারণ (ইন্সটলেশনসহ)	MVA	১৪০	৭৯২.৬০	১১৫.০০ (৮২.১৪%)	৫৩৪.৮১ (৬৭.৪৮%)
	(গ) সাবস্টেশনের খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক	থোক	২৫০.০০	-	-
	(ঘ) ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার ট্রান্সফরমার বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর	সংখ্যা	৭	২০০.০০	৭ (১০০%)	২০০.০০ (১০০%)
১৩।	(ক) ১১ কেভি সুইচিং স্টেশনের জন্য সার্কিট ব্রেকার	সংখ্যা	২৬৮	২৫৫১.৪০	২৬৮.০০ (১০০%)	২৫৬১.২২ (৭২.১২%)
	(খ) ব্যাটারী এবং ব্যাটারি চার্জার	সেট	৪০	১৮০.০০	-	-
১৪।	১১ কেভি ওভারহেড লাইন (ম্যাটারিয়াল কন্সটসহ)	কিঃমিঃ	১২৫		৮৩.০০ (৬৬.৪০%)	-
১৫।	১১/০.৪ কেভি ওভারহেড লাইন (ম্যাটারিয়াল কন্সটসহ)	কিঃমিঃ	১০৭৫	৩১৪৩.২৪	৯১০.০০ (৮৪.৬৫%)	৩০৭৮.৬০ (৯৭.৯৪%)
১৬।	৪০০ ওভারহেড লাইন (ম্যাটারিয়াল কন্সটসহ)	কিঃমিঃ	১৩০		৮৭.০০ (৬৬.৯২%)	-
১৭।	১৪, ১৫ এবং ১৬ নম্বর যন্ত্রাংশের জন্য ফিটিংসহ ইন্সুলেটর	থোক	থোক	৯৩৭.৬৩	-	৫৪০.৯০ (৫৭.৬৬%)
১৮।	কন্ডাকট্রর	থোক	থোক	৩৮৩৩.১৯	-	২৮৩৯.৩৭ (৭৪.০৭%)
১৯।	কন্ডাকট্ররের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং জয়েনিং টুল্স	থোক	থোক	৭৯০.৬৯	-	৬৬২.৪৮ (৮৩.৭৬%)
২০।	(K) 11 †Kwf, XLPE, 3-Core, U/G Cables	কিঃমিঃ	৪৬৭	১৩৬৮৫.৫০	৩৬২.২৫ (৭৭.৫৭%)	১০০৫১.৩৩ (৭৩.৬১%)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গা	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(L) 11 †Kwf, G¨wiqvj K¨vej 3-Core, U/G Cable	কিঃমিঃ	১০০	১৩৭৩.৬০	১০০.০০ (১০০%)	১৩৭৬.১০ (১০০%)
২১।	(K) 400V, U/G Cables	কিঃমিঃ	০.০০	০.০০	-	-
	(L) 400V, Arial bundled Cables	কিঃমিঃ	০.০০	০.০০	-	-
২২।	(K) 11/0.4 †Kwf P/M mve-‡÷kb	সংখ্যা	৪২০০	৭৮১৩.৩১	৩০০০.০০ (৭১.৪৩%)	৬৬৬৫.৫৩ (৮৫.৩১%)
	(L) K¨vcwmUi e¨vsK	গঠঅজ	১৫০	২০২৯.০৬	১৪৫.০০ (৯৬.৬৬%)	২০০৮.০১ (৮৯.৯৬%)
২৩।	33/11 †Kwf 5 MVA cvIqvi UªvÝdigvi	সংখ্যা	২.০০	১১০.৪৫	২.০০ (১০০%)	১১০.৪৫ (১০০%)
২৪।	1 †dBR LT wgUvim	সংখ্যা	২০০০০০	২৯৮১.৯৭	২০০০০০.০০ (১০০%)	১৯০০.৩৭ (৬৩.৭৩%)
২৫।	mnvqK hš¿vskmn 3 †dBR LT wgUvim	সংখ্যা	৫০০০০	৭১১৪.৩২	৪৮০০০.০০ (৯৬%)	৩৯৪৮.৫৫ (৫৫.৫০%)
২৬।	সহায়ক যন্ত্রাংশসহ এইচটি মিটারস	সংখ্যা	৩১০০	৫৮১০.৩৪	২১৫৫.০০ (৬৯.৫২%)	৩৯২৫.১৪ (৬৭.৫৫%)
২৭।	(ক) কনজুমার সার্ভিস ড্রপ/ট্রান্সফরমার লুপ	থোক	থোক	৩৪২.৩০	-	৩৪২.৩০ (১০০%)
	(খ) ফিল্টার প্রুফ মিটার লক	সংখ্যা	৩০০০০০	৩৬১.৪২	-	-
২৮।	১১ কেভি আরএমইউ	সংখ্যা	২০	৯৮.০০	২০.০০ (১০০%)	১৩৫.৬২ (১৩৮.৩৯%)
২৯।	যানবাহন	সংখ্যা	৩৯	২৬১.৫০	৩৫.০০ (৮৯.৭৪%)	২০১.৫০ (৭৭.০১%)
৩০।	স্ক্যাডা	থোক	০	২০০.০০	-	-
৩১।	১১ কেভি সূইচ গিয়ার প্যানেল	সংখ্যা	৮২	৭৮১.০৩	৮২.০০ (১০০%)	৭৮১.০৩ (১০০%)
৩২।	ইন্সুটুমেন্ট, টুলস্ এবং প্ল্যান্টস	থোক	থোক	১৬৫.৫৫	-	-
৩৩।	২০% ইন্সটলেশন কস্ট +১৫% ভ্যাট	থোক	থোক	৫৩৪২.০০	-	৩১৯১.১১ (৫৯.৭৪%)
৩৪।	পরামর্শক সেবা	থোক	থোক	১৭৫.০০	-	১৬৬.১৯ (৯৪.৯৭%)
৩৫।	গ্রাহক সেনসার্স	থোক	থোক	৩০.০০	-	-
৩৬।	পরিবহন ব্যয় এবং হ্যান্ডলিং	থোক	থোক	১৯১৫.০০	-	১৬৬৪.৫৮ (৮৬.৯২%)
৩৭।	সিডি ভ্যাট	থোক	থোক	৩০২৬৪.৫৪	-	২৬১৪০.০০ (৮৬.৩৭%)
৩৮।	জনবলের বেতন ভাতাসহ ফিল্ড স্টাবলিশমেন্ট	থোক	থোক	৯০০.০০	-	১০০৫.৭৫ (১১১.৭৫%)
৩৯।	প্রধান কার্য্যালয়ের ওভারহেড	থোক	থোক	২১০.০০	-	২৭৯.৭৫ (১৩৩.২১%)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪০।	আসবাব ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	থোক	৫০.০০	-	৪৫.১৩ (৯০.২৬%)
৪১।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সিং	থোক	থোক	০.০০	-	-
৪২।	প্রশিক্ষণ (বিদেশে)	থোক	থোক	০.০০	-	-
৪৩।	এলডিসি (এফ.সি'র উপর নির্মাণকালীন সুদ)	থোক	থোক	৭৩১০.৬৮	-	-
৪৪।	এলডিসি (এল.সি'র উপর নির্মাণকালীন সুদ)	থোক	থোক		-	-
৪৫।	ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ	থোক	থোক	০.০০	-	-
	মোটঃ			**১৫৬৮৭৬.৩৭**		**১৩৮০৩৮.৫৪ (৮৭.৯৯%)**

৬। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণঃ</u>

প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহত্তর ঢাকা এলাকার ২০০৬ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার পুর্নবাসন, সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করা। প্রকল্পের আওতায় ১১.৭৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও পরামর্শক সেবা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

৭.২। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি। ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ডিপিডিসি ও ডেসকো বৃহত্তর ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় নিয়োজিত। ঢাকা শহরের বিদ্যুতের চাহিদা প্রতি বছর প্রায় ১০% বৃদ্ধি পায়। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী শহর হওয়ায় এখানে প্রতিনিয়ত বড় বড় বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মিত হচ্ছে। যার ফলে বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থা ওভারলোডেড হচ্ছে । বর্ণিত ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য এবং বিদ্যমান বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ বিতরণের ট্রান্সমিশন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যমান বিতরণ ক্ষমতা আরো ৭৯০ মে:ও: বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

৭.৩। <u>প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>

''গ্রেটার ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট ফেইজ-৪ (সংশোধিত) ডেসা পার্ট'' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮-০৯-১৯৯৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ২৬-০২-২০০৫ তারিখে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৭.৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ**

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	মুদ্রা	পরিমাণ (মিলিয়ন)
১।	এডিবি (নবম পাওয়ার প্রজেক্ট)	ইউএসডলার	৩৯.৫০
২।	জিআইইটিসি, চীন (সাপ্লাইয়ার্স (ক্রেডিট)	ইউএসডলার	৬৬.৬৭
৩।	এডিবি (দশম পাওয়ার প্রজেক্ট)	ইউএসডলার	৪২.৮৫
৪।	জিওবি	টাকা	৩৮.৪৬

৮। **প্রকল্পেরর সার্বিক বাস্তবায়ন :**

প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন সন্তোষজনক মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অবহিত করেছেন।

৯। **প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের বাস্তবায়নঃ**

৯.১। **ভূমি অধিগ্রহণঃ** সরকারের প্রচলিত পদ্ধতিতে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অধিগ্রহণের সময়ে ভূমির বাজার দর ডিপিপি প্রস্তুতের সময়ের তুলনায় বেশী হওয়ায় পিসিআর-এ ডিপিপি'র বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় বেশি উল্লেখ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

৯.২। **ভূমি উন্নয়নঃ** ডিপিপি প্রস্তুতের সময় অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের তুলনার কাজ বাস্তবায়নের সময় অর্থাৎ ২০০১-১০ সালে ভূমি উন্নয়নের মালামাল, পরিবহণ ব্যয় ও লেবারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পিসিআর-এ ডিপিপি'র বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় বেশি উল্লেখ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

৯.৩। **পূর্ত কাজ (আবাসিক):** জিগাতলা (৬), কাকরাইল(৮), বারিধারা(৪), ডিপিএইচ পরিবাগ(৮), দক্ষিণ খান (৮), মিরপুর(৮), কল্যাণপুর(৮), ভুলতা(৮) সায়েদাবাদ(৪), নারায়ণগঞ্জ(৮), দ্বিগুণ(৮), উত্তরা(৮), তালতলা(৬), টঙ্গী(৮), বসন্ধুরা(৮), গাজীপুর গ্রীড প্রিমিসেস(৮) এ মোট ১১৬টি ইউনিট তৈরি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। কিন্তু এসব এলাকায় ইউনিট গুলো কত বর্গফুটের তা পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়নি।

৯.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহত্তর ঢাকা এলাকার ২০০৬ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার পুর্নবাসন, সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করা। প্রকল্পের আওতায় ১১.৭৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও পরামর্শক সেবা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	প্রকল্পের আওতায় ১১.৭৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও পরামর্শক সেবা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হলেও নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। সারা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় ঘাটতি থাকার কারণে এবং বিদ্যুৎ চাহিদা উত্তর উত্তর বৃদ্ধির কারণে লোভশেডিং পরিহার করাসহ নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে না পারার মূল কারণ।

১০.০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মুনসুর-উর-রহমান		পূর্ণকালীন	০৯-১০-৯৬ হতে ২৩-১২-৯৬
২।	কাজী জহিরুল আজম		পূর্ণকালীন	২৪-১২-৯৬ হতে ২৩-১০-৯৭
৩।	জনাব আব্দুল হাই		পূর্ণকালীন	২৩-১০-৯৭ হতে ১৫-০২-৯৮
৪।	জনাব এটিএম ফয়েজুল করিম		পূর্ণকালীন	১৫-০২-৯৮ হতে ২৭-০৫-৯৮
৫।	জনাব আব্দুল মান্নান মোল্লা		পূর্ণকালীন	২৭-০৫-৯৮ হতে ০৮-০৮-৯৯
৬।	জনাব বিশ্বাস হারুন-উর-রশিদ		পূর্ণকালীন	০৯-০৮-৯৯ হতে ০২-১১-০২
৭।	জনাব কে কে আশরাফ হোসেন		পূর্ণকালীন	০২-১১-০২ হতে ১৪-০২-০২
৮।	জনাব আমিনুল ইসলাম		পূর্ণকালীন	১৪-০২-০২ হতে ০১-০৭-০৩
৯।	জনাব মহসিন আলী মিয়া		পূর্ণকালীন	১৯-০২-০২ হতে ০২-০৯-০৩
১০।	জনাব এস আর তালুকদার		পূর্ণকালীন	

১১।	জনাব আতাউল মাসুদ		পূর্ণকালীন	৩১-১২-০১ হতে ১৯-০২-০২
১২।	জনাব জামসেদ আলী খান		পূর্ণকালীন	২৯-১২-০৪ হতে ৩০-১১-০৫
১৩।	জনাব মোঃ মোমিনুল হক		পূর্ণকালীন	৩০-১১-০৫ হতে ০৮-০১-০৭
১৪।	জনাব মাহবুব সরওয়ার -ই-কায়ানাত		পূর্ণকালীন	০৮-০১-০৭ হতে ৩০-
১৫।	জনাব ইফতেখার উদ্দিন ফিরোজ		পূর্ণকালীন	০১-০৭-০৮

১১.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১২.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১। ঋণ প্রদানকারী সংস্থা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়েছে।

১২.২। তিন ফেজে লোন প্রাপ্তির ফলে বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে।

১২.৩। জমি অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসক অফিসের দীর্ঘ সূত্রিতা।

১২.৪। কয়েকটি প্যাকেজের জন্য মন্ত্রণালয়, এনবিআর এবং আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হওয়ায় ঠিকাদারের সাথে চুক্তিতে বিলম্ব হয়। কিন্তু ঐ সময়ে বিশ্ব বাজারে মেটালের মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় (কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০% এর বেশী) ঠিকাদার চুক্তি স্বাক্ষরে গড়িমসি করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন থেকে বিরত থাকে। ফলে একই প্যাকেজের জন্য পুনরায় টেন্ডার আহবান করা হয়।

১২.৫। এই প্রকল্পের আওতায় ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন নির্মিত হয়েছে। উক্ত লাইনের টাওয়ার স্থাপন কালে সময়মতো রাইট-অব ওয়ে পাওয়া যায় নাই। টাওয়ার স্থাপনে স্থানীয় লোকের বাধা প্রদান, মামলা-মোকদ্দমা করা প্রভৃতি কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ বিলম্ব হয়।

১২.৬। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডিতে প্রেরণের বিধান থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। এমনকি প্রকল্পের পিসিআর অদ্যবধি মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি।

১৩.০। সুপারিশঃ

১৩.১। প্রকল্পের সমাপ্তির পর তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে পৌছানোর বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।

১৩.২। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গে ডিপিপি বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় বেশি হয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করা প্রয়োজন ছিল। ডিপিপি বরাদ্দের তুলনায় প্রকল্প ব্যয় বেশী হওয়ার বিষয়টি এবং সময়মত আন্ত:খাত সমন্বয় না হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবিলম্বে অবহিত করবে।

১২.৩। নির্মিত আবাসিক ভবনগুলো কোন এলাকায় কত বর্গফুটের ভবন নির্মিত হয়েছে এবং এ ভবন গুলোতে বর্তমানে কারা অবস্থান করছে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।